CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭২ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 72 Years ■ Issue-24 ■ 29 October, 2025 ■ আগরতলা ২৯ অক্টোবর, ২০২৫ ইং ■ ১১ কার্তিক, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, বুধবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

অষ্টম বেতন কমিশনের শর্তাবলী অনুমোদন করল কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভা

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর।। কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভামঙ্গলবার ৮ম বেতন কমিশনের শর্তাবলী অনুমোদন করেছে, যা প্রায় ৫০ লাখ কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীর বেতন সংশোধন করবে। এই কমিশনের চেয়ারম্যান হিসেবে নিযুক্ত হয়েছেন সাবেক সুপ্রিম কোর্ট বিচারপতি রানজনা প্রাকাশ দেশাই।

আইন ও তথ্য মন্ত্রী আশ্বিনী বৈষ্ণব মঙ্গলবার এক মন্ত্রিসভার ব্রিফিংয়ে জানান, ৮ম বেতন কমিশন আগামী ১৮ মাসের মধ্যে তার সুপারিশগুলো জমা দেবে এবং এটি কার্যকর হবে ২০২৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে।

জানুয়ারিতে, মন্ত্রিসভা ৮ম বেতন কমিশন প্রতিষ্ঠার জন্য অনুমোদন দিয়েছিল, যা কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারী এবং প্রায় ৬৯ লাখ পেনশনভোগীর ভাতাদি সংশোধন করবে। কমিশনটির নেতৃত্ব দেবেন বিচারপতি রানজনা প্রাকাশ দেশাই। কমিশনের অন্যান্য সদস্য হিসেবে থাকবেন প্রফেসর পুলক ঘোষ এবং সদস্য-সচিব হিসেবে পঙ্কজ জৈন।

আশ্বিনী বৈষ্ণব আরও জানান, ৮ম বেতন কমিশনের শর্তাবলী বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, রাজ্য সরকার এবং কর্মচারী প্রতিনিধিদের সঙ্গে পরামর্শ করে চূড়ান্ত করা হয়েছে। গত জুলাইয়ে, সংসদে সরকার জানিয়েছিল যে ৮ম বেতন কমিশন গঠন নিয়ে বিভিন্ন প্রধান স্টেকহোল্ডার যেমন প্রতিরক্ষা, অভ্যন্তরীণ বিষয়ক মন্ত্রণালয়, কর্মী ও প্রশিক্ষণ বিভাগসহ রাজ্যগুলোর সঙ্গে আলোচনা করা হয়েছে।

এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় সরকারের বেতন কমিশন সাধারণত প্রতি ১০ বছরে একবার গঠন করা হয়। সর্বশেষ, ৭ম বেতন কমিশন গঠন করা হয়েছিল ফেব্রুয়ারি ২০১৪ সালে এবং তার সুপারিশ ২০১৬ সালের ১ জানুয়ারি থেকে কার্যকর হয়। ৮ম বেতন কমিশনের সুপারিশগুলো ২০২৬ সালের জানুয়ারি ১ থেকে কার্যকর হবে। ভারতে বেতন কমিশনের মাধ্যমে সরকারি কর্মচারীদের বেতন সংশোধন করা হয়, যাতে বেতন এবং অন্যান্য ভাতা মূল্যস্ফীতির সঙ্গে সঙ্গতি রেখে হালনাগাদ থাকে। বিশেষ করে, দারিদ্র্য ভাতা প্রতি ছয় মাসে পর্যালোচনা করা হয় এবং এটি মূল্যস্ফীতির ভিত্তিতে সংশোধন করা হয়। মন্ত্রিসভা রবিবার রবি ২০২৫-২৬ মৌসুমের

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিদ্যুৎ নিগমে ১০৪ টি শূণ্য পদে নিয়োগ

নলছড়ে দ্বিতীয় মহিলা মহাবিদ্যালয় স্থাপন, রাজ্য মন্ত্রীসভায় সিদ্ধান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। ত্রিপুরা রাজ্য বিদ্যুৎ নিগমের ম্যানেজার পদে ১০৪টি শূন্যপদে লোক নিয়োগ করা হবে। তাছাড়া মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘু উন্নয়ন প্রকল্প, মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি যোজনার মতো নতুন প্রকল্প রাজ্যে চালু করা হবে। আজ সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে একথা বলেন পর্যটন মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী। উল্লেখ্য, গতকাল মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা.) মানিক সাহার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মন্ত্রিসভার বৈঠকে এই সিদ্ধান্তগুলি গৃহীত হয়।

সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটন মন্ত্রী জানান, বিদ্যুৎ নিগমে গ্রেড-এ ম্যানেজার পদের ৩৬টি শূন্যপদে এবং গ্রেড-বি ম্যানেজার পদের ৬৮টি শূন্যপদে লোক নিয়োগ করা হবে। এক্ষেত্রে ৩৬টি গ্রেড-এ পদের মধ্যে ২৪টি পদের জন্য ইলেক্ট্রিক্যালের বি-টেক, ৪টি পদের জন্য মেকানিক্যালের বি-টেক এবং ৮টি পদের জন্য সিভিলে বি-টেক করা প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন। তাছাড়া ৬৮টি গ্রেড-বি পদের মধ্যে ৫৮টি পদের জন্য ইলেক্ট্রিক্যালের ডিপ্লোমা, ২টি পদের জন্য মেকানিক্যালের ডিপ্লোমা এবং ৮টি পদের জন্য সিভিলে ডিপ্লোমা করা প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবে। দপ্তর সরাসরি এই শূন্যপদে নিয়োগের প্রক্রিয়া সম্পন্ন করবে। তিনি আরও জানান, রাজ্যের সংখ্যালঘু শ্রেণীর মানুষের অর্থনৈতিক বুনিয়াদকে শক্তিশালী করতে "মুখ্যমন্ত্রী সংখ্যালঘু উন্নয়ন প্রকল্প" নামে নতুন একটি প্রকল্পের অনুমোদন দিয়েছে মন্ত্রিসভা। এই প্রকল্পের জন্য মোট ১ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। এই প্রকল্পে সংখ্যালঘু শ্রেণীভুক্ত মানুষদের সংখ্যালঘু উন্নয়ন দপ্তর থেকে ২টি কিস্তিতে ডেয়ারি, হাঁস ও মুরগি পালন সহ ক্ষুদ্র ব্যবসার জন্য ১০ হাজার টাকা প্রদান করা হবে। প্রাথমিকভাবে রাজ্যে প্রায় ১ হাজার ৫০০ জন সুবিধাভোগী উপকৃত হবেন। তাছাড়াও মন্ত্রিসভার বৈঠকে উচ্চশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে সোনামুড়া মহকুমার নলছড়ে রাজ্যের দ্বিতীয় মহিলা মহাবিদ্যালয় স্থাপন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সাংবাদিক সম্মেলনে পর্যটন মন্ত্রী আরও বলেন, মুখ্যমন্ত্রী বালিকা সমৃদ্ধি

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বাবার হাতে খুন ছেলে!

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। বাবার হাতে খুন হল ১৩ বছরের অনুপম দাস। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র ছিল সে। গলায় বেল্ট দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করে তাকে খুন করে রাবার বাগানে ফেলে রেখেছে বাবা শিমুল দাস। পুলিশ অভিযুক্ত বাবাকে গ্রেপ্তার করেছে। মঙ্গলবার চাঞ্চল্যকর এই ঘটনায় উত্তেজনা দেখা দেয় নলছড়ের কেমতলী বৈদ্যমুড়ায়। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে মেলাঘর থানার পুলিশ।

ঘটনার বিবরণে পুলিশ জানিয়েছে, স্থানীয় রাবার বাগান থেকে অনুপম দাসের মৃতদেহ উদ্ধার করেছে পুলিশ। তার শরীরে আঘাতের চিহ্ন রয়েছে। মৃতদেহের পাশেই বেল্ট উদ্ধার হয়েছে। সেই বেল্ট দিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করেই অনুপমকে খুন করেছে তার

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

সোনামুড়ায় উদ্ধার পিস্তল ছুরি, বাইক

নিজস্ব প্রতিনিধি, সোনামুড়া, ২৮ অক্টোবর।। সোনামুড়ায় গভীররাতে পুলিশের অভিযানে উদ্ধার হল একটি দেশীয় পিস্তল, একটি ধারালো ছুরি এবং একটি মোটরবাইক। ঘটনাটি ঘটেছে সোনামুড়া কলেজ রোড থেকে মধুবন যাওয়ার পথে কালীবাড়ির সংলগ্ন এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে এসআই রাকেশ দেবনাথের নেতৃত্বে সোমবার গভীররাতে বিশেষ অভিযান চালানো হয়। অভিযানের সময় পুলিশ সন্দেহজনকভাবে ফেলে রাখা একটি ব্যাগ থেকে দেশীয় পিস্তল ও ছুরি উদ্ধার করে। পাশাপাশি ঘটনাস্থল থেকে একটি মোটরবাইকও জব্দ করা

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

(২য় পর্যায়ে) ১১টি সরকারি কলেজে ওয়াই ফাই সুবিধা

প্রযুক্তিকে জনকল্যাণে ব্যবহারের পরামর্শ মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। এ.আই ও ইন্টারনেটকে ব্যবহার করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে হবে। প্রযুক্তিকে জানার জন্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে হবে। মানুষের কল্যাণের জন্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা প্রয়োজন।

আজ আগরতলার লিচুবাগানস্থিত সরকারি সরকারি চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়ে ১১টি সরকারি কলেজে (দ্বিতীয় পর্যায়) ওয়াই-ফাই সুবিধার উদ্বোধন এবং ২০২৪ - ২৫ শিক্ষাবর্ষের জন্য মুখ্যমন্ত্রী যুব যোগাযোগ যোজনার সূচনা অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তর এবং উচ্চশিক্ষা দপ্তরের যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, ওয়াই-ফাই ব্যবস্থা থাকলে কাজেরও অনেক সুবিধা হয়। আগেই রাজ্যের ১৯টি সরকারি কলেজে ওয়াই-ফাই পরিষেবা চালু হয়েছে। আজ ১১টি কলেজে এই সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে। এই ব্যবস্থার মাধ্যমে প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হয়ে যাবে। এতে উপকৃত হবে ছাত্রছাত্রীরা। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি প্রযুক্তির উপর বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ভারতবর্ষের যুব সম্প্রদায়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত পাত্রার রাজ্য সফর ঘিরে রাজনৈতিক পারদ চড়ছে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। রাজ্যে এলেন বিজেপি সর্ব ভারতীয় মুখপাত্র, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের সংযোজক তথা সাংসদ ড. সম্বিত পাত্রা। এদিন এমবিবি বিমান বন্দরে তাকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক ভগবান দাস সহ দলের অন্যান্য নেতৃত্বগণ। এদিন রাজ্যে এসেই বিজেপি প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য্যের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন তিনি।

উল্লেখ্য, বর্তমানে রাজ্যের রাজনৈতিক মহলে তীব্র উত্তেজনা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। শাসক ও শরিক দলের একাধিক সংঘাতের চিত্র লক্ষ্য করা গেছে। একাধিক ঘটনার জন্য খোদ মুখ্যমন্ত্রী শরিক দল তিপ্রা মথার দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছেন। এমনকি শাসক দলের অন্দরেও দলীয়

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হৃদয় বিদারক!

ঘুমের মধ্যে ৪ মাসের শিশুর মৃত্যু, শোকের ছায়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। শ্রীনগর থানার অন্তর্গত শ্রীনগর লক্ষ্মীটিলা এলাকায় ঘটল এক হৃদয়বিদারক ঘটনা। ঘুমের মধ্যে মৃত্যু হলো মাত্র চার মাস বয়সী সৃজন শীল নামে এক শিশুর।

পরিবার সূত্রে জানা গেছে, গতকাল রাতে সৃজনের মা-বাবা একটি অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে বাড়ি ফেরেন। রাতে প্রায় দেড়টা পর্যন্ত তাঁরা শিশুটির সঙ্গে খেলাধুলা করার পর ঘুমিয়ে পড়েন। আজ ভোরে সৃজনের কোনোরকম নড়াচড়া না দেখে

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

এস আই আর ঃ গরিব পিছিয়ে পড়া মানুষের নাম বাদ দিচ্ছে কমিশন ঃ আশীষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। এস আই আর -এর মাধ্যমে গরিব পিছিয়ে পড়া মানুষের নাম বাদ দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। আজ খোয়াইয়ে এক যোগদান সভায় এমন অভিযোগ করেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

আজ খোয়াই কংগ্রেস ভবনে যোগদান সভা অনুষ্ঠিত হয়।

তেলিয়ামুড়া জেলা কংগ্রেস কমিটির উদ্যোগে আয়োজিত যোগদান সভায় খোয়াই মহকুমার আশারামবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্র, রামচন্দ্রঘাট বিধানসভা কেন্দ্র এবং খোয়াই বিধানসভা কেন্দ্র মোট তিনটি বিধানসভা কেন্দ্রের জনজাতি সহ বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ২৬ পরিবারের ১৩৪ জন ভোটার কংগ্রেস দলে যোগদান করেন।

নবাগতদের দলীয় পতাকা হাতে তুলে দিয়ে দলে বরণ করে নিলেন ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা বলেন, নির্বাচন কমিশন কে ব্যবহার করে এস আই আর এর মাধ্যমে বৈধ ভোটারদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে।

এস আই আর এর মাধ্যমে বিশেষ করে গরিব পিছিয়ে পড়া মানুষের নাম বাদ দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন। কেননা তারা নিজেদের বৈধ কাগজপত্র সম্পর্কে ততটা সচেতন নয়। আইনি জটিল প্রক্রিয়াগুলি সম্পর্কে তারা অবগত নন। সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়েই গরীব অংশের জনগণের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হচ্ছে।

শহর জুড়ে ট্রাফিক অভিযান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। শহরের যানজট কমাতে ও স্বাভাবিক যান চলাচল বজায় রাখতে আজ সন্ধ্যায় ট্রাফিক পুলিশের বিশেষ অভিযান চালানো হয় আগরতলা শহরের প্রাণকেন্দ্রে। ট্রাফিক দপ্তরের দায়িত্বপ্রাপ্ত এসপি কান্তা জাহাঙ্গীরের নেতৃত্বে পরিচালিত হয় এই অভিযান।

পোস্ট অফিস চৌমুহনী থেকে বটতলা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকায় এদিন ট্রাফিক দপ্তর ব্যাপক অভিযান চালায়। প্রশাসনিক নির্দেশ অমান্য করে যত্রতত্র পার্কিং করে রাখা বহু গাড়ি ও বাইক তুলে নিয়ে যায় পুলিশ।

ট্রাফিক এসপি কান্তা জাহাঙ্গীর জানান, "শহরের গুরুত্বপূর্ণ

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

রাস্তায় নেমে শিক্ষক বদলীর প্রতিবাদ জানাল ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। শিক্ষক বদলির প্রতিবাদে বিক্ষোভে সামিল হয়েছে কাঞ্চনপুরের কর্ণজয় সিপি হাই স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা। আজ সকাল থেকে কাঞ্চনপুরে সড়ক অবরোধ করে তারা।

ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই বিদ্যালয়ে শিক্ষক সংকট চলছে। একাধিক বিষয়ে নিয়মিত পড়াশোনার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে তারা। সম্প্রতি বিদ্যালয়ের একজন বিজ্ঞান শিক্ষককে বদলি করা হয়েছে, ফলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। এই অবস্থায় পড়াশোনার ভবিষ্যৎ নিয়ে চিন্তিত ছাত্রছাত্রীরা বাধ্য হয়েই পথে নামে।

এদিকে অবরোধের ফলে ওই সড়কে যান চলাচলে চরম বিঘ্ন ঘটে। দীর্ঘ সময় ধরে আটকে পড়ে স্কুলবাস, যাত্রীবাহী গাড়ি সহ সাধারণ যানবাহন। ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ এবং

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

পানীয় জলের জন্য সড়ক অবরোধ ঘিরে উত্তপ্ত বামুটিয়া এলাকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর।। দীর্ঘদিনের পানীয় জলের সমস্যাকে কেন্দ্র করে আজ উত্তপ্ত হয়ে উঠল আগরতলা-বামুটিয়া সড়ক। মঙ্গলবার সকাল থেকে এলাকাবাসীরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন ও সড়ক অবরোধ করেন। ফলে কিছুক্ষণের জন্য ওই রাস্তায় যান চলাচল সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়।

অবরোধকারীদের অভিযোগ, প্রায় ছয় মাস ধরে তারা একেবারেই পানীয় জলের সরবরাহ পাচ্ছেন না। এমনকি গত দুই বছর ধরে এলাকায় জল সমস্যার তীব্রতা ক্রমশ বেড়েই চলেছে। বহুবার সংশ্লিষ্ট দপ্তরে অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও প্রশাসনের পক্ষ থেকে কোনও স্থায়ী পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন স্থানীয়রা।

অবরোধকারীরা আরও জানান, প্রতিদিন

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

CMYK

CMYK

জাগরণ আগরতলা,২৯ অক্টোবর,২০২৫ ইং
১১ কার্তিক, বুধবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

ভারত-আফগানিস্তানের নৈকট্য

ডোনাল্ড ট্রাম্পের আফগানিস্তানের বায়ুসেনাঘাঁটি পুনরায় দখল করায় ডাক কেবল চীনের সঙ্গে কৌশলগত নৈকট্য নয়, ট্রাম্পের নজরে সে দেশের তিন ট্রিলিয়ন ডলার মূল্যের বিরল খনিজ সম্পদের ভাণ্ডার। তাঁর পূর্বসূরী বাইডেনের আফগানিস্তান থেকে মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্তকে 'বিপর্যয়' হিসাবে বর্ণনা করিয়া ট্রাম্প আফগানিস্তানকে হুমকি দিয়া বলিয়াছিলেন যে যদি তাহারা বাগরাম বিমানবন্দর হস্তান্তর না করে, 'খারাপ কিছু ঘটিতে চলিয়াছে'। আফগানিস্তানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দ্বারা নির্মিত এটি 'বিশ্বের বৃহত্তম বিমান ঘাঁটিগুলির মধ্যে একটি'। তাৎক্ষণিকভাবে, চীন এবং রাশিয়া প্রতিক্রিয়া জানাইয়াছিল যে তাহারা এই ধরণের পদক্ষেপের বিরোধিতা করিবে। আশ্চর্যজনকভাবে, পাকিস্তান এবং ভারত,কিরগিজস্তান এবং অন্যান্য মধ্য এশিয়ার দেশগুলিও সমর্থনে একত্রিত হইয়াছিল। 'তালিবান' সরকারের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের প্রচেষ্টায় ভারত আরও এক ধাপ এগিয়ে কাবুলে দূতাবাস পুনরায় চালু করে। ভারত যখন তালিবান বিদেশমন্ত্রীকে নয়াদিল্লিতে স্বাগত জানায় তখন তীব্র অভ্যন্তরীণ সমালোচনা হয়। কিন্তু যখন সীমান্ত ইস্যুতে পাকিস্তান আফগানিস্তান আক্রমণ করে (বাস্তবে ভারতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে), তখন প্রমাণিত হয় যে ভারত উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আফগানিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব করিবার ক্ষেত্রে সঠিক পথে ছিল। যেখানে চীন-পাকিস্তান জুটি সর্বদা একটি হুমকি।এটা সত্যি যে, ট্রাম্প ভারতকে আফগানিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য আকস্মিক সুযোগ করিয়া দিয়াছিল এবং ভারত সুযোগের সদ্ব্যবহার করিয়াছে। আব্দুল গাফফার খানের সময় থেকেই আফগানিস্তান ভারতের বন্ধু ছিল। তিনি মহাত্মা গান্ধীর অহিংস আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করিয়াছিলেন। তালিবান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর পরিস্থিতি বদলে যায় এবং ২০০১ সালে বামিয়ান বুদ্ধ বিস্ফোরণের পর সম্পর্কের অবনতি ঘটে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রত্যাখ্যানের পর ভারত যেহেতু নতুন বাজার অন্বেষণ করছে, মধ্য এশিয়া তাহার পছন্দের একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্তানের খামখেয়ালি আচরণের ফলে আফগানিস্তানের সঙ্গে বন্ধুত্ব পুনঃস্থাপনের ভারতের প্রচেষ্টা একটি মাস্টারস্ট্রোক। এটিই চতুর কূটনীতির ফলাফল।আধুনিক প্রযুক্তি - যেমন, বৈদ্যুতিক যানবাহনের ব্যাটারি, বায়ু টারবাইন, সেমিকন্ডাক্টর এবং প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার জন্য বিরল খনিজ উপাদান প্রয়োজন। চীনের ধারণক্ষমতা ৪৪ মিলিয়ন টন রি। আফগানিস্তানের মজুদ খনিজ তাদের ঘনত্ব এবং বৈচিত্র্যের কারণে সবচেয়ে আশাব্যঞ্জক। ২০৩০ সালের মধ্যে চাহিদার তিনগুণ বৃদ্ধির পূর্বাভাস রহিয়াছে। এর ফলে আফগানিস্তান একটি প্রধান সরবরাহকারী হিসাবে এগিয়ে আসিবার সম্ভাবনা রহিয়াছে। এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই ব্যবসায়ী ট্রাম্প কেন নিজেকে আফগানিস্তানে ফিরাইয়া আনিতে এত আগ্রহী।আফগানিস্তানের ভূতাত্ত্বিক গঠন, টেকটোনিক ক্রসরোড এবং বিভিন্ন ধরণের বিরল খনিজের মজুদ এটিকে আধুনিক দিনের সবুজ শক্তি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ খেলোয়াড়ে পরিণত করিতে পারে। চীন বিশ্বব্যাপী গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের ৬০ শতাংশ ধারণ করে। তারপরেই ভিয়েতনাম, ব্রাজিল, রাশিয়া এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আফগানিস্তানের বিরল খনিজ সম্পদের পরিমাণ প্রায় আজকের আমেরিকার মতোই। তবে দেশটি যদি তাহার কাঠামোগত, পরিবেশগত এবং নিরাপত্তা ঘাটতিগুলি কাটিয়ে উঠিতে পারে তবে এটি আরও অনেক বেশি বৃদ্ধি পাইতে পারে।ভারতের গুরুত্বপূর্ণ খনিজ সম্পদের পরিমাণও উল্লেখযোগ্য। প্রায় ৭ মিলিয়ন, যাহা বিশ্বের মোট সম্পদের ৮ শতাংশ (মার্কিন ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণের রিপোর্ট অনুযায়ী, ১২০ মিলিয়ন টন)। কিন্তু ভারত এবং আফগানিস্তান উভয়ই প্রযুক্তিগতভাবে পিছাইয়া এবং অবশ্যই কঠোর পরিবেশগত আইনের শিকার। কিন্তু আজকের ডিজিটাল প্রযুক্তি অনিবার্যভাবে আফগানিস্তান এবং ভারত উভয়কেই (পরিবেশগত ঝুঁকি তৈরি না করে) গুরুত্বপূর্ণ খনিজ পদার্থ উত্তোলনের পদ্ধতি আধুনিকীকরণ করে বিশ্বব্যাপী রি বাজারের অংশীদার হইতে পরিচালিত করিবে। এই বাজার ২০২৫ সালে প্রায় ২০ বিলিয়ন ডলার এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৬০ বিলিয়ন ডলারে পৌঁছিবে বলিয়া ধারণা বিশেষজ্ঞদের। উদাহরণস্বরূপ, প্রতিটি মোবাইল ফোন তৈরিতে বিরল খনিজ প্রয়োজন।

ভারত আফগানিস্তানের বিদেশমন্ত্রীর সঙ্গে সাম্প্রতিক আলোচনার সময় বেশ কয়েকটি মৌ স্বাক্ষর করিয়াছে, যাহার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হইল বিরল খনিজ উত্তোলন। ভারত ভূতাত্ত্বিক সর্বেক্ষণ (জিএসআই)-এর অধীনে ১২০০টি প্রকল্পের মাধ্যমে অনুসন্ধান বৃদ্ধির জন্য জাতীয় খনিজ মিশন ২০২৫ প্রতিষ্ঠা করিয়াছে ভারত। বর্তমানে বিশ্ব উৎপাদনে ভারত এক শতাংশেরও কম অবদান রাখে। এমনকি আফগানিস্তানের অবদান, তার ত্রুটি সত্ত্বেও, ভারতের চেয়ে বেশি। দেশের চারটি সেমিকন্ডাক্টর ইউনিট দ্রুত এগিয়া চলিয়াছে। বিরল খনিজ প্রয়োজনে ভারত-আফগানিস্তান জোট আগামীদিনের ভরসা প্রদান করে।

মানুষের ঘুমন্ত পরিবেশচেতনাকে জাগাতে পারে না গ্যাস চেম্বার দিল্লিও

প্রবীর মজুমদার

২৫ বছর আগের এক নভেম্বর মাসের একটা দিন। প্রতিদিনের মতোই সেদিনও হাজার হাজার মানুষ আগ্রায় হাজির তাজমহল দেখার অভিলাষে। ৮ নভেম্বর, ২০০০ আগ্রা শহরের কাচপুরার মানুষজনের সামনে তাজমহলকে বেমালুম গায়েব করে রীতিমতো তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন বিখ্যাত জাদুকর জুনিয়র পিসি সরকার তাঁর জাদুমন্ত্রের জোরে। সেদিন জাদুকরের আশ্চর্য কারিশমা দেখে সবাই পরম বিস্মিত হয়েছিলেন। আর এখন। সেদিনের সেই মায়াবী ঘটনার সিকি শতক পরে, তাজমহল-সহ দেশের রাজধানী শহর দিল্লির প্রায় সমস্ত বিখ্যাত সৌধগুলো প্রায় প্রতিদিনই বিলকুল "ভ্যানিশ" হয়ে যাচ্ছে স্মগ বা ধোঁয়াশার কারণে। স্মগের দাপ দাপটে দিল্লি-সহ উত্তরভার তের একাধিক জনপদ মায় পাকিস্তানের লাহোর শহরও এখন ধোঁয়াশায় ঢাকা পড়েছে। প্রবল বায়ুদূষণের কারণে দিল্লি এখন পৃথিবীর দূষিততম মহানগরীর শিরোপা মাথায় নিয়ে হাঁপিয়ে উঠেছে।

দিল্লি বা উত্তরভারতের মানুষজনের কাছে এই সমস্যা মোটেই নতুন নয়। বিগত কয়েক বছর ধরে শীতকালে ঘন ধোঁয়াশার চাদরে ঢেকে থাকে জাতীয় রাজধানী শহর। এই নিয়ে বিস্তর হইচই, রাজনৈতিক তর্কাতর্কির পর্ব চলছে সমানতালে। তবে সমস্যার কোনও ইতিবাচক সমাধানসূত্র এখনও মেলেনি। এখনও দেশে শীতের দাপট তেমন জোরালো হয়ে ওঠেনি, আর তাতেই এমন দুঃসহ অবস্থা। কুয়াশার হালকা জলীয় আবরণী যখন ধোঁয়ার সঙ্গে বা ধূলিকণার সঙ্গে যুক্ত হয় তখনই তৈরি হয় ধোঁয়াশার ঘন এক আস্তরণ। হেমন্তের হালকা ঠান্ডায় গ্রামবাংলার প্রভাতী মাঠ-ময়দান, জলাশয় জুড়ে কুয়াশার যে হালকা আবরণী আমরা লক্ষ করি, তার চেয়ে দিল্লির ধোঁয়াশা একদম আলাদা। আবহ বিজ্ঞানীদের মতে কুয়াশা হল মাটির কাছাকাছি সৃষ্টি হওয়া মেঘ। বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে জলীয় বাষ্প যা বায়ুমণ্ডলের এক অন্যতম উপাদান: কোনও শীতল তলের সংস্পর্শে এলে সেই জলীয় বাষ্প দ্রুত বাষ্পীয় দশা ত্যাগ করে ভাসমান জলকণায় পরিণত হয়। শীতকালেই এমনটা ঘটে, কারণ এই সময় ভূপৃষ্ঠের ওপর তির্যক সৌরকিরণ পড়ার ফলে তা অপেক্ষাকৃত ভাবে কম আতপ্ত হয়। আবার দ্রুত সেই তাপ ছেড়ে দেওয়ার ফলে অনেকটাই শীতল হয়ে পড়ে। কয়েক কুঁচি বরফ দেওয়া ঠান্ডা গ্লাসের গায়ে যেমন জলবিন্দু দেখা যায় এ-ক্ষেত্রেও ব্যাপারটা সেইরকম। আপাত নিরীহ এই ভাসমান জলবিন্দু চাদরে যখন বিপুলসংখ্যক বুলিকণা ও অন্যান্য দূষকের অনুপ্রবেশ ঘটে তখনই তা পরিণত হয় ঘন ধোঁয়াশায় যা অত্যন্ত বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। এর প্রভাবে দৃষ্টিস্বচ্ছতার মাত্রা ভীষণভাবে কমে যায়। নাকের ডগায় থাকা তাজমহলও তখন রীতিমত অদৃশ্য হয়ে যায়। যমুনাপাড়ের দিল্লি এখন এমনই এক সমস্যার সম্মুখীন।

তবে দিল্লির এই মারণ পরিস্থিতির বিষয়টি এখন আর শুধুমাত্র সেই অঞ্চলের সমস্যা নেই, এই সমস্যা ইতোমধ্যেই আন্তর্জাতিক পরিবেশ সমস্যার চেহারা নিয়েছে। আন্তজাতিক এজেন্সিগুলোও এই বিষয়ে তাঁদের গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে, কেননা এই অবস্থার সঙ্গে বিপুল সংখ্যক মানুষের জীবন ও জীবিকার নিশ্চয়তার প্রশ্নটি জড়িয়ে আছে। লাগাতার কয়েক দিন ধরে দিল্লির এয়ার কোয়ালিটি সূচক মান গত পাঁচ বছরের মধ্যে সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে। বলার অপেক্ষা রাখে না যে এই মান মানুষের স্বাভাবিক সহন-মাত্রার চেয়ে অনেক অনেক বেশি। অনিবা-র্যভাবে যে প্রশ্নগুলো এখানে সামনে উঠে আসছে, তা হল এমন ভয়ঙ্কর পরিণতি বারবার দিল্লিকে গ্রাস করছে কেন? দিল্লির মতো একটি জনবহুল মহানগরীর বায়বীয় স্বাস্থ্যের এমন করুণ পরিণতির কারণগুলো নিয়ে বিস্তর আলোচনা চলছে।

দিল্লির আশেপাশের এলাকায় ব্যাপকভাবে শস্যের অবশিষ্ট অংশ বা নাড়া পোড়ানোকে এমন অবস্থার জন্য মুখ্যত দায়ী বলে মনে করেন আবহবিদ তথা পরিবেশবিজ্ঞানীরা। ফসল কাটার পর রাজধানী-সংলগ্ন পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও উত্তরপ্রদেশের কৃষকরা নতুন ফসল বোনার আগে পুরনো ফসলের অবশিষ্টাংশ মাঠেই পুড়িয়ে দেন বহুদিন ধরে। বাতাসে এই ধোঁয়া মিশে যাওয়ার ফলে বিধিয়ে ওঠে বায়ু। সকলের অজ্ঞানতার জন্য তা একসময় ছাপিয়ে যায় মানুষের সহনসীমা। এখানেই শেষ নয়। ভাগাড়ে জমা হওয়া দিল্লি মহানগরীর বিপুল পরিমাণ নাগরিক ও শিল্প বর্জ্যপদার্থ নিয়মিত ভাবেই পুড়িয়ে দেওয়া হয় তার ভার লাঘবের জন্য। এই প্রথা দেশের সর্বত্রই কমবেশি প্রচলিত। বর্জ্য দহনের ফলে বাতাসে মিশে যাচ্ছে বিভিন্ন বিষাক্ত পদার্থ। এইসব দুধকের নিয়মিত সংযোজন বাতাসের দূষণের মাত্রা লাগামছাড়া করে তুলেছে।

বর্জ্য দহনের পাশাপাশি ধোঁয়াশা সমস্যার অন্যতম একটি কারণ হল অতিরিক্ত মাত্রায় যানবাহনের ধোঁয়ার নির্গমন। আজকের সমাজে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অন্যতম সূচক হল ব্যক্তিগত মালিকানার গাড়ির সংখ্যা। গাড়ি থাকা মানেই হল শ্রেণিচরিত্রের স্তর পরিবর্তন।

স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে নাগরিকদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোর বদল হয়েছে। এখন প্রায় সকলের ঘরেই গাড়ি। দিল্লিতে প্রায় ১০ মিলিয়ন সংখ্যক নানান ধরনের গাড়ি প্রতিদিন রাস্তা দাপিয়ে বেড়ায়। এর ফলে বাড়ছে যানজট, সড়ক দুর্ঘটনা আর মাত্রাহীন দূষণ। এর আগে দেখেছি এই সমস্যা কাটিয়ে উঠতে দিল্লি সরকার কখনও জোড়-বিজোড় সংখ্যার গাড়ি চালানোর নির্দেশিকা জারি করেছে, কখনও নিয়ন্ত্রণ করেছে গাড়ির যথেচ্ছ চলাচল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হয়নি। গাড়ির ধোঁয়া প্রতিদিন লক্ষ লক্ষ টন মারণ দূষক ছড়িয়ে দিচ্ছে, যার মধ্যে রয়েছে হাইড্রোকার্বন, কারন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, কার্বন ডাই অক্সাইড, ভাসমান কনার মতো শরীরের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকর পদার্থসমূহ। এই সমস্যায় জর্জরিত পৃথিবীর সমস্ত নগরীর আবাসিকরা। বাতাসে ভেসে থাকা এইসব উপকরণ বায়ুবাহিত হয়ে ছড়িয়ে যায় বহু দূরে। সমস্যা এতটাই ভয়াবহ যে নাসার তরফে উপগ্রহ চিত্রের মাধ্যমে সকলকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে এই ধোঁয়াশা মেঘের আগ্রাসন বিষয়ে।

দিল্লির কলকারখানা, শিল্প এস্টেটগুলোর ভূমিকাও এক্ষেত্রে মোটেই আশাব্যঞ্জক নয়। দিল্লির কলকারখানা, নিমাণশিল্প এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র থেকে গলগলিয়ে বাতাসে মিশছে হরেকরকমের দূষক। নয়ডা, গুরুগ্রামের মতো দিল্লি-লাগোয়া জনপদগুলোতে পরিবেশ আইনের তোয়াক্কা না করেই লাগাতারভাবে চলছে গগনচুম্বী ফ্ল্যাটবাড়ির নির্মাণ। এর ফলে বিপুল পরিমাণ নির্মাণ-বর্জ্যপদার্থ নিয়মিতভা-বেই মিশছে বাতাসে যার প্রভাবে তিলেতিলে নষ্ট হয়ে যাচ্ছে জল, জমি আর বাতাসের মতো জীবনদায়ী উপাদানগুলো। দূষিত পরিবেশের প্রভাব মানুষের প্রাত্যহিক জীবনের ওপর গভীর ছাপ ফেলছে। দিল্লির ক্রাইম রেকর্ড তেমনটাই জানাচ্ছে। খবরের কাগজ খুললেই এমন ঘটনার কথা জানতে পারি। সাম্প্রতিক এক গবেষণায় জানা গেছে যে দিল্লির এই বেহাল দশার পেছনে মূলত দায়ী এই অঞ্চলের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো। সেন্টার ফর রিসার্চ অন এনার্জি অ্যান্ড ক্লিন এয়ার এক সমীক্ষাসূত্রে জানিয়েছে যে কৃষকদের নাড়া পোড়ানোকে এই অবস্থার জন্য দায়ী করা হলেও মূল অপরাধী হল বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলো। সমীক্ষকদের মতে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলি খড় পোড়ানোর চেয়ে ২৪০ গুণ বেশি বায়ু দূষণ ঘটায়।

দিল্লি বাড়ছে তার নাগরিক নাগরিক পরিসীমার বহরে। তাল মিলিয়ে বাড়ছে আবাসিকদের সংখ্যা। ২৪ এর ডিসেম্বরে দিল্লি মেট্রোপলিটনের জনসংখ্যা ছিল প্রায় ৩.৪ কোটি। ২০২৩ সালের তুলনায়। এই বৃদ্ধির হার ২.৬৩ শতাংশ বেশি। জনসংখ্যার বৃদ্ধি মানেই হল পরিবেশ পরিমণ্ডলের ওপর চাপ বেড়ে যাওয়া। এ বছর দিওয়ালিতে বাজি পোড়ানোর ফলে বায়ুর গুণগত সূচক মান অনেকটাই বেড়ে গিয়ে গড়পড়তা দাঁড়িয়েছে প্রায় ৪০০ থেকে ৫০০-র দিকে। তবে অঞ্চলভেদে এই মান সূচক ছিল আরও আরও অনেক বেশি। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে যে এই সূচক মান ছিল বিগত পাঁচ বছরের মধ্যে মধ্যে সর্বোচ্চ: বিন্দুতে। সভ্যতার গগনচুম্বী গরিমা প্রকাশ করতে গিয়ে আমরা নিজেরাই নিজেদের বিপন্ন করছি প্রতিনিয়ত। এও এক আশ্চর্য খেলা। এই গেলা শুরু হয়েছে আমাদের হাতে, তবে এর শেষ কোথায় তা এই মুহূর্তে হয়তো আমাদের জানা নেই।

শুধু দিল্লি নয়। দিল্লি মুম্বাই কলকাতা চেন্নাই-এর মতো ঐতিহ্যবাহী জনপদগুলো আমাদের ভুলে ক্রমশই গভীর অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। তাই দিল্লির সমস্যা কেবলমাত্র সেই মহানগরীর সমস্যামাত্র নয়, এটা গোটা পৃথিবীর সমস্যা। কলকাতা, হাওড়া, ব্যারাকপুরের মত শিল্পাঞ্চল-গুলোতে দূষণের মাত্রা, দূষণ কণা পিএম ২.৫ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে। কারণ সর্বত্র একই। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে শহরতলির যেখানে সেখানে অপরিকল্পিতভাবে গজিয়ে ওঠা ইটভাটা। বেআইনি এইসব কর্মকাণ্ডের কারণে বাতাস ভারি হয় বিষাক্ত ধুলো, ধোঁয়ায়। কিছুদিন। আগে যমুনা নদীর দূষন নিয়ে হইচই হল, এখন দিল্লির বাতাসের হাল নিয়ে হট্টগোল হচ্ছে। কেন্দ্রীয় পরিবেশ মন্ত্রণালয় ইন্দিরা গব্যাবরণ ভবনের কর্মকর্তারা মৌনব্রত নিয়েছেন। দূষণ নিয়ন্ত্রণে সারা বছর ধরে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয় না সরকার পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে। জনগণও সব দেখেশুনে নিশ্চুপ নির্বিকার। কারোর কোনো হেলদোল নেই। ধরা রসাতলে যাক, আমি আমার টাকার থলি নিয়ে সুখে আছি। নাগরিকদের এই মনস্তত্ত্বের বদল না ঘটলে দূষন এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় বাড়বে বই কমবে না। দূষদের সবচেয়ে বড় বলি হাজেন শহরগুলোর একেবারে নিচুতলার মানুষ। তাঁরা বাইবে বেরোতে বাধ্য হন পেটের জ্বালায়, কাজের তাগিদে। কেউ নির্মাণশিল্পে কাজ করেন, কেউ ইটভাটার শস্তা মজুর। কেউ বাইক নিয়ে রাতদিন দৌড়ন। বাইকে আরোহী তুলে বা আমাদের অর্ডার করা গরমাগরম খাবার পিঠে নিয়ে দিনরাত ছুটে বেড়ান। দূষণের হাত থেকে এঁদের। নিস্তার নেই। শহরের বাবু বিবি তো শীতাতপনি যন্ত্রিত গাড়ি চেপে যান শীতাতপনিয়ন্ত্রিত অফিসে। বা শপিং মলে বা রেস্তোঁরায় যান। ছেলেমেয়ে দের পৌঁছে দেন শীতাতপনিয়ন্ত্রিত স্কুলে। তাঁদের আর ভাবনা কী। তাঁরাই আবার মহা সমারোহে তুমুল বাজি ফাটান। কালো বিষাক্ত ধোঁয়ায়, ধুলিকণায় অতিষ্ঠ সাধারণ মানুষকে ছুটতে হয় হাসপাতালে।

মানুষের অন্তরাত্মা তবুও কেঁপে ওঠে না। বাজার সভ্যতার অন্ধগলিতে ছুটে চলা ব্যক্তিমানুষ সমাজবিচ্ছিন্ন। প্রকৃতি থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে ক্ষুদ্র গণ্ডিতে আটকে গেছে তাদের মানবিকতা। নিজেদের স্বার্থেই প্রকৃতিকে সুস্থ রাখার, বিপর্যস্ত প্রকৃতিকে আরও বিপন্ন না করে। তার মেরামতির কথা আত্মস্থ করতে না পারলে এই ভয়াবহ অবস্থা থেকে মুক্তি পাওয়া সত্যিই দুষ্কর। রাষ্ট্র, সরকার, প্রশাসনকে বাধ্য করতে হবে প্রকৃতি রক্ষার কাজে যথাযথ ব্যবস্থা নিতে। আপৎকালীন ব্যবস্থায় আর কিছু হওয়ার নয়, চাই দীর্ঘমেয়াদি বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা। এই ভাবনায় জারিত হওয়া, দাবিগুলো তোলার কি সময় আসেনি এখনো? আর কবে সে সময় আসবে? খুব শিগগিরই এই সমস্যার সমাধান হবে এমন নয়, কেননা একটা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসা জটিল সমস্যার চটজলদি সমাধান খুঁজে পাওয়া খুব সহজ একদমই নয়। চেষ্টা চলছে এই মহাদূষণের কবল থেকে দিল্লিকে মুক্তি দেওয়ার। আসুন সবাই মিলে সেই দিনের জন্য প্রতীক্ষা করি।

(সৌজন্যে-দৈ :স্টেটসম্যান)

বিজ্ঞানীদের জন্ম-মৃত্যু

আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

স্টিফেন হকিং। পরপারে চলে গিয়েছেন ২০১৮ সালের ১৪ মার্চ। বয়স যখন ৭৬। যদিও চিকিৎসক বলেছিলেন, মারা যাবেন মাত্র ২০ বছর বয়সে। বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের জন্ম-মৃত্যুতে কেন যেন একটা ধারা খুঁজে পাওয়া যায়। এই যে হকিংয়ের মৃত্যু, দিনটি আবার আরেক বিখ্যাত বিজ্ঞানী আলবার্ট আইনস্টাইনের ১৩৯তম জন্মবার্ষিকী। শুধু কি তা---ই? হকিংয়ের জন্ম হয়েছিল আরেক নামকরা বিজ্ঞানী গ্যালিলিওর ৩০০তম মৃত্যুবার্ষিকীতে। আইনস্টাইনের জন্ম ১৪ মার্চ, ১৮৭৯। এই ১৪ মার্চ তারিখটা আবার আরেক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। এটি যে পাই দিবস! কারণ তর্ক সাপেক্ষে গণিতের সবচেয়ে মজার ধ্রুবক পাইয়ের অঙ্কগুলো হলো ৩.১৪১৫৯২৬...। সংখ্যাটির অঙ্কগুলোর প্রথম ৩-কে তৃতীয় মাস আর ১৪—কে ১৪ তারিখ ধরে মার্চ মাসের ১৪ তারিখটি বিশ্বব্যাপী পাই দিবস হিসেবে পালিত হয়।

আইনস্টাইনের জন্মদিনে মারা গেলেন হকিং। দুজনের মধ্যে সম্পর্ক কি শুধু এটুকুই? আইনস্টাইন দিয়ে গিয়েছিলেন সাধারণ আপেক্ষিকতা। মহাবিশ্বকে বড় মাপকাঠিতে বুঝতে, এর অতীত- বর্তমান- ভবিষ্যৎ বুঝতে গেলে এই তত্ত্বের বাইরে যাওয়ার আপাতত কোনো উপায় নেই। এ কাজটিই করলেন হকিং। তত্ত্বটিকে টেনে নিয়ে গেলেন সেই ১ হাজার ৩৭০ কোটি বছর দূর অতীতে। মহাবিশ্ব প্রসারিত হচ্ছে ক্রমাগত। যেন একটি ক্যাসেট প্লেয়ার চলছে অবিরাম। হকিং ভাবলেন, ক্যাসেটখানাকে একটিবার পেছনে চালিয়ে দেখি তো কেমন হয়!

আলবার্ট আইনস্টাইন- এই ভাবনা থেকেই উপহার দিলেন মহাবিশ্বের শুরুবিষয়ক চমকপ্রদ কিছু আবিষ্কার। তাঁর থিসিসের বিষয়ই ছিল "প্রপার্টিজ অব দ্য এক্সপান্ডিং ইউনিভার্স"। বাংলায় বললে হয়, "সম্প্রসারণশীল মহাবিশ্বের বৈশিষ্ট্য"। আর মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ আইনস্টাইনের তত্ত্বের অন্যতম প্রধান একটি দিক। সেটি নিয়ে কাজ করে হকিং আইনস্টাইনের অন্যতম যোগ্য উত্তরসূরির ভূমিকা পালন করেছেন।

মজার ব্যাপার হলো, এই বিজ্ঞানীরা যে শুধু জন্ম-মৃত্যুর তারিখ বা বছর দিয়েই একে অপরের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেন, তা নয়। একজনের করে যাওয়া কাজের পথ ধরে আরেকজনের কাজ করার সুন্দর নমুনা তাঁরা। এর মধ্যে আছেন ম্যাক্সওয়েল, নিউটন ও গ্যালিলিওর মতো বিজ্ঞানীরা।

আইনস্টাইনের কথাই ধরুন। জন্ম ১৮৭৯ সালে। ওই সালেই মারা যান জেমস ক্লার্ক ম্যাক্সওয়েল। আর ম্যাক্সওয়েলের পথ ধরেই যেন আইনস্টাইন এগিয়ে গিয়েছেন। ১৮৬২ সালের কথা। লন্ডনের কিংস কলেজের একটি ক্লাসে লেকচার দিচ্ছিলেন ম্যাক্সওয়েল। একটি প্রয়োজনে বিদ্যুৎ---চুম্বকীয় তরঙ্গের বেগ বের করলেন। দেখা গেল, এই বেগ হয়ে যাচ্ছে আলোর বেগের সমান। এভাবেই জোড়া লেগেছিল আলোর সঙ্গে বিদ্যুৎ--- চুম্বকের। অনেকের মতেই নিউটন ও আইনস্টাইনের পরে সেরা পদার্থবিদ হলেন ম্যাক্সওয়েল।

ম্যাক্সওয়েল আলোর বেগের একটি ধ্রুব মান পেয়েছিলেন। যেটি নির্ভর করছে না প্রসঙ্গকাঠামোর ওপর। এরপর মাইকেলসন-মর্লি প্রমাণ করলেন, আলোর বেগ আসলেই ধ্রুব। অনির্ভরশীল থাকে পর্যবেক্ষকের বেগের ওপর। কিন্তু সেটা মানতে চাইল না কেউ। মানলেন একজন। তিনি আইনস্টাইন। সেটা মেনেই জগৎ সম্পর্কে পাল্টে দিলেন আমাদের ধারণা।

ওদিকে একই রকম একটি মিল পাওয়া যায় নিউটন ও গ্যালিলিওর মধ্যে। নিউটনের জন্ম ১৬৪২ সালের জানুয়ারিতে। পুরাতন তারিখের হিসাবমতে, সেটি অবশ্য ১৬৪৩ সাল। সে যা—ই হোক, ওই ১৬৪২ সালেই মারা গিয়েছিলেন গ্যালিলিও। মাসও সেই জানুয়ারিই। পর্যবেক্ষণমূলক জ্যোতির্বিজ্ঞানের জনক। আধুনিক পদার্থবিদ্যার জনক। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির জনক। আধুনিক বিজ্ঞানের জনক। বেগ, অভিকর্ষ, পড়ন্ত বস্তুর সূত্রকত কিছু নিয়ে কাজ করলেন। বৃহস্পতির উপগ্রহ আবিষ্কার করে প্রমাণ দিলেন, মহাবিশ্বের সবকিছু পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘোরে এমন ভাবা মারাত্মক ভুল।

আর নিউটন? গ্যালিলিওর বেগ আর মহাকর্ষ সূত্রের পরিসর নিয়ে গেলেন সুদূর মহাকাশে। বললেন, যে কারণে আপেল মাটিতে পড়ে, সেই একই মহাকর্ষ দিয়ে চাঁদ ঘোরে। পৃথিবী ঘোরে। সূত্র কাজে লাগিয়ে বলে দেন গ্রহদের অবস্থান। বলে দেন ধূমকেতুদের আসার খবরও। লিবনিজের পাশাপাশি গড়ে তোলেন গণিতের অন্যতম বহুল ব্যবহৃত শাখা ক্যালকুলাস। যেটি ছাড়া এক পা এগোবার জো নেই আধুনিক বিজ্ঞানের।

একটু ঘাঁটলেই হয়তো এমন আরও নানান মিলে যাওয়া ঘটনার দিন, সাল, তারিখ পাওয়া যাবে। তবে কাছাকাছি বিষয়ে অবদান রাখা ও অন্যতম সেরা বিজ্ঞানীদের এই মিল সত্যিই বিস্ময়কর, যা খুঁজে পাওয়া সত্যিই দুষ্কর। আদি মহাবিশ্বে গ্যালাক্সি ও গ্যালাক্সিপুঞ্জ কীভাবে গড়ে উঠেছিল, এ বিষয়েও হকিংয়ের আছে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কৃষ্ণগহ্বর নিয়েও আছে আরও নানা কাজ। কৃষ্ণগহ্বরে হারিয়ে যাওয়া বস্তুর তথ্য চিরতরে হারিয়ে যায় কি না, তা বিরাট এক প্রশ্ন। এ বিষয়েও আছে তাঁর কাজ এখন হকিংকে কি নিউটন, আইনস্টাইনদের কাতারে রাখা যায়? বিচারের ভার আপনার। তবে তার আগে হকিংয়ের কিছু অবদানের কথা না জানলেই নয়। আইনস্টাইনের করা কাজকে আরও অনেক দূর টেনে নিয়ে গেছেন হকিং।

হকিংয়ের অন্যতম অবদান হকিং-পেনরোজ উপপাদ্য। আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিকতার একটি বিশেষ দিক হলো এটি নিজেই নিজের দুর্বলতা স্বীকার করে। দুটি ক্ষেত্রে তত্ত্বটি অসহায়। প্রথমটি হলো মহাকর্ষের চাপে ভারী নক্ষত্রের গুটিয়ে যাওয়া। আরেকটি হলো অতীতের মহাবিশ্ব। যখন মহাবিশ্বের ঘনত্ব ও তাপমাত্রা ছিল অসীম। দুটি ক্ষেত্রেই স্থান একটি বিন্দুতে গিয়ে পর্যবসিত হয়। অসহায় হয়ে পড়ে আপেক্ষিকতা তত্ত্ব। কোন পরিস্থিতিতে তত্ত্ব কাজ করবে না, সেটার প্রথম গাণিতিক রূপ উঠে আসে হকিং-পেনরোজ উপপাদ্যের মাধ্যমেই।

সাধারণ আপেক্ষিকতার অন্যতম বড় আবিষ্কার ব্ল্যাকহোল বা কৃষগহ্বর। হকিং আবিষ্কার করলেন কৃষ্ণগহ্বর পুরোপুরি কালো না---ও হতে পারে। বিকিরণ পাওয়া যেতে পারে কৃষ্ণগহ্বর থেকেও। বিখ্যাত এই ধারণা তাঁর নামেই পরিচিত। হকিং বিকিরণ।

আদি মহাবিশ্বে গ্যালাক্সি ও গ্যালাক্সিপুঞ্জ কীভাবে গড়ে উঠেছিল, এ বিষয়েও হকিংয়ের আছে গুরুত্বপূর্ণ কাজ। কৃষ্ণগহ্বর নিয়েও আছে আরও নানা কাজ। কৃষ্ণগহ্বরে হারিয়ে যাওয়া বস্তুর তথ্য চিরতরে হারিয়ে যায় কি না, তা বিরাট এক প্রশ্ন। এ বিষয়েও আছে তাঁর কাজ।

মহাবিশ্বের গঠন, কাঠামো, অতীত-ভবিষ্যৎ নির্ভর করে আপেক্ষিকতা তত্ত্বের ওপর। এই তত্ত্বের বিস্তারিত রূপ নিয়ে ঢাউস আকারের এক বই লিখেছেন হকিং। নাম দ্য লার্জ স্কেল স্ট্রাকচার অব স্পেস-টাইম। সহ-লেখক বন্ধু-সহকর্মী জর্জ ইলিস। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সাধারণ আপেক্ষিকতা কোর্সের অবিচ্ছেদ্য অংশ বইটি।

ওদিকে জনপ্রিয় ধারার বই লেখার ক্ষেত্রে তিনি অন্যদের চেয়ে ঢের বেশি মুনশিয়ানার পরিচয় দিয়েছেন। আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম এদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয়। এ ছাড়া লিখেছেন অসংখ্য বই। দিয়েছেন বক্তৃতা। তাঁকে নিয়ে নির্মিত হয়েছে একাধিক মুভি, ডকুমেন্টারি। এর মধ্যে অন্যতম হলো ফিল্ম দ্য থিওরি অব এভরিথিং।

প্রায় সারা জীবন চেয়ারে আবদ্ধ ও মারাত্মক রোগে আক্রান্ত একজন মানুষ এত কিছু করেছেন, ভাবতেই বিস্ময়ে তন্ময় হয়ে যেতে হয়। মজার ব্যাপার হলো, হকিংয়ের লেখা বই আ ব্রিফ হিস্ট্রি অব টাইম বইয়ের শেষে তিনজন বিজ্ঞানীর জীবনী পাওয়া যায়। তাঁরা আর কেউ নন, আইনস্টাইন, নিউটন ও গ্যালিলিও। তিনি কি কিছু ইঙ্গিত দিতে চেয়েছিলেন?

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

রাজ্যে নারী নির্যাতন, নেশা ও দুর্নীতির বিরুদ্ধে সোচ্চার ত্রিপুরা তপশিলী জাতি সমন্বয় সমিতি। ছবি নিজস্ব।

রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদি মুর্মু জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় তৎকালিক ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের গুরুত্বের ওপর জোর দিয়েছেন

নতুন দিল্লি, ২৮ অক্টোবর : রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদি মুর্মু আজ আন্তর্জাতিক সোলার অ্যালায়েন্স (আইএসএ) সম্মেলনের অষ্টম সেশনে অংশ নিয়ে জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দ্রুত এবং দৃঢ় পদক্ষেপ গ্রহণের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। তিনি উল্লেখ করেন যে, এই সমস্যা বিশ্বব্যাপী প্রভাব ফেলছে এবং এর সমাধান সবার একত্রিত প্রচেষ্টার মাধ্যমে হতে হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, 'ভারত জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলায় দৃঢ় প্রতিশ্রুতিবদ্ধ এবং সেজন্য কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। দীর্ঘ সময় ধরে ভারত ও বিশ্বের অন্যান্য সভ্যতাগুলি সূর্য্যকে জীবন ও শক্তির মূল উৎস হিসেবে মান্য করে এসেছে।'

তিনি সরকারের সোলার শক্তির ক্ষেত্রে গ্রহণকৃত বিভিন্ন উদ্যোগের কথা উল্লেখ করে বলেন, 'এটি একটি ধারণার ওপর ভিত্তি করে যে, সূর্য্যের শক্তি সকলের জন্য উপলব্ধ এবং এটি কেবল একটি দেশের নয়, বরং সকলের সম্পত্তি। সাশ্রয়ী এবং পরিষ্কার শক্তি সবার কাছে পৌঁছালে এটি সমাজকে শক্তিশালী করবে এবং নতুন সুযোগ সৃষ্টি করবে।'

রাষ্ট্রপতি মুর্মু আরও বলেন, 'সোলার শক্তি শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্পর্কিত নয়, বরং এটি সমাজের ক্ষমতায়ন এবং সমন্বিত উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত।'

আন্তর্জাতিক সোলার অ্যালায়েন্সের গ্লোবাল প্রগ্রেসের প্রসঙ্গে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'আগামী পদক্ষেপ অবশ্যই আরও শক্তিশালী অন্তর্ভুক্তি হতে হবে, যাতে কোন নারী, কৃষক, গ্রাম বা ছোট দ্বীপ সোলার বিপ্লবে পিছিয়ে না পড়ে।'

তিনি সকল সদস্য দেশকে সোলার শক্তি এবং চাকরি সৃষ্টি, মহিলাদের নেতৃত্ব, গ্রামীণ জীবিকা এবং ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি সংযুক্ত করার জন্য যৌথ পরিকল্পনা তৈরি করার আহ্বান জানান।

এছাড়াও, রাষ্ট্রপতি মুর্মু বলেন, 'প্রতিটি ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ উন্নয়ন ও স্থায়ী ভবিষ্যতের জন্য অপরিহার্য।' তিনি আন্তর্জাতিক সোলার অ্যালায়েন্সের মহিলাদের জন্য সোলার ইনিশিয়েটিভকে প্রশংসা করেন এবং বলেন, 'এটি মহিলাদের ক্ষমতায়ন করতে সাহায্য করছে, বিশেষ করে নীতি, অর্থায়ন এবং দক্ষতা উন্নয়নের ক্ষেত্রে।'

ভারতের নবায়নযোগ্য শক্তি ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সাফল্যের কথা উল্লেখ করে রাষ্ট্রপতি বলেন, 'ভারত বর্তমানে নবায়নযোগ্য শক্তির স্থাপিত ক্ষমতায় চতুর্থ এবং সোলার শক্তি উৎপাদনে তৃতীয় স্থানে রয়েছে। আমাদের সোলার ক্ষমতা ১২০ গিগাওয়াট ছাড়িয়ে গেছে এবং ২০৩০ সালের মধ্যে ৫০০ গিগাওয়াট অর্জন করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে।'

অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নবায়নযোগ্য শক্তি মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী, যিনি বলেন, 'বিশ্বের বৃহত্তম পরিষ্কার শক্তি প্রকল্পগুলোর মধ্যে ভারত গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার হিসেবে কাজ করছে।' তিনি ভারতের ছট পূজার উদযাপনকে তুলে ধরে বলেন, 'এই উৎসবে লাখ লাখ ভারতীয় সূর্য্যের পূজা করছেন, যা প্রকৃতির সঙ্গে আমাদের অটুট সম্পর্কের প্রতীক।'

চার দিনের এই অনুষ্ঠানে ১২৪টি দেশের ৪০টিরও বেশি মন্ত্রী অংশগ্রহণ করছেন, যার উদ্দেশ্য হল সোলার শক্তির ক্ষেত্রে বৈশ্বিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা।

বিহারে নির্বাচনী হাওয়া: বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে তেজস্বী যাদবের আক্রমণ

পাটনা, ২৮ অক্টোবর : উত্তরের সূর্য্যোদয়ের সাথে সাথে আজ ছট পূজার পর্বের শেষ পর্ব শুরু হয়েছে, যেখানে ভক্তরা সূর্য্যদেবকে অর্ঘ্য নিবেদন করেছেন। এর পাশাপাশি, বিহারের নির্বাচনী প্রস্তুতি তুঙ্গে পৌঁছেছে। নির্বাচনী কমিশন তার নির্দিষ্ট তারিখ ঘোষণা করেছে, এবং এখন নির্বাচন-সংক্রান্ত আচরণবিধি কার্যকর হয়ে গেছে। আগামী ৬ এবং ১১ নভেম্বর বিহারে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের প্রথম দফা এক সপ্তাহের মধ্যে আসবে, তাই সমস্ত রাজনৈতিক দলগুলি এখন নির্বাচনী প্রচারে প্রবৃত্ত। আজ, রাজদ নেতা তেজস্বী যাদব তার পিতা ও রাজদ সুপ্রিমো লালু প্রসাদ যাদবের কর্মভূমি, ছপরা-তে নির্বাচনী প্রচারে যোগ দেবেন। ছপরা যাওয়ার আগে, তিনি পটনায় মিডিয়ার সঙ্গে কথা বলেন এবং বিহার সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ করেন।

তেজস্বী যাদব বলেছেন, 'বিহারের মানুষ এবার পরিবর্তনের মুডে রয়েছে। আপনি কি দেখেছেন, যারা নিজেদের জীবনযাত্রার জন্য অন্য রাজ্যে গিয়ে ছিলেন, তারা যখন ছট পূজাতে ফিরেছেন, তখন কী অবস্থা ছিল? আমরা দেখেছি তাদের দুর্ভোগ। যখন রেলমন্ত্রী ১২,০০০ বিশেষ ট্রেন চালানোর ঘোষণা দিয়েছিলেন, তখন আমরা আশা করেছিলাম কিন্তু বাস্তবে আমাদের ভাই-বোনেরা ভিড়ের মধ্যে ঠাসাঠাসি করে ট্রেনে উঠতে বাধ্য হচ্ছেন। কোথায় গেল সেই বিশেষ ট্রেন? এই সরকারের কাজ শুধু বিহারের মানুষকে ঠকানো। গুজরাতে ফ্যাক্টরি তৈরি হচ্ছে, বিজয়ের জন্য সেখানে সব কিছু, আর বিহারকে একদম উপেক্ষা করা হচ্ছে। আর এটা চলতে দেয়া হবে না।'

অন্যদিকে, দিল্লির রাউজ অ্যাভিনিউ কোর্টে চলমান আইআরসিটিসি কেলেঙ্কারি মামলায় রাজদ প্রধান লালু প্রসাদ যাদব, তার স্ত্রী রাবড়ি দেবী এবং পুত্র তেজস্বী যাদব প্রতিদিনের শুনানিতে আপত্তি জানিয়েছেন। তারা আদালতের কাছে আবেদন করেছেন যে, নির্বাচনী প্রচারের সময় তাদেরকে কিছুটা অবকাশ দেয়া হোক এবং ট্রায়াল কিছু সপ্তাহের জন্য স্থগিত রাখা হোক। এখন দেখা যাবে, বিহারের জনগণ এই রাজনৈতিক তোলপাড়ে কী সিদ্ধান্ত নেয় এবং পরিবর্তনের হাওয়া আসলেই কতটা শক্তিশালী হবে।

এদিকে, ছট উৎসবের সমাপ্তির পর আবারও বিহারের রাজনীতি গতিপথে এসেছে। মঙ্গলবার, মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার মুজফফরপুর জেলার গায়ঘাট বিধানসভা এলাকার বেরুয়া ময়দানে একটি জনসভা করবেন। এই সভা জেডি(ইউ) প্রার্থী কোমল সিংহের সমর্থনে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে মুখ্যমন্ত্রী জনতার কাছে তাঁকে জয়ী করার আবেদন করবেন।

বিহার বিধানসভা নির্বাচন ২০২৫ এখন তার চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। ছঠ উৎসবের কারণে কিছুদিনের জন্য প্রচারে বিরতি দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার, যা এখন শেষ হয়েছে। মঙ্গলবার, তিনি মুজফফরপুর জেলার গায়ঘাটে নিজের প্রার্থীর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার শুরু করবেন। জেডি(ইউ)-র আশা, নীতীশ কুমারের উপস্থিতি এখানে নির্বাচনী সমীকরণ তাদের পক্ষে ঝুঁকিয়ে দেবে এবং ভোটারদের মধ্যে সুশাসনের সুনাম আবারও দৃঢ় হবে। প্রশাসনিক স্তরে সভাটি নিয়ে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে। শোনা যাচ্ছে, এই সভাটি মুজফফরপুর জেলার এখন পর্যন্ত সবচেয়ে বড় জনসভাগুলির মধ্যে একটি হতে চলেছে। গায়ঘাট বিধানসভা আসন এইবার নির্বাচনী দৌড়ের সবচেয়ে আলোচিত আসনগুলির মধ্যে একটি হয়ে উঠেছে। এখানে জেডি(ইউ)-এর প্রার্থী কোমল সিংহ এবং রাজদির বর্তমান বিধায়ক নিরঞ্জন রায়ের মধ্যে সরাসরি প্রতিদ্বন্দ্বিতা হচ্ছে। উভয় প্রার্থী তাদের জাতীয় এবং আঞ্চলিক সমীকরণে নিজেদের শক্তি সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিযুক্ত করেছে। গায়ঘাটের এই রাজনৈতিক লড়াই শুধু দলের মধ্যে নয়, বরং প্রজন্মের সিয়াসী পরিচয় নিয়ে একটি বড় লড়াই হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কোমল সিংহের পরিবার দীর্ঘদিন ধরে গায়ঘাটের রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত। তার মা, ভীণা দেবী, এই এলাকা থেকে বিধায়ক ছিলেন এবং বর্তমানে বৈশালী থেকে সংসদ সদস্য। তার বাবা জেডি(ইউ)-এর এমএলসি হিসেবে সংগঠনে শক্তিশালী প্রভাব রাখেন। ফলে, এই পরিবারের রাজনৈতিক শক্তির পূর্ণ সুবিধা কোমল সিংহ পাচ্ছেন। নীতীশ কুমারের জনসভাটি এই রাজনৈতিক ঐতিহ্যকে জনগণের মধ্যে স্থায়ী বিশ্বাসে পরিণত করার একটি কৌশল হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এখন পর্যন্ত যা শোনা যাচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার আবারও তার ভাষণে সুশাসন, উন্নয়ন এবং স্থিতিশীল নেতৃত্বের গুরুত্ব তুলে ধরবেন। তিনি এই বার্তা দেবেন যে, জেডি(ইউ) হল বিহারের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং প্রশাসনিক স্বচ্ছতার প্রতীক। গায়ঘাটের এই সভাটি নীতীশ কুমারের রাজ্যব্যাপী নির্বাচনী প্রচারের শুরু বলে মনে করা হচ্ছে। এরপর তার পরবর্তী পদক্ষেপ হতে পারে দরভাঙ্গা এবং সমস্তীপুরে।

দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে এক যাত্রীবাহী বাসে আগুন, কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি

নতুন দিল্লি, ২৮ অক্টোবর : মঙ্গলবার দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের টার্মিনাল ৩-এ একটি যাত্রীবাহী বাসে আগুন ধরে যাওয়ার ঘটনা ঘটে। ওই বাসটি এআইএসএসটিএস, একটি গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং কোম্পানির ছিল বলে জানা গেছে।

এতথ্য নিশ্চিত করেছেন বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ, যারা জানিয়েছে যে, বাসে তখন কোনো যাত্রী ছিল না। আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এই ঘটনা প্রায় দুপুর ১টা নাগাদ ঘটে, যখন সিএনজি চালিত বাসটি টার্মিনাল ৩-এর এয়ারসাইডে পার্ক করা ছিল এবং হঠাৎ করে আগুন লাগে। বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বাসে কোনো যাত্রী উঠেনি।

'একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনার মধ্যে, আজ দুপুরে একটি গ্রাউন্ড হ্যান্ডলিং কোম্পানির একটি বাসে আগুন ধরে যায়। আমাদের বিশেষ অ্যারোপোর্ট রেসকিউ অ্যান্ড ফায়ার ফাইটিং দল তৎক্ষণাৎ ঘটনাস্থলে পৌঁছে এবং কিছু মিনিটের মধ্যে আগুন নিভিয়ে ফেলে। বাসটি স্থির ছিল এবং পুরোপুরি ফাঁকা ছিল তখন। কোনো আহত বা প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। সবকিছু স্বাভাবিকভাবেই চলমান রয়েছে। আমাদের যাত্রী ও কর্মীদের নিরাপত্তা সর্বোচ্চ গুরুত্ব পায়।'

ডিসিপি বিকৃত্রা ভীর জানান, আগুনের খবর আইজিআই বিমানবন্দর পুলিশ স্টেশনে দুপুর ১টায় পৌঁছায়।তিনি বলেন, 'আগুন লাগার খবর পাওয়ার পর, ফায়ার টেন্ডার, স্থানীয় পুলিশ এবং সিআইএসএফ কর্মীরা দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় এবং আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।"এতটুকু তথ্য পাওয়া গেছে যে, বাসে তখন কোনো যাত্রী বা মালপত্র ছিল না। কেবল ড্রাইভার বাসের মধ্যে ছিল,' বলেন তিনি।তিনি আরও জানান, 'আগুন দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আনা হয় এবং কোনো হতাহতের ঘটনা ঘটেনি।"বাসের পরিদর্শন করা হবে যাতে আগুন লাগার সঠিক কারণ জানা যায়,' যোগ করেন ডিসিপি ভীর।

অনলাইনে শেয়ার করা ভিডিওতে দেখা যায়, বাসটি একটি এয়ার ইন্ডিয়া বিমানের খুব কাছাকাছি আগুনে পুড়ে যাচ্ছে। তবে, আগুন ২-৩ মিনিটের মধ্যে সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়, যার ফলে নিকটবর্তী বিমান বা বিমানবন্দর কার্যক্রমের কোনো ক্ষতি হয়নি। কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, আগুনের কারণ সম্পর্কে তদন্ত চলছে।

ভারতে ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট উৎপাদন বাড়ানোর উদ্যোগে নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ

নতুন দিল্লি, ২৮ অক্টোবর : কেন্দ্রীয় ইলেকট্রনিক্স এবং তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব মঙ্গলবার জানিয়েছেন যে, ভারতে ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট উৎপাদনের উন্নয়নের ফলে ইলেকট্রনিক্স সেক্টরে কর্মসংস্থানের সুযোগ বাড়বে।

মন্ত্রী বৈষ্ণব সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্স-এ একটি পোস্টে জানিয়েছেন, 'সেপ্টেম্বর ২০২৫ সালে স্মার্টফোন রপ্তানি ১.৮ বিলিয়ন ডলারের নতুন রেকর্ড সৃষ্টি করেছে।' তিনি আরও জানান, ভারত থেকে রপ্তানি হওয়া সমস্ত পণ্যের তালিকায় ইলেকট্রনিক্স আইটেম এখন তৃতীয় স্থানে রয়েছে।

ভারতের ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট উৎপাদনের বৃদ্ধির ফলে এই খাতে হাজার হাজার নতুন চাকরি সৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ভারতের সেলুলার অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স অ্যাসোসিয়েশন (আইসিএইএ)-এর সাম্প্রতিক একটি রিপোর্টে জানানো হয়েছে, ভারতীয় স্মার্টফোন রপ্তানি গত বছরের একই সময়ের তুলনায় ৯৫ শতাংশ বৃদ্ধি পেয়ে ১.৮ বিলিয়ন ডলারের মাইলফলক ছাড়িয়েছে। আইসিএইএ-এর চেয়ারম্যান পঙ্কজ মোহিন্দ্রু রপ্তানি বৃদ্ধির ব্যাপারে মন্তব্য করে বলেন, 'এটি ভারতের মোবাইল ফোন উৎপাদন ইকোসিস্টেমের শক্তিশালী ভিত্তির প্রতি ইঙ্গিত দেয়।'

এর আগে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বৈষ্ণব ইলেকট্রনিক্স কম্পোনেন্ট ম্যানুফ্যাকচারিং স্কিম (ইসিএমএস) এর অধীনে ৫,৫৩২ কোটি টাকার ৭টি প্রকল্পের প্রথম পর্যায়ের অনুমোদন ঘোষণা করেছিলেন। এই স্কিমের আওতায় ৩৬,৫৫৯ কোটি টাকার উপাদান উৎপাদিত হবে এবং ৫, ১০০ এর বেশি সরাসরি চাকরি সৃষ্টি হবে।

ইলেকট্রনিক্স ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে যে, এখন থেকে মাল্টি-লেয়ার প্রিন্টেড সার্কিট বোর্ড (পিসিবি), এইচডিআই পিসিবি, ক্যামেরা মডিউল, কপার ক্ল্যাড ল্যামিনেট এবং পলিপ্রোপাইলাইন ফিল্মস ভারতেই তৈরি হবে।

ইসিএমএস স্কিমটি স্থানীয় এবং বৈশ্বিক উভয় কোম্পানির কাছ থেকে অত্যন্ত ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। ভারতীয় ইলেকট্রনিক্স সেক্টরে এই প্রকল্পগুলির মাধ্যমে ১.১৫ লাখ কোটি টাকার বিনিয়োগের যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে, তা দেশের ইতিহাসে ইলেকট্রনিক্স খাতে সবচেয়ে বড় বিনিয়োগ।

এই পরিকল্পনাগুলির অর্থনৈতিক এবং শিল্পগত প্রভাব সম্পর্কে বলা হচ্ছে, এটি উৎপাদন বৃদ্ধির পাশাপাশি, গবেষণা ও উন্নয়ন খাতে উচ্চ দক্ষতাসম্পন্ন চাকরির সুযোগও সৃষ্টি করবে। এর ফলে, দেশীয় বাজারে পণ্যের মূল্য কমবে এবং ভারতীয় অর্থনীতি আরও শক্তিশালী হবে।

কর্নাটক কংগ্রেসে নেতৃত্ব পরিবর্তন নিয়ে গুঞ্জন 'হাই কমান্ডের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত,' দাবি নেতাদের

বেঙ্গালুরু, ২৮ অক্টোবর : কর্নাটক কংগ্রেসে নেতৃত্ব পরিবর্তন নিয়ে একবার আবার জল্পনা তুঙ্গে উঠেছে, তবে কংগ্রেসের শীর্ষস্থানীয় নেতারা সোমবার ওই সমস্ত গুঞ্জনকে অস্বীকার করেছেন এবং জানিয়েছেন যে, নেতৃত্বের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হাই কমান্ডেরই হবে।

কর্ণাটকের গৃহমন্ত্রী জি পারমেশ্বরা কংগ্রেস বিধায়ক চ্যালাভাদি নারায়ণস্বামীর মন্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে বলেন যে, তার দলিত পরিচয়ে তিনি মুখ্যমন্ত্রীর পদ পেতে বঞ্চিত হয়েছেন, সেদিকে তিনি কোনো মনোযোগ দেননি। 'আমি এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাই না। মানুষ তাদের মতামত দিবে, আমরা এসবের উত্তর দেওয়ার কোনো প্রয়োজন দেখি না,' বলেন পারমেশ্বরা।

মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া এ বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে বলেন, "একটি গণতন্ত্রে, কেউ কাউকে মুখ্যমন্ত্রী পদের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে বাধা দিতে পারে না। তাদের অধিকার রয়েছে সেই পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার। কিন্তু শেষ পর্যন্ত, হাই কমান্ডই সিদ্ধান্ত নেবে কে মুখ্যমন্ত্রী হবে।" তিনি আরও বলেন, 'আমি কতদিন মুখ্যমন্ত্রী থাকব, সেটা পার্টির নেতৃত্বের ওপর নির্ভর করবে।'

ডেপুটি মুখ্যমন্ত্রী ডি কে শিবকুমারও সিদ্দারামাইয়ার সঙ্গে একমত হয়ে বলেন, "মুখ্যমন্ত্রী যা বলেছেন, তাতেই আর কিছু বলার নেই। আমরা যেভাবে হাই কমান্ড নির্দেশ দেবে, সেভাবেই কাজ করব।'তবে, সিদ্দারামাইয়ার ঘনিষ্ঠ সহযোগী হিসেবে পরিচিত এবং সম্প্রতি মন্ত্রী হিসেবে বরখাস্ত হওয়া বিধায়ক কেএন রাজন্না এক ভিন্ন সুরে কথা বলেছেন। তিনি বলেন, 'বিহার বিধানসভা নির্বাচন ফলাফল ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত কিছুই হবে না। যদি হাই কমান্ড সিদ্দারামাইয়াকে মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন করতে অনুমতি দেয়, তবে তিনি অব্যাহত থাকবেন। আর যদি না হয়, তাহলে রাজনৈতিক ঘটনা ঘটতে বাধ্য। এটি আমার ধারণা, কেউ আমাকে কিছু বলেনি।'

যদিও কংগ্রেস নেতৃত্ব দলীয় ঐক্য বজায় রাখতে এবং হাই কমান্ডের সিদ্ধান্তের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কথা বলেছেন, রাজন্নার মন্তব্য আবারও কর্নাটকের রাজনৈতিক দৃশ্যে কোনো পরিবর্তন আসবে কি না, তা নিয়ে নতুন করে আলোচনা শুরু করেছে।

কলকাতা মেট্রোর নতুন অ্যাপ আপগ্রেড সহজ এবং স্মার্ট যাত্রার অভিজ্ঞতা

কলকাতা, ২৮ অক্টোবর : কলকাতা মেট্রো শহরের যাত্রীদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা ঘোষণা করেছে। ভারতীয় রেলওয়ের অন্যতম পুরনো মেট্রো নেটওয়ার্ক, কলকাতা মেট্রো তাদের মোবাইল অ্যাপ 'আমার কলকাতা মেট্রো'-এর নতুন সংস্করণ চালু করেছে, যা যাত্রীদের জন্য আরও উন্নত এবং সুবিধাজনক হবে। নতুন সংস্করণটির মাধ্যমে যাত্রীরা শুধু অ্যাপের মাধ্যমে যাত্রা করতে পারবেন এবং রুট সম্পর্কিত তথ্যও পেতে পারবেন।

এই বছর কলকাতা মেট্রো তাদের ৪১ বছর পূর্ণ করেছে, এবং সম্প্রতি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী কলকাতায় তিনটি নতুন মেট্রো রুট উদ্বোধন করেন। এই রুটগুলি হল ইস্ট-ওয়েস্ট করিডোর (গ্রীন লাইন), ইয়েলো লাইন (নোআপাড়া থেকে জয়হিন্দ), এবং অরেঞ্জ লাইন (বেলেঘাটা থেকে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়)। এর পর থেকে কলকাতা মেট্রো যাত্রী সংখ্যা রেকর্ড পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে, বিশেষ করে নতুন রুট চালু হওয়ার পর যাত্রীর সংখ্যা ৮ লক্ষের কাছাকাছি পৌঁছেছে।

দুর্গা পূজার সময় এই নতুন রুটগুলির মাধ্যমে কলকাতা মেট্রো ৪৬.৫ লাখ যাত্রীকে গন্তব্যে পৌঁছাতে সাহায্য করেছে, এবং একদিনে প্রায় ৯.৮ লাখ যাত্রী মেট্রো ব্যবহার করেছেন।মেট্রো রেলওয়ে কলকাতার মহাপরিচালক শুভ্রাংশু শেঠার মিশ্র, যিনি নতুন অ্যাপ সংস্করণের উদ্বোধন করেন, বলেন, 'আমরা চাই যে যাত্রীরা কোনো ক্যাশ বা কার্ড ছাড়াই শুধুমাত্র ফোন স্ক্যান করে যাত্রা করতে পারেন। নতুন অ্যাপের মাধ্যমে যাত্রীদের ডিজিটাল টিকিটিং, উন্নত পেমেন্ট অপশন এবং সহজ যাত্রার অভিজ্ঞতা মিলবে।'নতুন অ্যাপের প্রধান সুবিধাগুলির মধ্যে রয়েছে এইচডিএফসি ব্যাংকের স্মার্ট গেটওয়ে, যা যাত্রীদের ইউপিআই, ডেবিট/ক্রেডিট কার্ড এবং নেট ব্যাংকিং মাধ্যমে সহজে টিকিট কেনার সুবিধা প্রদান করে। এর পাশাপাশি, মোবাইল কিউআর টিকিট এবং স্মার্ট-কার্ড টপ-আপ সিস্টেমও রয়েছে, যা যাত্রীদের জন্য আরও ব্যবহারকারী-বন্ধুত্বপূর্ণ এবং সুবিধাজনক। এই অ্যাপের মাধ্যমে আগাম টিকিট বুকিং করা সম্ভব, যার ফলে যাত্রীরা প্ল্যাটফর্মে দীর্ঘ লাইনে দাঁড়ানোর ঝামেলা থেকে মুক্তি পাবেন এবং একটি সহজ ও দ্রুত যাত্রা অভিজ্ঞতা উপভোগ করতে পারবেন।কলকাতা মেট্রো কর্তৃপক্ষের মতে, এই নতুন অ্যাপ সংস্করণ যাত্রীদের সময় বাঁচাতে সাহায্য করবে, কারণ টিকিট কেনার জন্য প্ল্যাটফর্মে লম্বা লাইনে দাঁড়াতে হবে না। এর ফলে মেট্রো স্টেশনগুলোতে ভিড় কমবে এবং যাত্রা আরও সহজ হবে।মেট্রো রেলওয়ের মহাপরিচালক আরো বলেন, "এটি কেবল একটি শুরু, এবং ভবিষ্যতে আরও উন্নত ডিজিটাল সুবিধা চালু করার পরিকল্পনা রয়েছে, যাতে কলকাতা মেট্রো একটি স্মার্ট যাত্রা নেটওয়ার্কে পরিণত হয়।" কলকাতা মেট্রোর এই উদ্যোগকে মেট্রো পরিষেবা আরও আধুনিক, সহজ এবং যাত্রীদের জন্য সুবিধাজনক করার একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

বাংলাদেশে ইসকন নিষিদ্ধের দাবি, বড় শহরগুলোতে প্রতিবাদ সমাবেশ

ঢাকা, ২৮ অক্টোবর : বাংলাদেশে ইন্টারন্যাশনাল সোসাইটি ফর কৃষ্ণ কনসায়নেস (ইসকন)-কে নিষিদ্ধ করার দাবি উঠেছে। ইসলামপন্থী সংগঠনগুলির অভিযোগ, ইসকন একটি "চরমপন্থী হিন্দুত্ববাদী সংগঠন" এবং তাদের কর্মকাণ্ড বাংলাদেশের সামাজিক শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য হুমকি। শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর ঢাকা, চট্টগ্রামসহ দেশের বিভিন্ন শহরে বিশাল সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে ইসকনের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণের দাবি তোলা হয়।মহম্মদ ইউনূস সরকারের অধীনে, বিশেষত ২০২৪ সালে ক্ষমতায় আসার পর, বাংলাদেশে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ওপর হামলা ও নিপীড়নের ঘটনা বেড়ে গেছে। এমনকি ইসকন কেন্দ্রগুলিতেও হামলার অভিযোগ রয়েছে। ২০২৪ সালের আগস্টে শেখ হাসিনার সরকারের পতনের পর, ইসকনের প্রাক্তন সদস্য কৃষ্ণ দাস প্রভু কারাবরণ করেছিলেন বলেও অভিযোগ রয়েছে।

এদিন ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদের সামনে অনুষ্ঠিত এক বিশাল সমাবেশে "ইস্তিফাদা বাংলাদেশ" সংগঠন ইসকনের উপর নিষেধাজ্ঞার দাবি জানায়। তারা এই ধর্মীয় সংগঠনের বিরুদ্ধে তদন্ত এবং আইনি পদক্ষেপ গ্রহণেরও আহ্বান জানায়।

এ প্রসঙ্গে, ভারতবিরোধী সন্ত্রাসী সংগঠন আনসারুল্লাহ বাংলা টিমের (এবিটি) প্রধান জসিমুদ্দিন রহমানি দাবি করেছেন, 'ইসকন কোনো হিন্দু সংগঠন নয়, এটি ইহুদিদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি চরমপন্থী সংগঠন।' তার এই বক্তব্য ঢাকার বাংলা দৈনিক দেশ রূপান্তর-এ প্রকাশিত হয়েছে। রহমানি আরও বলেন, 'তারা একের পর এক অপরাধ করছে। ইসকনকে নিষিদ্ধ করা এখন সময়ের দাবি।'

এছাড়া, ইস্তিফাদা বাংলাদেশের সদস্য আহমেদ রফিক বলেন, 'যখন একজন ইমাম ইসকনের বিরুদ্ধে কথা বলেন, তখন তাকে অপহরণ করা হয় এবং শিকল দিয়ে বেঁধে মারধর করা হয়। অথচ রাষ্ট্র এসব অপরাধীদের বিচার থেকে অবজ্ঞা করে।' তিনি আরও বলেন, 'কর্তৃপক্ষ পশ্চিম, আমেরিকা, বামপন্থী বা বিদেশি দূতাবাস কী বলবে তা নিয়ে বেশি চিন্তিত, কিন্তু আল্লাহ কী বলবেন, সে দিকে তাদের নজর নেই।'চট্টগ্রামের আন্দরকিল্লা শাহী জামে মসজিদের উত্তর গেটে শুক্রবার জুম্মার নামাজের পর অনুষ্ঠিত সমাবেশে হেফাজতে ইসলামসহ অন্যান্য ইসলামপন্থী দলগুলোও ইসকনের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞার দাবি জানায়।বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতিতে এমন দাবির পরিপ্রেক্ষিতে ইসকন এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হচ্ছে।

মঙ্গলবার আগরতলা প্রেস ক্লাবে নৃত্যাঙ্গন ওয়েলফেয়ার সোসাইটির পক্ষ থেকে এক সাংবাদিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। ছবি নিজস্ব।

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

চিয়া সিড খাচ্ছেন ? নিয়ম না মানলে হতে পারে বিপদ

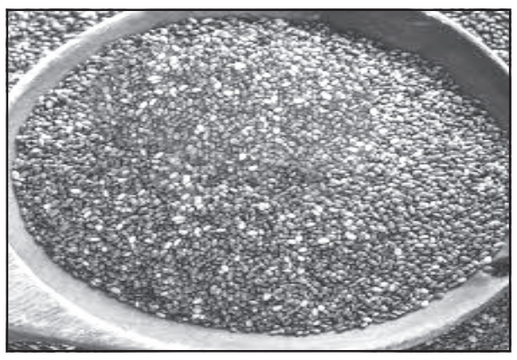

চিয়া সিড, একটি ছোট কালো বা সাদা দানা, সাম্প্রতিক সময়ে স্বাস্থ্য সচেতন মানুষের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। এই পুষ্টিগুণ সমৃদ্ধ বীজকে 'সুপারফুড' হিসেবে গণ্য করা হয়, কারণ এতে ফাইবার, ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড, প্রোটিন, অ্যান্টিঅক্সিডেন্ট এবং ক্যালসিয়ামের মতো পুষ্টি উপাদান রয়েছে। তবে, সবাই কি চিয়া সিড খেতে পারেন? এবং নিয়ম না মানলে এর কী ক্ষতি হতে পারে? এই বিষয়ে বিশেষজ্ঞরা সতর্কতার পরামর্শ দিয়েছেন।

চিয়া সিডের উপকারিতা

চিয়া সিড মূলত মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকার একটি উদ্ভিদ থেকে আসে। এটি ওজন নিয়ন্ত্রণ, হৃদরোগের ঝুঁকি কমানো, হাড়ের স্বাস্থ্য উন্নত করা এবং হজমশক্তি বাড়ানোর জন্য পরিচিত। প্রতি ২৮ গ্রাম (দুই টেবিল চামচ) চিয়া সিডে প্রায় ১১ গ্রাম ফাইবার, ৪ গ্রাম প্রোটিন এবং ৯ গ্রাম স্বাস্থ্যকর ফ্যাট থাকে। এছাড়া, এটি রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে এবং প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে। চিয়া সিড জলে ভিজিয়ে খাওয়া হলে এটি জেলের মতো হয়ে যায়, যা পেট ভর্তি রাখে এবং হজমে সহায়ক।

সবাই কি চিয়া সিড খেতে পারেন?

যদিও চিয়া সিড সাধারণত নিরাপদ, তবে বিশেষজ্ঞরা বলছেন, সবার জন্য এটি সমানভাবে উপযুক্ত নাও হতে পারে। চিয়া সিডের উপকারিতা অনেক, তবে এটি অতিরিক্ত বা ভুলভাবে খাওয়া হলে সমস্যা হতে পারে। যাদের নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে, তাদের সতর্ক থাকতে হবে। নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের চিয়া সিড খাওয়ার আগে চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত নিম্ন রক্তচাপে ভুগছেন এমন ব্যক্তিদের চিয়া সিড না খাওয়াই ভালো কারণ, চিয়া সিড রক্তচাপ কমাতে পারে, তাই যাদের ইতিমধ্যে নিম্ন রক্তচাপ রয়েছে, তাদের জন্য এটি ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। রক্ত পাতলাকারী ওষুধ সেবনকারী ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড রক্তকে পাতলা করতে পারে, যা ওয়ারফারিন বা অ্যাসপিরিনের মতো ওষুধের সঙ্গে মিশে জটিলতা সৃষ্টি করতে পারে।কিছু লোকের চিয়া সিডে অ্যালার্জি হতে পারে, যার ফলে ত্বকে ফুসকুড়ি, শ্বাসকষ্ট বা হজমের সমস্যা হতে পারে। ফাইবার সমৃদ্ধ হওয়ায় অতিরিক্ত চিয়া সিড খেলে ডায়রিয়া, পেট ফাঁপা এই ধরণের উপসর্গ দেখা দিতে পারে।

নিয়ম না মানলে কী ক্ষতি হতে পারে?

চিয়া সিড খাওয়ার ক্ষেত্রে নিয়ম মেনে না চললে বা অতিরিক্ত খেলে বেশ কিছু সমস্যা দেখা দিতে পারে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন "চিয়া সিড প্রতিদিন ১-২ টেবিল চামচের বেশি খাওয়া উচিত নয়। এটি অবশ্যই জলে ভিজিয়ে খেতে হবে, কারণ শুকনো চিয়া সিড খেলে গলায় আটকে যাওয়ার বা হজমে সমস্যার ঝুঁকি থাকে।"

সম্ভাব্য ক্ষতিগুলো হলো

হজমের সমস্যা: অতিরিক্ত ফাইবার গ্রহণের ফলে পেটে ব্যথা, ফোলাভাব বা ডায়রিয়া হতে পারে। যাদের ইরিটেবল বাওয়েল সিনড্রোম (আইবিএস) আছে, তাদের জন্য এটি বিশেষভাবে ক্ষতিকর।

গলায় আটকে যাওয়া: শুকনো চিয়া সিড জলের সংস্পর্শে এলে ১০-১২ গুণ ফুলে যায়। শুকনো অবস্থায় খেলে এটি খাদ্যনালীতে আটকে যেতে পারে, যা গুরুতর সমস্যা সৃষ্টি করতে পারে।

ওষুধের সঙ্গে বিরোধ: চিয়া সিড রক্তচাপ বা রক্তে শর্করার ওষুধের কার্যকারিতায় হস্তক্ষেপ করতে পারে। ক্যালোরি গ্রহণে বৃদ্ধি: চিয়া সিডে ক্যালোরি বেশি (প্রতি ২৮ গ্রামে ১৩৭ ক্যালোরি), তাই অতিরিক্ত খেলে ওজন বাড়তে পারে।

কীভাবে খাবেন চিয়া সিড?

পুষ্টিবিদরা পরামর্শ দেন, চিয়া সিড জলে বা দুধে ১৫-২০ মিনিট ভিজিয়ে খাওয়া উচিত। এটি স্মুদি, দই, ওটমিল বা সালাদে মিশিয়ে খাওয়া যেতে পারে। প্রতিদিন ১৫-২৫ গ্রাম (১-২ টেবিল চামচ) খাওয়া নিরাপদ। গর্ভবতী মহিলা, শিশু বা দীর্ঘস্থায়ী রোগে আক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া চিয়া সিড খাওয়া উচিত নয়।

বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ

পুষ্টি বিশেষজ্ঞরা বলছেন, "চিয়া সিড একটি স্বাস্থ্যকর খাবার, তবে এটি কোনও জাদুকরী সমাধান নয়। সুষম খাদ্যের সঙ্গে এটি পরিমিতভাবে খাওয়া উচিত।" তিনি আরও বলেন, "যারা নতুন করে চিয়া সিড খাওয়া শুরু করছেন, তাদের অল্প পরিমাণে শুরু করে ধীরে ধীরে পরিমাণ বাড়ানো উচিত, যাতে শরীর অভ্যস্ত হতে পারে।" চিয়া সিড স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হলেও, এটি সঠিক নিয়মে এবং পরিমিতভাবে খাওয়া জরুরি। অতিরিক্ত বা ভুলভাবে খাওয়া হলে এটি হজমের সমস্যা, অ্যালার্জি বা অন্যান্য জটিলতার কারণ হতে পারে। বিশেষ স্বাস্থ্য পরিস্থিতিতে থাকা ব্যক্তিদের চিকিৎসকের পরামর্শ নেওয়া উচিত। সঠিক নিয়ম মেনে চিয়া সিড খেলে এটি আপনার খাদ্যাভ্যাসে একটি পুষ্টিকর সংযোজন হতে পারে।

শীত আসার আগেই গাঁটে গাঁটে ব্যথা

বাতাসে হিমেল ভাব। রাত বাড়লেই পারদের মাত্রা কমছে। এমনকী ভোরের দিকে ঠান্ডা লাগছে রীতিমতো। আর এই ঋতু বদলের সন্ধিক্ষণেই দেখা দেয় গাঁটের ব্যথা। শুধু বাতের ব্যথা নয়, নানা কারণেই বাড়তে পারে হাত বা পায়ের গাঁটের ব্যথা। সঙ্গে শরীরে আলস্য ভাব। ক্লান্তি কয়েক গুণ বেড়ে যায়। এমনকী শীতকালে ইউরিক অ্যাসিডের মাত্রা বেড়ে গেলেও জয়েন্টে ভয়ানক ব্যথা হয়। দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে কাজ করলে বা হাঁটতে গেলে পায়ে টান ধরে। ঋতু বদলের এই মরসুমে ব্যথাবেদনায় ভোগার সম্ভাবনা সবচেয়ে বেশি। শুধু বয়স্করাই নয়, যেকোনও বয়েসেই দেখা দিতে পারে এই ব্যথা। এমন পরিস্থিতে নিজেকে ভালো রাখতে কী করবেন? চলুন জেনে নেওয়া যাক। ১. শরীর গরম রাখুন: শীতকালে পুরো শরীর এবং বিশেষ করে ব্যথার জায়গাগুলো গরম রাখুন। উলের পোশাক, মোজা এবং গ্লাভস ব্যবহার করুন। রাতে ঘুমানোর সময় গরম কম্বল ব্যবহার করুন। ২. হিট থেরাপি ব্যবহার: ব্যথার জায়গায় গরম জলের সেঁক, হট ওয়াটার ব্যাগ, বা ইলেকট্রিক হিট প্যাড ব্যবহার করুন। এটি রক্ত সঞ্চালন বাড়ায় এবং গাঁটের ব্যথা কমাতে সাহায্য করে।

৩. নিয়মিত হালকা ব্যায়াম: গাঁটের নমনীয়তা বজায় রাখতে নিয়মিত হালকা ব্যায়াম করুন। হাঁটা, সাঁতার বা যোগাভ্যাস খুবই উপকারী। তবে অতিরিক্ত ভারী ব্যায়াম এড়িয়ে চলুন। বা কাজ শুরু করার আগে গাঁটগুলোর হালকা স্ট্রেচিং করুন। এটি গাঁটের চারপাশের পেশিগুলোকে সচল রাখে এবং আকস্মিক ব্যথা হওয়া কমায়। ৫. ওজন নিয়ন্ত্রণ: শরীরের সঠিক ওজন বজায় রাখা জরুরি। কারণ অতিরিক্ত ওজন বিশেষ করে হাঁটুর গাঁটের ওপর চাপ সৃষ্টি করে।

৬. পর্যাপ্ত পরিমাণে জল পান: শীতকালে জল কম পান করার প্রবণতা দেখা যায়, যা গাঁটের পিচ্ছিলতা কমাতে পারে। গাঁটের স্বাস্থ্য ভালো রাখতে সারাদিন ধরে পর্যাপ্ত জল পান করুন।

৭. প্রদাহ-বিরোধী খাবার: ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিড সমৃদ্ধ খাবার (যেমন মাছ, আখরোট), হলুদ এবং আদা খাদ্যতালিকায় রাখুন। এইগুলো গাঁটের প্রদাহ কমাতে সাহায্য করে।

৮. ভিটামিন ডি ও ক্যালসিয়াম গ্রহণ: সূর্যের আলোর অভাবে শীতে ভিটামিন ডি-এর ঘাটতি হয়। ডাক্তারের পরামর্শ নিয়ে ভিটামিন ডি এবং ক্যালসিয়াম সাপ্লিমেন্ট গ্রহণ করতে পারেন।

৯. সঠিক জুতো ব্যবহার: হাঁটার সময় পায়ের গাঁট এবং হাঁটুতে যাতে অতিরিক্ত চাপ না পড়ে, তার জন্য আরামদায়ক এবং সঠিক মাপের জুতো ব্যবহার করুন।

১০. পর্যাপ্ত বিশ্রাম নিন: গাঁটে বেশি ব্যথা হলে বা ফুলে গেলে, সেই গাঁটকে কিছুটা বিশ্রাম দিন। তবে একেবারে নড়াচড়া বন্ধ করে দেবেন না, কারণ তাতে জড়তা বেড়ে যেতে পারে।

তামার পাত্রে হলুদ জল পান স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী

তামার পাত্রে রান্না করা খাবার হোক বা এতে সংরক্ষিত জল, উভয়ই স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মানুষ তামার পাত্র ব্যবহার করে আসছে। বিশেষজ্ঞরাও বলেন, তামার পাত্রে সংরক্ষিত জল স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত উপকারী। এই জল রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় এবং হজম প্রক্রিয়াকে শক্তিশালী করে। তামার পাত্রে রাখা জল হৃদয়, কিডনি এবং চোখের জন্যও উপকারী। এছাড়াও, এটির অ্যান্টি-এজিং প্রভাব রয়েছে, যা আপনাকে দীর্ঘদিন যুবক রাখতে সাহায্য করে। তবে, তামার পাত্রে হলুদ জল পান করার উপকারিতা আরও বেশি। হলুদের প্রাকৃতিক গুণাগুণ এবং তামার পাত্রের স্বাস্থ্যকর বৈশিষ্ট্য একত্রিত হয়ে এটি একটি অত্যন্ত উপকারী পানীয়ে পরিণত হয়। আসুন, তামার পাত্রে হলুদ জল পানের স্বাস্থ্য উপকারিতা এবং এটি সঠিকভাবে পান করার নিয়ম সম্পর্কে বিস্তারিত জানি।

তামার পাত্রে হলুদ জল পানের উপকারিতা

১. হজম শক্তি উন্নত করে

তামার পাত্রে সংরক্ষিত জল পান করলে হজম প্রক্রিয়া উন্নত হয় এবং পেটের বিভিন্ন সমস্যা থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। তামা হজম এনজাইম উৎপাদনে সহায়তা করে, যা খাবার হজমে সহায়ক। এটি ফোলাভাব, গ্যাস এবং অম্বলের মতো সমস্যা প্রতিরোধ করে। হলুদের অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি এবং অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল গুণ পাকস্থলীর প্রদাহ কমায় এবং হজম প্রক্রিয়াকে আরও মসৃণ করে। হলুদ জল পান করলে পেটের অস্বস্তি দূর হয় এবং খাবারের পুষ্টি শোষণের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। ২. রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ায় তামা একটি অপরিহার্য খনিজ, যা শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করতে সহায়তা করে। তামার অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি, অ্যান্টি- ব্যাকটেরিয়াল এবং অ্যান্টি-ভাইরাল বৈশিষ্ট্য শরীরকে বিভিন্ন সংক্রমণ থেকে রক্ষা করে। অন্যদিকে, হলুদে থাকা কারকিউমিন নামক যৌগ শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াতে সহায়ক। তামার পাত্রে হলুদ জল পান করলে শরীরের ইমিউন সিস্টেম আরও শক্তিশালী হয়, যা ঠান্ডা, জ্বর এবং অন্যান্য ভাইরাল সংক্রমণের ঝুঁকি কমায়। ৩. ত্বকের জন্য উপকারী- তামার পাত্রে হলুদ জল পান করলে ত্বকের উজ্জ্বলতা বাড়ে এবং বলিরেখা কমে। তামা শরীরে ফ্রি র‍্যাডিক্যালের ক্ষতি প্রতিরোধ করে, যা ত্বকের বার্ধক্য রোধে সহায়তা করে। এটি কোলাজেন উৎপাদনকে উৎসাহিত করে, যা ত্বককে মসৃণ ও স্থিতিস্থাপক রাখে। হলুদের অ্যান্টি- অক্সিডেন্ট এবং অ্যান্টি- ইনফ্লেমেটরি গুণ ত্বকের প্রদাহ, ব্রণ এবং কালো দাগ কমাতে সহায়তা করে। নিয়মিত এই জল পান করলে ত্বকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায় এবং ত্বক সুস্থ থাকে। ৪. সংক্রমণ থেকে সুরক্ষাতামার অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য জলকে বিশুদ্ধ করে এবং এতে থাকা ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া ও জীবাণু ধ্বংস করে। তামার পাত্রে রাখা জল পান করলে শরীর সংক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকে। এছাড়াও, হলুদের অ্যান্টি -মাইক্রোবিয়াল গুণ শরীরের অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে। এই জল পান করলে জয়েন্টে ব্যথা এবং প্রদাহ কমে, বিশেষ করে বাতের সমস্যায় এটি উপকারী। ৫. হৃদয় ও কিডনির জন্য উপকারী তামার পাত্রে রাখা জল হৃদয়ের স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী। এটি রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে এবং কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায়। হলুদের কারকিউমিন হৃদরোগের ঝুঁকি কমায় এবং রক্ত সঞ্চালন উন্নত করে। এছাড়াও, তামার জল কিডনির কার্যকারিতা উন্নত করে এবং শরীর থেকে বিষাক্ত পদার্থ বের করে দেয়। নিয়মিত এই জল পান করলে কিডনি সুস্থ থাকে এবং ইউরিনারি ইনফেকশনের ঝুঁকি কমে। ৬. অ্যান্টি-এজিং প্রভাব- তামার পাত্রে হলুদ জল পান করলে শরীরে অ্যান্টি-অক্সিডেন্টের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, যা বার্ধক্যের লক্ষণগুলো কমায়। তামা এবং হলুদ উভয়ই শরীরের কোষের ক্ষতি প্রতিরোধ করে এবং ত্বক, চুল এবং সামগ্রিক স্বাস্থ্যের উন্নতি ঘটায়। এটি শরীরকে দীর্ঘদিন যুবক ও সতেজ রাখতে সহায়তা করে। তামার পাত্রে হলুদ জল পানের সঠিক নিয়ম তামার পাত্রে হলুদ জল পান করা স্বাস্থ্যের জন্য উপকারী হলেও এটি সঠিক নিয়মে পান করা অত্যন্ত জরুরি। অতিরিক্ত তামা শরীরে জমা হলে তা ক্ষতিকর হতে পারে। তাই নিম্নলিখিত নিয়মগুলো মেনে চলা উচিত: পাত্র পরিষ্কার রাখুন: তামার পাত্র নিয়মিত পরিষ্কার করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লেবুর রস বা ভিনেগার দিয়ে পাত্র পরিষ্কার করলে তামার মরিচা পড়ার সম্ভাবনা কমে।

সময়সীমা মেনে চলুন: জল তামার পাত্রে বেশিক্ষণ রাখা উচিত নয়। সাধারণত ৬-৮ ঘণ্টা জল রাখার পর তা পান করা উপযুক্ত। রাতে জল রেখে সকালে খালি পেটে পান করা সবচেয়ে ভালো।

হলুদের পরিমাণ: এক গ্লাস জলে এক চিমটি হলুদ গুঁড়ো মিশিয়ে পান করুন। অতিরিক্ত হলুদ ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন।

বিরতি নিন: টানা ১৫-২০ দিন তামার পাত্রে হলুদ জল পান করার পর ২-৩ দিনের বিরতি নিন। এটি শরীরে তামার অতিরিক্ত জমা হওয়া প্রতিরোধ করবে।

সারাদিন পান নয়: তামার পাত্রের জল সারাদিন পান করা উচিত নয়। দিনে একবার, বিশেষ করে সকালে খালি পেটে পান করাই যথেষ্ট।

সতর্কতা যাদের তামার প্রতি অ্যালার্জি আছে, তাদের এই জল পান করার আগে ডাক্তারের পরামর্শ নেওয়া উচিত।

তামার পাত্রে অ্যাসিডিক পদার্থ যেমন লেবুর জল বা ভিনেগার রাখা উচিত নয়, কারণ এটি তামার সঙ্গে রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটাতে পারে।

নিম্নমানের তামার পাত্র ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকুন। সর্বদা খাঁটি তামার পাত্র ব্যবহার করুন। তামার পাত্রে হলুদ জল পান করা স্বাস্থ্যের জন্য একটি প্রাকৃতিক এবং কার্যকরী উপায়। এটি হজম শক্তি বাড়ায়, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা শক্তিশালী করে, ত্বকের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে এবং সংক্রমণ থেকে সুরক্ষা দেয়। তবে, এর উপকারিতা পেতে সঠিক নিয়ম মেনে চলা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তামার পাত্রে হলুদ জল পানের অভ্যাস গড়ে তুলে আপনি সুস্থ ও সতেজ জীবনযাপন করতে পারেন। তবে, যেকোনো নতুন অভ্যাস শুরু করার আগে ডাক্তার বা পুষ্টিবিদের পরামর্শ নেওয়া উচিত, বিশেষ করে যদি আপনার কোনো বিশেষ স্বাস্থ্য সমস্যা থাকে।

কাঁচা দুধ না প্যাকেটের দুধ কোনটি ভালো

বাড়িতে কি প্যাকেটের দুধ আসে? না কি একেবারে খাটাল থেকে আনা কাঁচা দুধ? টেট্রা প্যাকের দুধ কখনও কিনে এনেছেন? দুধ খেলেই হল না, কেমন দুধ খাচ্ছেন, তার উপরেও নির্ভর করবে কতটা পুষ্টি শরীরে যাচ্ছে। কাঁচা দুধ ভাল, না প্যাকেটের, না কি টেট্রা প্যাকের, তা জেনে নিন।

ভারতীয় বাজারে দুধ তিনটি উপায়ে পাওয়া যায়।

প্রথমটি স্থানীয় মাধ্যম, অর্থাৎ গবাদি পশুপালন কেন্দ্র বা খাটাল থেকে সেই দুধ সরাসরি আপনার বাড়িতে যাচ্ছে। দ্বিতীয়টি প্লাস্টিক প্যাকেট বা পাউচের দুধ, যা বেশির ভাগ বাড়িতেই কেনা হয়। আর তৃতীয়টি টেট্রা প্যাকের।

কাঁচা দুধ কি সুরক্ষিত?

খাটাল থেকে সরাসরি যে কাঁচা দুধ আসছে বাড়িতে, তা কতটা পরিচ্ছন্ন, সে নিয়ে সংশয় থেকেই যায়। গরু বা মোষের দুধ, যা-ই খান না কেন, গবাদি পশুকে কী ভাবে পালন করা হচ্ছে, কী খাওয়ানো হচ্ছে, কেমন ওষুধ বা ইঞ্জেকশন দেওয়া হচ্ছে, যে পাত্রে দুধ আনা হচ্ছে সেটি কতটা পরিচ্ছন্ন, তার উপরে দুধের পুষ্টিগুণ নির্ভর করবে। কাঁচা দুধ আনলে তা খুব ভাল করে ফুটিয়ে তবেই খেতে হবে।

প্লাস্টিক প্যাকেট বা পাউচের দুধ

পাউচের দুধ তিন রকম হয় টোন্ড, ডবল টোন্ড এবং ফুল ক্রিম মিল্ক। সাধারণত পাউচের দুধে যে পুষ্টিগুণ থাকে না, তেমন নয়। তবে আজকাল বাজারে অনেক ভেজাল দুধও বিক্রি হচ্ছে। দীর্ঘ দিন প্লাস্টিকের মধ্যে দুধ তাজা রাখতে এমন রাসায়নিক ও কীটনাশক মেশানো হচ্ছে, যা শরীরের জন্য ক্ষতিকর। এই দুধ খুব উচ্চ তাপমাত্রায় ফোটানো হয় না। ৭২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় মাত্র ১৫ সেকেন্ড ফুটিয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঠান্ডা করে প্যাকেটে ভরে দেওয়া হয়। এতে কিছু ব্যাক্টেরিয়া মরলেও, সব নির্মূল হয় না। তার উপরে দুধ তাজা রাখতে রাসায়নিকও দেওয়া হয় অনেক জায়গাতেই। কাজেই এই দুধ কিনলে তা খাঁটি কি না যাচাই করে নিতে হবে। আর খাওয়ার আগে দুধ ভাল করে ফোটাতে হবে।

টেট্রা প্যাক

এই দুধকে সবচেয়ে সুরক্ষিত বলেন পুষ্টিবিদেরা। টেট্রা প্যাকের দুধকে খুবই উচ্চ তাপমাত্রায় ফোটানো হয়। সাধারণত ১৩৫ থেকে ১৫৩ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় ফুটিয়ে ঠান্ডা করে তবেই প্যাকেটবন্দি করা হয়। উচ্চ তাপমাত্রায় ফোটানোর কারণে এই দুধ একেবারে বিশুদ্ধ হয়, কোনও রকম জীবাণু থাকে না। প্যাকেটে ঢালার আগে এই দুধ নানা রকম প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে যায়, ফলে টেট্রা প্যাকের দুধ খেলে ভরপুর পুষ্টিগুণ শরীরে যেতে পারে। যদি টেট্রা প্যাক ও পাউচের দুধের মধ্যে তুলনা করা হয়, তা হলে টেট্রা প্যাকের দুধ বেশি সুরক্ষিত। তবে পাউচের দুধের স্বাদ একটু বেশি। পাউচের দুধ ফ্রিজে রাখার দরকার পড়ে। কিনে আনার পরে দুই থেকে তিন দিনের মধ্যেই এই দুধ খেয়ে না নিলে তাতে জীবাণু সংক্রমণ হতে পারে। আর টেট্রা প্যাকের মুখ না খোলা অবধি এই দুধ ফ্রিজে রাখার দরকার পড়ে না। তাই দীর্ঘ যাত্রার সময়ে বা ফ্রিজে রাখার সুবিধা না থাকলে টেট্রা প্যাকের দুধ কেনাই ভাল।

পুজোর বাসিফুলই বাগান পরিচর্যার ব্রহ্মাস্ত্র

পুজোর সময় ফুল প্রায় প্রত্যেক গৃহস্থ বাড়িতেই ব্যবহার করা হয়। দিন পেরতে না পেরতেই সিংহাসনে থাকা ফুল বাসি। শুকনো ফুল তুলে সিংহাসন পরিষ্কার করেন গৃহিণী। আর তা ফেলে দেওয়া হয়। তবে জানেন কী, পুজোয় ব্যবহৃত শুকনো ফুলই বাগান পরিচর্যার ব্রহ্মাস্ত্র। ঘরোয়া পদ্ধতিতে সামান্য কসরতেই শুকনো ফুল দিয়ে তৈরি করা যেতে পারে সার। তাই রোজকার বাসি ফুল ফেলে দেওয়ার আগে জেনে নিন সার তৈরির পদ্ধতি।

সিংহাসন পরিষ্কারের সময় প্রথমে পূজা বর্জ্য চরিত্র অনুযায়ী আলাদা করুন। যেমন --- শুকনো ফুলের সঙ্গে শুকনো ফুল রাখুন। তেমনই আবার বেলপাতা, কলাপাতা, দূর্বা আলাদা করে রাখুন।

বাগান থাকলে পিছনের দিকে একটি জায়গায় সেগুলি আলাদা আলাদা করে ফেলে রাখুন। আবার ব্যালকনি হলে সেখানে আলাদা আলাদা বিনে পূজা বর্জ্য রেখে দিন।

নাইট্রোজেন, কার্বন সমৃদ্ধ সার চাইলে আলাদা করে মিশ্রণ তৈরি করতে হবে। শুকনো গাঁদা, জবা, জুঁইয়ের সঙ্গে সবুজ পাতার সঙ্গে ফেলে দেওয়া খাবার মিশিয়ে নাইট্রোজেন সমৃদ্ধ সার তৈরি সম্ভব। কার্বন সমৃদ্ধ সার তৈরির ক্ষেত্রে শুকনো কলাপাতা, নারকেল, কাগজ একসঙ্গে মেশাতে হবে। মাটিতে মেশানোর সময় অবশ্যই সারের পরিমাণ বুঝে দিন। নইলে অতিরিক্ত সারের প্রভাবে গাছের ক্ষতি হতে পারে।

সার তৈরির সময় অবশ্যই খেয়াল রাখবেন আপনার পূজা বর্জ্যের সঙ্গে ভুল করেও কাপড়ের ফুল যেন না মিশে যায়। তাতেও গাছের ক্ষতির সম্ভাবনা রয়েছে। এই বর্জ্য যাতে বাড়ির খুদে সদস্যের হাতে না চলে আসে, সেদিকে নজর রাখুন।

যখন বাগানে গাছের গোড়ায় বাড়িতে তৈরি সার দেবেন তখন অবশ্যই গ্লাভস পরুন। নইলে হাতের ক্ষতি হতে পারে। আর অবশ্যই সার ব্যবহার করে ভালো করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে ফেলুন। নইলে পেটের সমস্যা হতে পারে।

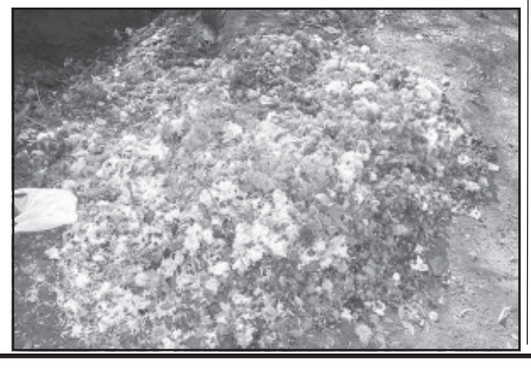

হেনা কী ভাবে ব্যবহার করলে চুল রুক্ষ-খসখসে হবে না?

প্রতি দিন শ্যাম্পু করা মানেই চুলের যত্ন নেওয়া নয়। চুল ভাল রাখতে সিরামও ব্যবহার করে থাকেন কেউ কেউ। তাতে সাময়িক ভাবে চুল ভাল থাকলেও চুলের যত্নের শেষ কথা নয়। অনেকেই বুঝতে পারেন না, আসলে চুলের যত্ন নেওয়ার সঠিক উপায় কোনটি। কেশ বিশেষজ্ঞরা বলছেন, চুল ভাল রাখতে সপ্তাহে এক দিন হলেও হেনা করা উচিত। তবে হেনা করলে অনেকেরই চুল রুক্ষ ও খসখসে হয়ে যায়। তাই কী ভাবে হেনা করলে চুল নরম ও মসৃণ থাকবে এবং পাকা চুল ঢাকাও পড়বে, তা জেনে নিন।

হেনা কী ভাবে ব্যবহার করবেন? ১) খানিকটা নারকেল তেলের সঙ্গে আধ কাপ হেনা গুঁড়ো মিশিয়ে ঢিমে আঁচে ফুটতে দিন। তেল ফুটে উঠলে ছেঁকে রেখে দিন। সপ্তাহে ২-৩ বার এই তেল চুলে ও মাথার তালুতে মালিশ করতে পারেন। ২) সাধারণ চায়ের লিকারে পরিমাণ মতো হেনা গুঁড়ো মিশিয়ে ঘন মিশ্রণ তৈরি করুন। এতে ৩-৪ চা

চামচ পাতিলেবুর রস মিশিয়ে আধ ঘণ্টা রাখুন। এর পর তাতে ২ চ চামচ টক দই মেশান। চুলে এই মিশ্রণ লাগিয়ে রাখতে পারেন। আধ ঘণ্টা রেখে হালকা কোনও ভেষজ শ্যাম্পু দিয়ে চুল ধুয়ে নিন। এই মিশ্রণের নিয়মিত ব্যবহার চুল নরম ও উজ্জ্বল রাখবে। ৩) সর্ষের তেলের সঙ্গে হেনা গুঁড়ো মিশিয়ে ফুটিয়ে নিন। এই তেল ছেঁকে নিয়ে ব্যবহার করতে পারেন। চুলের গোড়া শক্ত হবে, চুল ঘন ও কালো হবে। ৪) চুলের জেল্লা বাড়াতে সারা রাত হেনা গুঁড়ো জলে ভিজিয়ে রেখে পর দিন সকালে তার সঙ্গে পাকা কলা চটকে মিশিয়ে নিতে পারেন। এই হেয়ার প্যাক সপ্তাহে অন্তত একদিন ব্যবহার করলে চুল নরম হবে। চুলের জেল্লাও বাড়বে। ৫) মেথি এবং হেনা গুঁড়ো আলাদা আলাদা পাত্রে ভিজিয়ে রাখুন। সকালে সেই মেথি ভাল করে বেটে নিয়ে তার সঙ্গে হেনা পাউডার মিশিয়ে নিন। সঙ্গে অল্প পাতিলেবুর রস এবং সর্ষের তেল মিশিয়ে তালুতে লাগিয়ে নিন। আধ ঘণ্টা রেখে ধুয়ে ফেলুন।

সোমবার রাজধানীতে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাঙ্কের পক্ষ থেকে আসন্ন একতা দিবসকে সামনে রেখে সচেতনতামূলক মিছিল। ছবি নিজস্ব।

শিখ সম্প্রদায়ের আস্থা এবং ভগবান গুরু গোবিন্দ সিংয়ের 'চরণ সুহাভে গুরু চরণ যাত্রার' পবিত্র যোগাড় সাহিব লখনৌয়ে উজ্জ্বল স্বাগত

লখনৌ, ২৮ অক্টোবর : শিখ সম্প্রদায়ের আস্থা ও ঐতিহ্যের অমূল্য প্রতীক 'চরণ সুহাভে গুরু চরণ যাত্রার' পবিত্র যোগাড় সাহিবের লখনৌতে অভিজ্ঞানপূর্ণ অভ্যর্থনা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই যাত্রা সিক ধর্মের দশম গুরু, শ্রী গুরু গোবিন্দ সিংজি এবং মাতার সাহিব কৌরের পবিত্র যোগাড় সাহিব থেকে সম্পৃক্ত, যা শিখ আস্থার অন্যতম পবিত্র চিহ্ন হিসেবে গণ্য করা হয়।

উল্লেখযোগ্যভাবে, উক্ত যাত্রার উদ্বোধন করেন উত্তর প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, যিনি বলেছিলেন যে, 'গুরু পরম্পরা ভারতকে শুধু আস্থা দেয়নি, বরং জাতির সুরক্ষা, সেবা ও আত্মত্যাগের আদর্শও প্রদান করেছে।' তিনি আরও বলেন, 'আমাদের দায়িত্ব হল এই ঐতিহ্যকে সংরক্ষণ করা এবং তা আগামী প্রজন্মের কাছে পৌছানো।'

লখনৌর ইয়াহিয়াগঞ্জ গুরুদ্বার এলাকায় অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী হারদীপ সিং পূরী। মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে গুরু বানী শোনেন এবং যাত্রার সদস্যদের পাটুকা পরিয়ে সম্মানিত করেন। গুরুদ্বারা কমিটি মুখ্যমন্ত্রীকে অভ্যর্থনা জানানোর জন্য তাঁকে আংগবস্ত্র ও স্মৃতিচিহ্ন প্রদান করেন।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ বলেছেন, 'আমাদের প্রথায় বলা হয়েছে, 'জিথে যাই বহে মেরা সতগুরু, সো থান সুহাওয়া রাম রাজে।' অর্থাৎ, যেখানে গুরু মহারাজের পবিত্র পদচিহ্ন পড়ে, সে স্থান রামরাজ্যের মতো পবিত্র এবং পুণ্যভূমি হয়ে ওঠে।'

তিনি আরও বলেন, "এই যাত্রা আমাদের সেই মহান গুরু পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত করে, যাঁরা ভারতীয় সংস্কৃতি, সাহস এবং আত্মত্যাগের অঙ্গীকারে নতুন দিশা দিয়েছে।' মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এটি কেবল একটি শ্রদ্ধা যাত্রা নয়, বরং একটি পরিত্যাগ, আত্মত্যাগ এবং জাতি সমর্পণ করার এক অনুপ্রেরণামূলক যাত্রা।'

এই যাত্রার প্রসঙ্গে, মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ জানান, 'গুরু তেগ বাহাদুর জি মহারাজের ৩৫০তম শাহাদত দিবস উপলক্ষে এই যাত্রা শুরু হয়েছে। এটি ভারতীয় ইতিহাসে অবিস্মরণীয় অবদান রেখেছে।' তিনি সিক গুরুদের অবদানকে স্মরণ করেন, যারা ধর্ম, দেশ এবং মানবতার সুরক্ষার জন্য নিজেদের প্রাণ উৎসর্গ করেছেন। মুখ্যমন্ত্রী যোগী বলেন, 'দীর্ঘ ২৫০ বছর পর, গুরু মহারাজের পবিত্র পদচিহ্নগুলো, যেগুলি আগে পাকিস্তানে ছিল, এখন পাটনা সাহিবে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে।' তিনি জানান, এই যাত্রা দিল্লি থেকে শুরু হয়ে গোটা দেশে সিক পরম্পরা এবং গৌরবের সম্মান বৃদ্ধি করছে।

তিনি বলেন, 'লখনৌর ইয়াহিয়াগঞ্জ গুরুদ্বার বিশেষ গুরুত্ব বহন করে, কারণ এই স্থানটি গুরু তেগ বাহাদুর এবং গুরু গোবিন্দ সিংয়ের স্মৃতির সঙ্গে যুক্ত। এটি আমাদের সম্মিলিত আস্থা এবং জাতীয় ঐক্যের একটি প্রতীক।' মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ শিখ সম্প্রদায়ের প্রতি তাদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে বলেন, 'গুরু পরম্পরা ভারতকে শুধু আস্থা দেয়নি, বরং জাতির সুরক্ষা, সেবা এবং আত্মত্যাগের আদর্শও প্রদান করেছে।'

তিনি বলেন, 'এটি আমাদের কর্তব্য, যাতে আমরা এই ঐতিহ্যকে সুরক্ষিত রাখি এবং এটি পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছে দিই।' মুখ্যমন্ত্রী যোগী বলেন, 'এই যাত্রা শুধুমাত্র অতীতের স্মৃতি নয়, এটি বর্তমান এবং ভবিষ্যতের জন্য একটি দিশারী।'

তিনি সকল ভক্তদের অনুরোধ করেন যে, তারা এই 'গুরু চরণ যাত্রা'কে জাতীয় একতা এবং আধ্যাত্মিক জাগরণের বার্তা হিসেবে সামনে এগিয়ে নিয়ে যান।

প্রশান্ত কিশোরের বিরুদ্ধে ইসির শোকজ নোটিস, দুই রাজ্যে ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্তির অভিযোগ

পাটনা, ২৮ অক্টোবর : নির্বাচন কমিশন ভারতের জনপ্রিয় নির্বাচনী কৌশলী এবং জন সুরাজ পার্টির নেতা প্রশান্ত কিশোরের বিরুদ্ধে শোকজ নোটিস ইস্যু করেছে। অভিযোগ উঠেছে যে, কিশোরের নাম বিহার এবং পশ্চিমবঙ্গের দুটি পৃথক ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যা নির্বাচনী আইন লঙ্ঘন হতে পারে।

কর্গহর আসনের রিটার্নিং অফিসারের পক্ষ থেকে ইস্যু করা শোকজ নোটিসে বলা হয়েছে যে, কিশোর বিহারের রোহণটাস জেলার কর্গহর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত, যেখানে তার নাম পার্ট ৩৬৭ (মিডল স্কুল, কনার, নর্থ সেকশন) এ পাওয়া যায়। তার ভোটার আইডি নম্বর ১০১৩১২৩৭১৮। একই সময়ে, তার নাম পশ্চিমবঙ্গের ভবানীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকাতেও রয়েছে, যেখানে ভোটকেন্দ্রটি সেন্ট হেলেন স্কুল, বি রানীশংকরী লেনে অবস্থিত।

প্রতিনিধি আইন ১৯৫০ এর ১৭ ধারা অনুসারে, একজন ব্যক্তি একাধিক ভোটার তালিকায় নাম অন্তর্ভুক্ত করতে পারেন না। এই শর্তের লঙ্ঘন হলে, নির্বাচনী আইন অনুযায়ী শাস্তি হতে পারে, যার মধ্যে এক বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড, জরিমানা অথবা উভয়ই অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

নোটিসে কিশোরকে তিন দিনের মধ্যে তার ব্যাখ্যা জমা দিতে বলা হয়েছে, যাতে স্পষ্ট হয় কিভাবে তার নাম দুটি আলাদা রাজ্যের ভোটার তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হলো। এই ঘটনাটি ঘটেছে এমন এক সময়ে, যখন নির্বাচন কমিশন বিহারের ভোটার তালিকা সংশোধন কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে। এই প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য ছিল রাজ্যের নির্বাচনের আগে অযৌক্তিক এবং দ্বৈত নাম মুছে ফেলা। অক্টোবর মাসে প্রকাশিত চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় ৭.৪ কোটি ভোটার অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, যার মধ্যে ১৪ লাখ নতুন ভোটার। প্রশান্ত কিশোর, যিনি পূর্বে তৃণমূল কংগ্রেসসহ বিভিন্ন বড় রাজনৈতিক দলের নির্বাচনী কৌশলী ছিলেন, বর্তমানে বিহারে তার নিজস্ব জন সুরাজ পার্টি পরিচালনা করছেন। গত এক বছর ধরে তিনি পদযাত্রা এবং গণসংযোগ প্রচার চালিয়ে তার দলকে এনডিএ এবং বিরোধী ইন্ডিয়া ব্লকের বিকল্প হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছেন। এখনো পর্যন্ত কিশোর নির্বাচন কমিশনের শোকজ নোটিসের বিষয়ে কোন মন্তব্য করেননি। এই পরিস্থিতি এমন এক সময়ে ঘটছে যখন বিহারে ৬ এবং ১১ নভেম্বর দুটি দফায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে এবং ভোট গণনা ১৪ নভেম্বর নির্ধারিত রয়েছে।

মেঘালয় পুলিশের হাতে আটক পাঁচ সন্দেহভাজন বাংলাদেশি শিলংয়ে

শিলং, ২৮ অক্টোবর : মেঘালয় পুলিশ শিলংয়ের মাওলাই এলাকায় এক নিয়মিত চেকিংয়ের সময় পাঁচ সন্দেহভাজন বাংলাদেশি নাগরিককে আটক করেছে। তাদের পরিচয় যাচাই এবং পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য তদন্ত শুরু হয়েছে।

মাওলাই পুলিশ এবং বিশেষ অপারেশন দল যৌথভাবে মাওলাই মাওইয়ংয়ের আইএসবিটি জংশনে এই পাঁচজনকে আটক করে। আটককৃতদের মধ্যে দুইজন নারীও অন্তর্ভুক্ত ছিলেন।

পুলিশ আটককৃতদের নাম চিহ্নিত করেছে, তারা হলেন: মো. ফজিদ বিলুল (৪৭), লেলেপা বেগম (৪০), মুসামাত জাহানা খাতুন (৩৫), মো. আলমগীর মিয়া (২৫), এবং মো. ইমামুল হাসান (১৮)। তদন্তকারীরা জানান, তারা শ্রীনগর থেকে আসছিল এবং শিলং হয়ে বাংলাদেশে যাওয়ার পথে ছিলেন বলে মনে করা হচ্ছে।একটি গোপন সূত্রে খবর পেয়ে পুলিশ একটি পর্যটক ট্যাক্সি আইএসবিটি জংশনে আটক করে। পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে, তারা কোনও বৈধ পাসপোর্ট বা ভ্রমণ অনুমতি দেখাতে পারেনি।পূর্ব খাসি হিলস পুলিশ সুপার বিবেক শায়েম বিষয়টি নিশ্চিত করে জানান, সন্দেহভাজনদের আটক করা হয়েছে এবং মাওলাই থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। বর্তমানে কর্তৃপক্ষ তাদের যাত্রাপথ এবং স্থানীয় সম্পর্কের বিষয়ে তদন্ত চালাচ্ছে।এই পাঁচজনকে ২৭ অক্টোবর রাতে স্থানীয় আদালতে হাজির করা হয়, এবং তাদের বিরুদ্ধে চলমান আইনগত প্রক্রিয়া অনুসরণ করা হচ্ছে।

বিদেশী পর্যটকদের জন্য প্রি-আরাইভাল পিএপি অনুমোদনের জন্য মণিপুর গভর্নরের কাছে আবেদন

ইম্ফল, ২৮ অক্টোবর : মণিপুরের ভ্রমণ সংস্থাগুলি রাজ্যটিতে আন্তর্জাতিক পর্যটন উন্নয়নের জন্য মণিপুরের রাজ্যপাল অজয় কুমার ভল্লাকে বিদেশী পর্যটকদের জন্য প্রি-আরাইভাল প্রটেক্টেড এরিয়া পারমিট (পিএপি) আবেদন করার অনুমতি দেওয়ার জন্য আবেদন জানিয়েছে।রাজভবনের পক্ষ থেকে প্রকাশিত এক বিবৃতিতে এ তথ্য জানানো হয়। ভারতীয় পর্যটন অপারেটরস অ্যাসোসিয়েশন, মণিপুর শাখার স্টেট ইনচার্জ এইচ. রাধাকৃষ্ণ শর্মা নেতৃত্বাধীন একটি প্রতিনিধি দল সোমবার রাজ্যপালকে একটি স্মারকলিপি জমা দিয়েছে, যাতে বিদেশী পর্যটকদের জন্য পিএপি গ্রহণের ক্ষেত্রে যেসব অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তা তুলে ধরা হয়েছে।ভ্রমণ সংস্থাগুলির মতে, বিদেশী পর্যটকদের পিএপি পাওয়া প্রক্রিয়া অনেক জটিল এবং সময়সাপেক্ষ, যার ফলে আন্তর্জাতিক পর্যটন বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি হচ্ছে। তারা প্রস্তাব করেছে যে, বিদেশী পর্যটকরা তাদের নিজ দেশের ভিসা আবেদন প্রক্রিয়ার সময় পিএপি আবেদন করতে পারেন এবং পরিচিত ও অনুমোদিত ভ্রমণ সংস্থাগুলিকে তাদের গ্রাহকদের পক্ষ থেকে আবেদন করার অনুমতি দেওয়া উচিত।

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতীয় সম্পর্কের সঙ্কটের মধ্যে পাকিস্তানের বাংলাদেশকে করাচি পোর্ট ব্যবহারের প্রস্তাব

ঢাকা, ২৮ অক্টোবর : ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্কের অবনতির মধ্যে, পাকিস্তান দ্রুতগতিতে সুযোগটি বুঝতে পেরেছে এবং ঢাকা সরকারকে করাচি পোর্ট ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছে। এই পদক্ষেপটি গুরুত্বপূর্ণ, কারণ কিছু সপ্তাহ আগে ভারত বাংলাদেশের জুট পণ্য আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছিল।

বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতীয় সম্পর্কের সঙ্কটের মধ্যে, পাকিস্তান নিজের অবস্থান শক্ত করতে শুরু করেছে এবং সোমবার পাকিস্তান বাংলাদেশকে একটি বাণিজ্যিক লাইফলাইন প্রদান করেছে করাচি পোর্টের মাধ্যমে জুট পণ্য এবং অন্যান্য পণ্য রপ্তানি করার জন্য সুযোগ দিয়েছে। ভারতের উপর্যুপরি নিষেধাজ্ঞা ও সম্পর্কের অবনতির সুযোগে পাকিস্তান এই পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।পাকিস্তান এবং বাংলাদেশের মধ্যে একটি নতুন সম্পর্কের সূচনা হতে যাচ্ছে, কারণ দুই দশক পরে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়েছে যৌথ অর্থনৈতিক কমিশনের সভা। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে এটি প্রথম বড় ধরনের অর্থনৈতিক সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।পাকিস্তান বাংলাদেশকে করাচি পোর্ট ব্যবহারের প্রস্তাব দিয়েছে, যার মাধ্যমে বাংলাদেশ চীন, গালফ ও মধ্য এশিয়ার দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধি করতে পারবে। তবে, বিশেষজ্ঞরা বলছেন যে, সামুদ্রিক এই রুটটি অর্থনৈতিকভাবে লাভজনক নয়, কারণ এই যাত্রা ২৬০০ নটিক্যাল মাইল দীর্ঘ এবং প্রায় দুই সপ্তাহ সময় নেয়। গত বছর প্রথমবারের মতো একটি পাকিস্তানি কার্গো জাহাজ চট্টগ্রাম বন্দরে ভিড়েছিল, তবে এরপর খুব কম বাণিজ্য হয়েছে।এছাড়া, পাকিস্তান বাংলাদেশকে জুট ও অন্যান্য পণ্যে কর কমানোর সিদ্ধান্তও নিয়েছে, যাতে বাংলাদেশ তার জুট রপ্তানি বাড়াতে সক্ষম হয়। বাংলাদেশ পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম জুট উৎপাদক এবং প্রধান রপ্তানিকারক। পাকিস্তান ইতিমধ্যে বাংলাদেশের জুট আমদানিতে ২ কাস্টমস ডিউটি প্রত্যাহার করেছে।বাংলাদেশের একজন কর্মকর্তা জানান, "পাকিস্তান বাংলাদেশ থেকে জুট এবং জুট পণ্য আমদানি করতে আগ্রহী, কারণ বাংলাদেশ জুট এবং টেক্সটাইল পণ্য উৎপাদনে শক্তিশালী। বাংলাদেশ চায় আরও পণ্য রপ্তানি করতে।"বাংলাদেশের জুট পণ্য ও রোপের ওপর ভারতের নিষেধাজ্ঞা কার্যকর হওয়ার পর পাকিস্তানের এই পদক্ষেপটি আরও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আগস্ট মাসে ভারত বাংলাদেশ থেকে কিছু নির্দিষ্ট জুট পণ্য এবং রোপের আমদানি সব স্থলপথে নিষিদ্ধ করে। এর ফলে বাংলাদেশি রপ্তানিকারকদের জন্য খরচ বাড়ানো হয়েছে, কারণ সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহণ অনেক ব্যয়বহুল।এছাড়া, ভারত বাংলাদেশের জন্য একটি ট্রান্সশিপমেন্ট চুক্তি বাতিল করেছে, যার মাধ্যমে বাংলাদেশি পণ্য ভারতীয় বন্দর দিয়ে অন্য দেশে পরিবহণ করা যেত। এর ফলে বাংলাদেশের জুট পণ্য ভারতের বাজারে কম প্রতিযোগিতামূলক হয়ে পড়বে।গত বছর শেখ হাসিনার শাসনামলে ছাত্র আন্দোলনের পর বাংলাদেশ ও ভারতের সম্পর্ক অবনতির দিকে চলে যায়। শেখ হাসিনা ভারতীয় মিত্র হিসাবে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করেছিলেন, তবে বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্বর্তীকালীন প্রধান মুহাম্মদ ইউনুসের নেতৃত্বে দেশের বিদেশনীতিতে পরিবর্তন এসেছে। ইউনুস পাকিস্তান ও চীনের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতির লক্ষ্যে কাজ করছেন।এই পরিবর্তনের সুযোগে পাকিস্তান দ্রুততম সময়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। করাচি পোর্ট ব্যবহারের প্রস্তাবই এর অন্যতম উদাহরণ।

সংশোধনী

জাগরণ পত্রিকার পঞ্চম পাতায় **'ভিনমন্ত্রী এস. জয়শঙ্করের মালয়েশিয়ায় আসিয়ান শীর্ষ সম্মেলনে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক'** শীর্ষক শিরোনামে ভিনমন্ত্রীর জায়গায় পড়তে হবে **বিদেশমন্ত্রী**। অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য দুঃখিত।

কর্মাধ্যক্ষ
জাগরণ

এফিডেভিট

আমি শ্রী সুশান্ত লালা, পিতাঃ স্বর্গীয় সমরেন্দ্র চন্দ্র লালা, নিবাস- ইন্দ্রনগর, মসজিদ রোড। পোঃ ইন্দ্রনগর, থানা- নিউ ক্যাপিটেল কমপ্লেক্স। ভারতীয় নাগরিক, পশ্চিম ত্রিপুরা। আমার আসল এবং সঠিক নাম ইংরেজি অক্ষরে **SUSANTA LALA** । এই এফিডেভিট মূলে **(IN-TR366371647070193X, 3rd September 2025) SUSANTA LALA** এবং **SUSHANTA LALA** একই ব্যক্তি। এটা আমরা জ্ঞান সত্য।

হিমন্ত বিশ্ব শর্মার কড়া বার্তা: "আসাম" নামের অপব্যবহার বন্ধ করতে হবে

গুয়াহাটি, ২৮ অক্টোবর : আসামের মুখ্যমন্ত্রী ড. হিমন্ত বিশ্ব শর্মা "আসাম" নামের অপব্যবহার নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, কিছু ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিলের জন্য এবং বেআইনি কার্যকলাপ চালানোর জন্য "আসাম" শব্দটি বিভিন্ন সংগঠনের নামের সাথে জড়িয়ে জনশৃঙ্খলা বিঘ্নিত করছে। আজ এক সাংবাদিক সম্মেলনে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'কিছু সন্দেহভাজন ব্যক্তি "আসাম" নামের অপব্যবহার করে নিজেদের লাভের জন্য এবং বেআইনি কাজ করার জন্য ব্যবহার করছেন।' বিশেষ করে বীর লাচিত সেনার দিকে ইঙ্গিত করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, 'এই সংগঠনটি সাদিয়া থেকে ধুবরী পর্যন্ত এলাকায় অর্থ আদায়ের কাজ করছে। তারা চাঁদাবাজি ও অনৈতিক কার্যকলাপের মাধ্যমে জনমনে আতঙ্ক সৃষ্টি করছে।'

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'আসামে এখন একটি "দান সংস্কৃতি" তৈরি হয়েছে, যা কখনোই মেনে নেওয়া হবে না। সরকারের পক্ষ থেকে পরিষ্কার বার্তা রয়েছে যে, জনশৃঙ্খলা ভঙ্গ বা রাজ্যের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ করার কোনও প্রচেষ্টা সহ্য করা হবে না।' তিনি আরও জানান যে, আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, যারা সামাজিক সংগঠনের নামে অর্থ সংগ্রহ বা হুমকি দিচ্ছে, তাদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। অক্টোবর ২৭ তারিখে হিমন্তা বিশ্ব শর্মা বীর লাচিত সেনার বিরুদ্ধে এক কঠোর সতর্কতা জারি করেছেন। তিনি বলেন, 'এই সংগঠনটি সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড এবং দান সংগ্রহের নামে আসামে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে। তারা পরিবেশের ক্ষতি করছে। যদি প্রয়োজন হয়, তাহলে আমরা এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে পারি, যেমনটা আমরা উলফা (আই) এর বিরুদ্ধে করেছি।'

মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'আমি কাউকে নাম করে বলছি না, কিন্তু যারা এই সংগঠনের সাথে জড়িত, তারা ইতোমধ্যেই আইন-শৃঙ্খলা বাহিনীর নজরদারিতে রয়েছে।' তিনি বলেন, 'আমরা আসামে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং জবাবদিহিতা রক্ষা করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ।'

AGARTALA MUNICIPAL CORPORATION AGARTALA

PNIe-T No:10/Div-II/AMC/2025-26 Dated: 24/101/2025

Sl No.	D.N.I.e-T No.	Estimate Cost	Earnest Money	Time of Completion
1	DNIeT No.07/ Div-II/AMC/ 2025-26	1,45,59,442.00	2,91,189.00	180 Days
2	DNIeT No.62/ Div-II/AMC/ 2025-26	3,09,875.00	6,198.00	90 Days
3	DNIeT No.63/ Div-II/AMC/ 2025-26	9,47,433.00	18,949.00	120 Days
4	DNIeT No.39/ Div-II/AMC/ 2025-26	13,11,350.00	26,227.00	90 Days
5	DNIeT No.43/ Div-II/AMC/ 2025-26	9,03,466.00	18,069.00	90 Days

Last Date and time for document downloading /Bidding : 31/10/2025 at 14.00Hrs/15.00 Hrs
Other Necessary Details information can be seen in the office hours of the undersigned.
Bid forms and othe details can be obtained from website https://tripuratenders.gov.in

পরীক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা রাজ্যের সকল সরকারি ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়ের ষষ্ঠ, নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, বিজ্ঞান ও গণিতে মেধা অন্বেষণ পরীক্ষা, (ষষ্ঠ শ্রেণি, নবম শ্রেণি) ২০২৫-এর জন্য অনলাইন আবেদন গ্রহণ করা হবে।

ইচ্ছুক শিক্ষার্থীরা www.tripuratalentsearch.com ওয়েবসাইটে গিয়ে অনলাইনে আবেদন করতে পারবে।

অনলাইন আবেদনপত্র পূরণের সময়সূচি নিম্নরূপ :

ক্রমিক নং	কার্যক্রম	তারিখ ও সময়
১	অনলাইন আবেদন পোর্টাল খোলা হবে	০৫ নভেম্বর ২০২৫ (বুধবার) সকাল ১১:০০ টা
২	অনলাইন আবেদন জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	৩০ নভেম্বর ২০২৫ (রবিবার) বিকেল ৫:০০ টা পর্যন্ত
৩	বিদ্যালয়-স্তরে আবেদন যাচাইয়ের শেষ তারিখ	০৫ ডিসেম্বর ২০২৫ (শুক্রবার) বিকেল ৫:০০ টা পর্যন্ত
৪	পরীক্ষার প্রবেশপত্র প্রকাশ	১৫ ডিসেম্বর ২০২৫ (সোমবার) সকাল ১১:০০ টা থেকে / শুধুমাত্র অনলাইন মাধ্যমে

সকল বিদ্যালয় প্রধানকে অনুরোধ করা যাচ্ছে যেন তাঁরা ষষ্ঠ, নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাটির বিষয়ে যথাযথভাবে অবগত করেন এবং প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন।

ফি সম্পর্কিত তথ্য:

ষষ্ঠ শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য কোনো পরীক্ষার ফি প্রয়োজন নেই ।

নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে —

সরকারি ও সরকারি অনুদানপ্রাপ্ত বিদ্যালয়: প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য ৫০ (পঞ্চাশ টাকা)
বেসরকারি পরিচালিত বিদ্যালয়: প্রতি শিক্ষার্থীর জন্য ১০০ (একশত টাকা)

অ্যাকাউন্ট সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে দেখুন: www.tripuratalentsearch.com

পরীক্ষা সংক্রান্ত সকল তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে নিয়মিত ওয়েবসাইটটি দেখুন।

ICA/D-1232/25

(এল. ডাম্বুলং), অধিকর্তা
রাজ্য শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ পরিষদ, ত্রিপুরা

SHORT NOTICE INVITING QUOTATION

The under signed on behalf of the Government of Tripura, invites Short Quotation from local vehicle owners in the Prescribed Format (sealed with cover) for hiring of 1(one) No. SCORPIO (classic), for 1(one) year White Colour for the use in the O/o the Minister of Co-operation Deptt., Govt. of Tripura. Detail information will be available in the Notice Board of the Office of the Undersigned. The sealed quotation should be submitted in the Tender Box available in the O/o the undersigned between 11 AM to 3.00 PM during working days, last date of submission of the quotation is on 01.11.2025.

ICA/C-2740/25

(D. Debbarma, IAS)
Government of Tripura.

PNIET No.: 99/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26 Dated: 27/10/2025

The Executive Engineer, Mechanical Division, Agartala on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online item rate e-tender in single bid system from Original Equipment Manufacturer (OEM) of Mechanised Laundry system / Original Equipment Manufacturer (OEM) authorized Sale & service provider having experience in similar nature of works in Government/ Government Undertaking Buildings and Service Centre in Tripura for the following work:

NIT No.	99/EE/PNIe-T/MECH.DIVN/AGT/2025-26
Name of work:	Supply, installation, testing and commissioning of Mechanised Laundry system at IGM, Hospital, Agartala alongwith Comprehensive Annual Maintenance (CAMC) for 2 years after 1 year of warranty.
Estimated Cost	Rs. 1,10,98,567.00
Bid Fee	Rs. 4000.00
Time of Completion	1155 Days
Earnest Money	Rs.2,21,971.00
Last date and time of Submission of Bid :	11/11/2025

The bid forms and other details including online activities should be done in the e- procurement portal https://tripuratenders.gov.inThe press notice is also available on https://pwd.tripura.gov.in

ICA/C-2743/25

Executive Engineer
Mechanical Division Tripura

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No- e-19/AGRI/EE/MECH/2025-26

Separate e-tender are invited by the Executive Engineer (Mech.), Agri Mechanical Division, Office Lane, Agartala on behalf of the "Governor of Tripura" from the eligible bidder(s) for the below mentioned work up to 03.00 P.M on 19/11/2025.

Sl No.	DNIEOI No.	Name of Work	Estimated Cost	Cost of Tender Document	EMD	Last Date & Time of e-bidding	Bid Opening date	Eligibility of the Bidder
1	e- 07/AGRI/EE(M)/ 2025-26	Setting up of Automation Irrigation System & Water Harvesting System for Centre of Excellence, Flower at Lambucherra under INDU-DUTCH work plan. S/H: Automation of fertigation system and Drip irrigation system with automation for 3 Ha. Area.	Rs. 10,61,830.00	Rs. 1,000/	Rs. 21,237	19/11/2025 Upto 3.00 PM	19/11/2025 4.00 PM (If Possible)	Bonafide Prospective Manufacturers Authorized Distributors / Dealers Supplying Agencies / Firms having adequate experience in successful supply of Laboratories Instrument/ Equipment to the State Govt./Central Govt. or the State/Central Govt. undertakings, PSUs / Agencies or Corporate Sectors of high reputation with a minimum period of three years.

Details can be seen in web-portal: www.tripuratenders.gov.in and may be contacted with O/o the undersigned if desired.

ICA/C-2734/25

(Er. Falgun Debbarma)
Excutive Engineer (Mech.)
Agri Mechanical Division
Office Lane, Agartala

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER No:-09/PNIe-T/EE/WRD-IV/BLN/2025-26, Dt.27-10-2025

The Executive Engineer, W.R Division No-IV, Belonia,South Tripura invites tender on behalf of the Govornor of Tripura in separate sealed cover for separate tender in PWD Format F-7, as applicable, from the appropriate classes of enlisted contractors of Tripura PWD & also from the contractors registered in MES/RLYS/CPWD/TTAADC up to 3.00 p.m on 15-11-2025 for the following works having experience of Similar nature of works as detailed below. The tender can be uploaded in website https://www.tripuratenders.gov.in. up to 3.00 p.m on 15-11-2025.

Memo No.F.8(22)/EE/WRD-IV/BLN/PNIeT-09/ 6050-98 Dated, Belonia the 27-10-2025.

Sl No.	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time for Completion
1	2	3	4	5
1	DNIe-T No:29/EE/WRD-IV/BLN/DNIeT/2025-26	8,76,5509.00	17,530.00	01(One) Year
2	DNIe-T No:30/EE/WRD-IV/BLN/DNIeT/2025-26	8,82,730.00	17,655.00	01(One) Year
3	DNIe-T No:31/EE/WRD-IV/BLN/DNIeT/2025-26	9,96,236.52	19,925.00	01(One) Year
4	DNIe-T No:32/EE/WRD-IV/BLN/DNIeT/2025-26	8,33,161.52	16,663.00	01(One) Year
5	DNIe-T No:33/EE/WRD-IV/BLN/DNIeT/2025-26	9,94,770.45	19,895.00	01(One) Year
6	DNIe-T No:34/EE/WRD-IV/BLN/DNIeT/2025-26	7,00,230.06	14,005.00	06(Six) Months
7	DNIe-T No: 35/EE/WRD-IV/BLN/DNIeT/2025-26	11,94,137.41	23,883.00	03(Three)Months
8	DNIe-T No:36/EE/WRD-IV/BLN/DNIeT/2025-26	11,94,137.41	23,883.00	03(Three)Months
9	DNIe-T No:37/EE/WRD-IV/BLN/DNIeT/2025-26	16,72,733.68	33,455.00	03(Three)Months

Note:-The bid forms and other details including online activities should be done in e-procurement portal http//www.tripuratenders.gov.in.

FOR & ON BEHALF OF THE GOVERNOR OF TRIPURA

ICA/C-2736/25

(Er. Basudeb Das)
Executive Engineer
Water Resource Division No-IV
Belonia, South Tripura

নলছর দক্ষিণাঞ্চলে বামপন্থী যুব সংগঠনের ১৬তম ত্রিবার্ষিক অঞ্চল সম্মেলন অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, কাঠালিয়া, ২৮ অক্টোবর:মঙ্গলবার অনুষ্ঠিত হল বামপন্থী যুব সংগঠনের নলছর দক্ষিণাঞ্চলের ১৬তম ত্রিবার্ষিক অঞ্চল সম্মেলন। সম্মেলনে অঞ্চলের বিভিন্ন ইউনিট থেকে মোট ৯৪ জন প্রতিনিধি অংশগ্রহণ করেন।

সম্মেলনের সূচনায় সংগঠনের পতাকা উত্তোলন ও শহিদ বেদিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণের মাধ্যমে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন নেতাকর্মীরা। এরপর শুরু হয় সম্মেলনের মূল অধিবেশন। উদ্বোধনী ভাষণ রাখেন প্রাক্তন বিধায়ক তপন দাস। সাংগঠনিক বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন রাজ্য সভাপতি পলাশ ভৌমিক, বিভাগীয় সোনামুড়া মহকুমা সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ সাহা এবং বিভাগীয় সহ-সভাপতি ভোলা ভৌমিক।

ত্রিবার্ষিক সম্মেলনে সংগঠনের প্রতিবেদন পাঠ করেন সুমন দে। প্রতিবেদন নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন একাধিক প্রতিনিধি। তাঁরা প্রস্তাব রাখেন সংগঠনকে আরও শক্তিশালী করতে নেতৃত্বদের ইউনিট স্তরে গিয়ে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হবে এবং নতুন প্রজন্মের মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা ছড়িয়ে দিতে হবে।

সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন প্রসেনজিৎ মজুমদার, বিভাগীয় সভাপতি মোঃ সেলিম সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা।

যুব নেতৃত্বরা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, "এই সময় ঘরে বসে থাকলে চলবে না। সংগঠনের পতাকা হাতে নিয়ে সাধারণ মানুষের ন্যায্য দাবিতে রাস্তায় নেমে গণআন্দোলনকে আরও তীব্র করতে হবে।"

সার্বিকভাবে, নলছর দক্ষিণাঞ্চলের এই ত্রিবার্ষিক অঞ্চল সম্মেলন সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নির্ধারণে এক গুরুত্বপূর্ণ মঞ্চ হয়ে উঠেছে।

সাত দফা দাবিতে ত্রিপুরা ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের দক্ষিণ জেলা কমিটির ডেপুটেশন জমা, বিলোনিয়ায় বিক্ষোভ মিছিল ও সভা অনুষ্ঠিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৮ অক্টোবর: সাত দফা দাবিকে কেন্দ্র করে ত্রিপুরা ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের দক্ষিণ জেলা কমিটির উদ্যোগে মঙ্গলবার এক বিক্ষোভ মিছিল ও ডেপুটেশন কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয়। দুপুর বারোটার সময় বিলোনিয়া কলেজ স্কয়ারের অগ্নিবীণা কমিউনিটি হলের সামনে থেকে মিছিলটি শুরু হয়ে জেলা শাসকের কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়।

বিক্ষোভ মিছিল শেষে বিপুল বৈদ্যের সভাপতিত্বে একটি সভার আয়োজন করা হয়। সভা চলাকালীন সময়ে পাঁচ সদস্যের এক প্রতিনিধি দল সাত দফা দাবি-সংবলিত স্মারকলিপি জেলার অতিরিক্ত জেলা শাসকের হাতে তুলে দেন।

ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের সাত দফা দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো, গৃহহীনদের পাকা বাড়ি প্রদানে জিও-ট্র্যাকিং প্রক্রিয়ায় বৈষম্য বন্ধ করা, রেগা প্রকল্পে বছরে ২০০ দিনের কাজ এবং দৈনিক ৩৪০ টাকা মজুরি নিশ্চিত করা, ষাটোর্ধ প্রকল্পভুক্ত ক্ষেত মজুরদের মাসিক ভাতা প্রদান, রাজ্যে বাতিল হওয়া জব কার্ডগুলি পুনরায় চালু করা, প্রকল্পভুক্ত শ্রমিকদের ন্যায্য পারিশ্রমিক ও কাজের সুযোগ বৃদ্ধি করা, সহ আরও একাধিক শ্রমিকমুখী দাবি।

সভায় বক্তব্য রাখেন ক্ষেত মজুর ইউনিয়নের জেলা নেতৃত্ব চিরঞ্জন বসাক, স্বপন বিশ্বাস এবং সিপিআই(এম)-এর দক্ষিণ জেলা সম্পাদক তাপস দে। বক্তারা অভিযোগ করেন, রাজ্যে গ্রামীণ ক্ষেত মজুররা ন্যায্য পারিশ্রমিক থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন এবং সরকারি প্রকল্পের বাস্তবায়নে নানা অনিয়ম চলছে। সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম)-এর রাজ্য ও মহকুমা নেতৃত্ব বাসুদেব মজুমদার, এলোকেশ সিনহা, বিজয় তিলক, বাবুল দেবনাথসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ (**টোলফ্রি :** ২৪ ঘন্টা)। **ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ (**পি বি এক্স**), **আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির পরিদর্শনে রাজ্যপাল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর: রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নান্নু আজ উদয়পুরে মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির পরিদর্শন করেন এবং পূজা দেন। তিনি ত্রিপুরাবাসীর কল্যাণ কামনায় প্রার্থনা করেন। এর পর রাজ্যপাল নব কলেবরে গড়ে তোলা ত্রিপুরাসুন্দরী মন্দির চত্বর ঘুরে দেখেন। তিনি মাতা ত্রিপুরাসুন্দরী গ্যালারী, মেডিটেশন হল, পূণ্যার্থীদের বসার জায়গা এবং অন্যান্য সুযোগ সুবিধাগুলি পরিদর্শন করেন। গোমতী জেলার জেলাশাসক রিঙ্কু লাথের মন্দিরের উন্নয়নমূলক কাজের বিষয়ে রাজ্যপালকে বিস্তারিত অবহিত করেন। পরিদর্শনের সময় রাজ্যপালের সাথে গোমতী জেলার পুলিশ সুপার কিরণ কুমার কে, রাজ্যপালের যুগ্মসচিব রতন ভৌমিক এবং অন্যান্য আধিকারিকগণ উপস্থিত ছিলেন। রাজভবন থেকে আজ এই সংবাদ জানানো হয়েছে।

আগামী ১৫ নভেম্বর মান্দাইয়ে রাজ্যভিত্তিক জনজাতি গৌরব দিবস উদযাপন অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর: মান্দাইয়ের গুরুমণি ময়দানে আগামী ১৫ নভেম্বর রাজ্যভিত্তিক জনজাতি গৌরব দিবস উদযাপন করা হবে। জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মার সভাপতিত্বে আজ সচিবালয়ের কনফারেন্স হলে আয়োজিত বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বৈঠকে জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা বলেন, ভগবান বিরসা মুন্ডার ১৫০ বছর জন্মবার্ষিকী পূর্তি উপলক্ষ্যে জনজাতি গৌরব দিবস পালন করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জনজাতিদের উন্নয়নে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার বিভিন্ন উন্নয়নমূলক প্রকল্প রূপায়ণ করছে। মান্দাইয়ে জনজাতি গৌরব দিবসের অনুষ্ঠান সফল করার জন্য সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানান জনজাতি কল্যাণমন্ত্রী।

জনজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের ব্যবস্থাপনায় আয়োজিত এই বৈঠকে জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব ড. কে শশীকুমার, জনজাতি গবেষণা ও সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের অধিকর্তা রত্নজিৎ দেববর্মা সহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন দপ্তরের আধিকারিকগণ, বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠান সাফল্যমন্ডিত করতে বিভিন্ন উপকমিটি গঠন করা হয়।

ত্রিপুরার সাংবাদিক প্রণব সরকারের প্রতি হুমকি ও হয়রানির ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ার

নয়াদিল্লি, ২৮ অক্টোবর : ত্রিপুরার বিশিষ্ট সাংবাদিক এবং প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ার সদস্য প্রণব সরকারের প্রতি হুমকি ও হয়রানির ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়া।

সংগঠনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সাংবাদিক প্রণব সরকারকে এক আত্মসমর্পণ করা প্রাক্তন জঙ্গি নেতা, যিনি বর্তমানে ত্রিপুরা বিধানসভার এক জন প্রতিনিধিও, মিথ্যা অভিযোগের মাধ্যমে হুমকি ও ভয় দেখানোর চেষ্টা করেছেন।

ত্রিপুরা জার্নালিস্ট ইউনিয়ন এই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়ে বলেছে, ওই নেতা সাংবাদিক প্রণব সরকারের বিরুদ্ধে একটি ভিত্তিহীন অভিযোগ দায়ের করেছেন, যাতে তাঁর নিজের কথিত "অপকর্ম" প্রকাশ পেতে না পারে।

প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়ার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, এ ধরনের ঘটনা সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতার ওপর সরাসরি আঘাত এবং সাংবাদিক নিরাপত্তার প্রশ্নে গভীর উদ্বেগের কারণ। সংগঠনটি সমস্ত সংবাদকর্মীদের আহ্বান জানিয়েছে, তাঁরা যেন প্রণব সরকারের পাশে দাঁড়ান এবং এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে একসঙ্গে প্রতিবাদ জানান।

একই সঙ্গে প্রেস ক্লাব অব ইন্ডিয়া ত্রিপুরা রাজ্য সরকারকে সাংবাদিক প্রণব সরকারের প্রয়োজনীয় সুরক্ষা দেওয়ার অনুরোধ জানিয়েছে, যাতে তিনি নির্ভয়ে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে পারেন।

বিলোনিয়ায় প্রদেশ কংগ্রেসের সাংগঠনিক সভা, রাজ্যের আইনশৃঙ্খলা ও প্রশাসনিক ব্যর্থতায় ক্ষোভ নেতৃত্বদের

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৮ অক্টোবর: আজ বিলোনিয়ায় সফরে এসে প্রদেশ কংগ্রেসের এসসি, এসটি, ওবিসি ও মাইনোরিটি ডিপার্টমেন্টের নেতৃত্বরা প্রদেশ কংগ্রেসের অন্যান্য শীর্ষ নেতাদের সঙ্গে একটি সাংগঠনিক সভায় যোগ দেন। মঙ্গলবার বেলা প্রায় ১১টা নাগাদ বিলোনিয়া কংগ্রেস ভবনে এই বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়।

সভায় উপস্থিত ছিলেন এসসি, এসটি, ওবিসি ও মাইনোরিটি ডিপার্টমেন্টের ব্লক স্তরের নেতৃত্ব, যুব কংগ্রেসের নেতারা, জেলা ও ব্লক স্তরের বিভিন্ন পদাধিকারীরা। সভায় সাংগঠনিক শক্তি বাড়ানো, সদস্য সংগ্রহ অভিযান এবং আগামী দিনে দলের রাজনৈতিক কৌশল নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

সাংগঠনিক বৈঠকের ফাঁকে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রদেশ নেতৃত্বরা রাজ্যের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তাঁরা অভিযোগ করেন "ত্রিপুরায় আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ভয়াবহভাবে ভেঙে পড়েছে। স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রেও সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ। পুলিশ, ইঞ্জিনিয়ার, চিকিৎসক পর্যন্ত নিরাপদ নয়, সাধারণ মানুষ কীভাবে নিরাপত্তা পাবে?"

নেতৃত্বদের অভিযোগ, "সরকার ভোটের আগে যে সমস্ত প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল, সেগুলোর কোনওটিই পালন করা হয়নি। জনগণের আস্থা হারিয়েছে বর্তমান সরকার।"

বিলোনিয়া কংগ্রেস ভবনে আয়োজিত এই সাংগঠনিক সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মিলন কর, ওবিসি বিভাগের প্রদেশ নেতা মনোরঞ্জন দেবনাথ, এসসি বিভাগের প্রদেশ নেতা নিরঞ্জন দাস, এসটি বিভাগের প্রদেশ নেতা জিলিম কুমার রিয়াং, প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সম্পাদক ইন্দ্রমানিক জমাতিয়া, দক্ষিণ জেলা কংগ্রেস সভাপতি মৃদুল পাটারি সহ অন্যান্য জেলা ও ব্লক নেতৃবৃন্দ।

সভায় বক্তারা দলকে আরও শক্তিশালী করার আহ্বান জানিয়ে বলেন জনগণের স্বার্থে কংগ্রেসকেই বিকল্প শক্তি হিসেবে গড়ে তুলতে হবে।

ধর্মনগরে সিপিআইএম-এর তিন ঘণ্টার গণ-অবস্থান, সরকারের নীরবতার বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ

ধর্মনগর, ২৮ অক্টোবর: ধর্মনগর বড়দিঘীর পাড়ে নেতাজির মূর্তির পাদদেশে সিপিআইএম ধর্মনগর মহকুমা কমিটির উদ্যোগে তিন ঘণ্টার এক গণ-অবস্থান কর্মসূচি পালন করা হয়। রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে নারী ও শিশু ধর্ষণ, খুনের ঘটনা, কোটি টাকার মাদক পাচার, এবং উৎকোচ গ্রহণে অভিযুক্ত মন্ত্রী সুধাংশু দাসকে মন্ত্রিসভা থেকে বরখাস্ত করার দাবিতে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।

আজ দুপুর প্রায় একটায় ধর্মনগর সিপিআইএম পার্টি অফিস থেকে এক বিশাল মিছিল বের হয়, যা ধর্মনগরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে কালিদিঘীর পাড়ে নেতাজির মূর্তির পাশে এসে গণ-অবস্থানে পরিণত হয়।

অবস্থানে উপস্থিত ছিলেন সিপিআইএম রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য অমিতাভ দত্ত, প্রাক্তন মন্ত্রী বিজিতা নাথ, জেলা কমিটির সদস্য সাথী ভট্টাচার্য্য, যুবরাজনগর বিধানসভার বিধায়ক শৈলেন্দ্র চন্দ্র নাথ সহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ। অমিতাভ দত্ত তাঁর বক্তব্যে বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে নেশার করাল ছায়া প্রতিনিয়ত বিস্তার লাভ করছে। শিশু থেকে বৃদ্ধা পর্যন্ত কেউই আজ নিরাপদ নয়। কোথাও ধর্ষণ, কোথাও খুন, কোথাও সন্ত্রাসএ যেন প্রতিদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অথচ সরকার নীরব। উল্টে শাসকদল উস্কানিমূলক বার্তা ছড়িয়ে রাজ্যে সন্ত্রাসের পরিবেশ তৈরি করছে।

তিনি আরও বলেন, রাজ্যে আইন-শৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। অপরাধীদের শাস্তি ও দুর্নীতিগ্রস্ত মন্ত্রীদের বরখাস্ত না করলে আন্দোলন আরও জোরদার হবে।

ব্রহ্মকুন্ড মেলা: মন্ত্রী রতন লাল নাথের উপস্থিতিতে প্রস্তুতি বৈঠক অনুষ্ঠিত

রাসপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে আগামী ৫-৭ নভেম্বর ৩ দিনব্যাপী ব্রহ্মকুন্ড মেলা অনুষ্ঠিত হবে। আজ ব্রহ্মকুন্ড গ্রামপঞ্চায়েত কার্যালয় সংলগ্ন শিব মন্দিরের নাট মন্দিরে এ উপলক্ষ্যে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ, শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের রাষ্ট্রমন্ত্রী বৃষকেতু দেববর্মা, টিটিএএডিসি"র কার্যনির্বাহী সদস্য (শিক্ষা) রবীন্দ্র দেববর্মা, ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান সমীর রঞ্জন ঘোষ, মোহনপুর পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান রাকেশ দেব, হেজামারা বিএসি"র চেয়ারম্যান সুনীল দেববর্মা, মোহনপুর মহকুমার মহকুমা শাসক সজল দেবনাথ ও অতিরিক্ত মহকুমা শাসক ধৃতি শেখর রায়, সমাজসেবী বিনোদ দেববর্মা প্রমুখ।

সভায় সিদ্ধান্ত হয়েছে মেলায় বিভিন্ন দপ্তরের উদ্যোগে প্রদর্শনী মন্ডপ খোলা হবে। তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের উদ্যোগে প্রতিদিন সন্ধ্যায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। সভায় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী রতনলাল নাথ সাব কমিটিগুলিকে দায়িত্ব নিয়ে কাজ করার জন্য পরামর্শ দেন। তিনি মেলাকে সর্বাঙ্গীন সফল করে তোলার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের সহযোগিতা কামনা করেন।

তপসিলি জাতিভুক্তদের উপর শোষণ-নির্যাতনের প্রতিবাদে আগরতলায় তপসিলি জাতি সমন্বয় সমিতির মিছিল

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর: সারা দেশে তপসিলি জাতিভুক্ত মানুষদের উপর ক্রমবর্ধমান নির্যাতন, নারী নির্যাতন, নেশার কারবার ও দুর্নীতির প্রতিবাদে মঙ্গলবার আগরতলায় এক বিক্ষোভ মিছিল ও পথসভা আয়োজন করে ত্রিপুরা তপসিলি জাতি সমন্বয় সমিতি।

মেলারমাঠ থেকে শুরু হয়ে মিছিলটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে ওরিয়েন্ট চৌমুহনী এসে এক পথসভায় সমাপ্ত হয়। নেতৃত্বে ছিলেন সংগঠনের সম্পাদক ও প্রাক্তন বিধায়ক সুধন দাস।

পথসভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে সুধন দাস তীব্র আক্রমণ শানান কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে। তিনি অভিযোগ করেন, "সারা দেশে দলিত ও তপসিলি জাতিভুক্ত মানুষদের উপর সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে আক্রমণ বাড়ছে। গরিবদের জন্য বরাদ্দ বাজেট সরকার কমিয়ে দিয়েছে। সমাজে তাদের উপর একের পর এক শোষণ ও নির্যাতন নেমে আসছে।" তিনি এদিন রাজ্যের মন্ত্রী সুধাংশু দাসের পদত্যাগেরও দাবি তোলেন। পাশাপাশি গণতন্ত্রপ্রিয় মানুষদের ঐক্যবদ্ধভাবে এই অন্যায় ও বৈষম্যের বিরুদ্ধে রাস্তায় নামার আহ্বান জানান।

সুধন দাস বলেন, "সরকারের ভ্রান্ত নীতি ও উদাসীনতার ফলে আজ তপসিলি জাতিভুক্ত মানুষেরা চরম অবহেলার শিকার। এই অবস্থার পরিবর্তন আনতে হলে একজোট হয়ে আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।" এদিনের মিছিলে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক কর্মী ও সমর্থক উপস্থিত থেকে সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন এবং সংগঠনের পরবর্তী আন্দোলনে যোগদানের অঙ্গীকার করেন।

কদমতলায় সিনিয়র সিটিজেন্স অ্যাক্ট-২০০৭ নিয়ে সচেতনতামূলক সেমিনার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর: মেনটেনেন্স এন্ড ওয়েলফেয়ার অব পেরেন্টস এন্ড সিনিয়র সিটিজেন্স অ্যাক্ট- ২০০৭ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর লক্ষ্যে আজ এক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তরের উদ্যোগে ধর্মনগরের কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির সভাকক্ষে এই সেমিনার আয়োজিত হয়। উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি অপর্ণা নাথ সেমিনারের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান মিহির রঞ্জন নাথ, উত্তর ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি ভবতোষ দাস, কালাছড়া পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারপার্সন টিংকু শর্মা, কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারপার্সন বিদ্যাভূষণ দাস, কদমতলা ব্লকের বিডিও সঞ্জীব দেবনাথ, জেলা সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা পরিদর্শক আদি হোসেন প্রমুখ। সেমিনারের পাশাপাশি এদিনের অনুষ্ঠানে চক্ষু পরীক্ষা শিবিরও অনুষ্ঠিত হয়। শিবিরে ১০৪ জন প্রবীণ নাগরিকের চোখ পরীক্ষা করা হয়। যাদের চশমা প্রয়োজন তাদের বিনামূল্যে চশমা দেওয়া হয়। অনুষ্ঠনে বিভিন্ন গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান, উপপ্রধান, পঞ্চায়েত সদস্য-সদস্যা সহ অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন।

অষ্টম বেতন

● প্রথম পাতার পর

জন্য ফসফেটিক এবং পটাশিয়াম সারগুলোর জন্য পুষ্টি-ভিত্তিক সাবসিডি হার অনুমোদন করেছে। মন্ত্রী আশ্বিনী বৈষ্ণব জানিয়েছেন, এই বছরের রবি মৌসুমে সার সাবসিডির পরিমাণ হবে প্রায় ৩৭,৯৫২ কোটি টাকা, যা ১ অক্টোবর থেকে কার্যকর হবে। এই পদক্ষেপের মাধ্যমে কৃষকদের জন্য সারের দাম সাশ্রয়ী এবং সুষ্ঠু রাখা সম্ভব হবে।

এছাড়াও, আন্তর্জাতিক সারের মূল্য প্রবণতা এবং তাদের উপকরণ মূল্য বৃদ্ধির কারণে, ফসফেটিক এবং পটাশিয়াম সারের সাবসিডি হারকে পুনরায় যৌক্তিক করা হয়েছে।

বিজেপি মুখপাত্র সম্বিত

● প্রথম পাতার পর

কোন্দল প্রকাশ্যে এসেছে। এই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে ইতিমধ্যেই গোটা রাজ্যব্যাপী। এমতাবস্থায় সর্বভারতীয় মুখপাত্রের রাজ্য সফর যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক মহল।

ঘুমের মধ্যে ৪ মাসের

● প্রথম পাতার পর

পরিবারের সদস্যরা দ্রুত তাকে আগরতলার আই.জি.এম হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে চিকিৎসকেরা শিশুটিকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মৃত শিশুর বাবা সৌরভ শীল ও মা প্রিয়াঙ্কা শীলের বিবাহ হয়েছে প্রায় দেড় বছর আগে। পরিবারের সদস্যদের দাবি, শিশুটি একেবারেই সুস্থ ছিল এবং তার হঠাৎ মৃত্যুতে এলাকাজুড়ে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

রাস্তায় নেমে

● প্রথম পাতার পর

স্থানীয় প্রশাসন। ছাত্রছাত্রীদের অভিযোগ, বারবার বিদ্যালয় পরিচালন কমিটি এবং জেলা শিক্ষা দপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলেও কোনও সদুত্তর মেলেনি। শিক্ষক ফিরিয়ে আনা বা বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণের ব্যাপারেও কোনও আশ্বাস মেলেনি প্রশাসনের তরফে। অবশেষে প্রশাসনের হস্তক্ষেপে অবরোধ কিছুক্ষণ পর তুলে নেওয়া হয়। যদিও ছাত্রছাত্রীদের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি দাবি পূরণ না হলে আবারও বৃহত্তর আন্দোলনে নামবে তারা।

নলছড়ে দ্বিতীয়

● প্রথম পাতার পর

যোজনা নামে নতুন এক যোজনার মাধ্যমে অন্ত্যোদয় পরিবারের সর্বোচ্চ দু"টি কন্যা সন্তানের জন্য আর্থিক সহায়তার লক্ষ্যে রাজ্য মন্ত্রিসভা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এই যোজনার মাধ্যমে অন্ত্যোদয় পরিবারে কন্যা সন্তানের জন্মের পর ৫০ হাজার টাকা ফিক্সড ডিপোজিট করা হবে। এই টাকা কন্যা সন্তানের বয়স ১৮ বছর হওয়ার পর ব্যয় করতে পারবে। এই যোজনার সুবিধা পেতে হলে কন্যা সন্তানের জন্ম অবশ্যই সরকারি স্বাস্থ্যকেন্দ্রে হতে হবে, মায়ের বয়স ১৮ বছর ৯ মাসের বেশি হতে হবে এবং কন্যা সন্তানকে ১৮ বছর অব্দি অবিবাহিত থাকতে হবে। সমাজকল্যাণ ও সমাজশিক্ষা দপ্তর এই যোজনা বাস্তবায়ন করবে। এছাড়াও মন্ত্রিসভা এদিন ত্রিপুরা ওমেন এন্টারপ্রিনিওরশিপ পলিসিকে অনুমোদন দিয়েছে। শিল্প ও বাণিজ্য দপ্তরের মাধ্যমে রাজ্যের মহিলাদের বিশেষত গ্রামীণ এলাকার মহিলাদের স্বনির্ভর করতে ঋণ প্রদান করা হবে। এক্ষেত্রে সর্বোচ্চ ১ কোটি টাকা পর্যন্ত ৩৫ শতাংশ ভর্তুকিতে মহিলারা ঋণ পেতে পারেন। দেশের কেবলমাত্র কয়েকটি রাজ্যে এ ধরণের পলিসি চালু রয়েছে।

শান্তির বাজারে শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখতে প্রশাসনিক বৈঠক

নিজস্ব প্রতিনিধি, কমলপুর, ২৮ অক্টোবর: গত কয়েকদিনের অশান্ত পরিবেশের পর অবশেষে পরিস্থিতি স্বাভাবিক করতে উদ্যোগী হলো প্রশাসন। মঙ্গলবার শান্তির বাজার সৎসঙ্গ আশ্রম প্রাঙ্গণে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার উদ্দেশ্যে এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। বৈঠকে প্রশাসনিক কর্মকর্তা ছাড়াও বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধি, ব্যবসায়ী সংগঠন ও সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, গত ২৩ অক্টোবর তিপ্রা মথার সিভিল সার্ভিসের আহ্বানে ডাকা বনধকে কেন্দ্র করে শান্তির বাজার এলাকায় ব্যাপক অশান্তি ছড়িয়ে পড়ে। বনধপন্থীদের তাণ্ডবে একাধিক দোকানপাট ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। ওই ঘটনার পর থেকে এলাকায় ১৬৩ ধারা জারি করা হয়, যা গত ছয় দিন পূর্ণাঙ্গভাবে কার্যকর ছিল।

এদিনের বৈঠকে ধলাই জেলার জেলা শাসক বিবেক এইচ বি, পুলিশ সুপার মিহির লাল দাস, কমলপুর মহকুমা শাসক জি শরৎ নায়েক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার উত্তম বনিক, জেলা পরিষদের সহ-সভাপতি অনাদি সরকার, জেলা পরিষদের সদস্য সন্তোষ কুমার দাস, সালেমা পঞ্চায়েত সমিতির ভাইস চেয়ারম্যান ননী গোপাল কর, বিশিষ্ট সমাজসেবী সুভাষ আহির, তিপ্রা মথার মহিলা নেত্রী মেরী দেববর্মা এবং সমাজসেবী মতি লাল দেববর্মা উপস্থিত ছিলেন।

বৈঠকে সকল পক্ষ শান্তি ও সম্প্রীতির পরিবেশ বজায় রাখার ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। জাতি ও জনজাতি সম্প্রদায়ের মধ্যে ভ্রাতৃত্বসুলভ সম্পর্ক অটুট রাখতে এবং বাজারে স্বাভাবিক ব্যবসা-বাণিজ্য পুনরায় চালু করার আহ্বান জানানো হয়।

প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, ১৬৩ ধারা আপাতত সীমিতভাবে সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত বলবৎ থাকবে। পরিস্থিতি আরও নিয়ন্ত্রণে এলে ধীরে ধীরে তা প্রত্যাহার করা হবে।

এছাড়া ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেওয়ার আশ্বাস দেন জেলা প্রশাসনের কর্তারা। বৈঠকে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও সমাজসেবীরা বলেন, "অতীতের বিভেদ ভুলে শান্তি, ঐক্য ও সহাবস্থানের মাধ্যমে শান্তির বাজারকে আবারও তার পুরনো ছন্দে ফিরিয়ে আনাই এখন সবার লক্ষ্য।"

সোনামুড়ায় উদ্ধার পিস্তল

● প্রথম পাতার পর

হয়। যার নাম্বার টিআর ত্ত০৭ ত্তই ত্ত ৭২১১। অভিযান শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এসআই রাকেশ দেবনাথ জানান, ঘটনায় একটি মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু হয়েছে। কে বা কারা এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত, তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

তিনি আরও জানান, উদ্ধার হওয়া অস্ত্র ও বাইকটির মালিকানা যাচাই করা হচ্ছে। খুব শিগগিরই এর পেছনের অপরাধ চক্রের হদিস পাওয়া যাবে বলে আশাবাদী পুলিশ। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে।

বাবার হাতে খুন ছেলে!

● প্রথম পাতার পর

বাবা বলে ধারণা পুলিশের। ঘটনার পর অভিযুক্ত পলাতক থাকলেও পুলিশ ইতিমধ্যেই তাকে গ্রেফতার করেছে। মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়না তদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। কি কারনে নিজের ছেলেকে খুন করেছে অভিযুক্ত সে বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। এই ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে চাঞ্চল্য বিরাজ করছে।

শহর জুড়ে ট্রাফিক অভিযান

● প্রথম পাতার পর

এলাকাগুলিতে নিয়মবহির্ভূতভাবে গাড়ি ও বাইক পার্কিং করার কারণে প্রতিনিয়ত যানজটের সৃষ্টি হচ্ছে। শহরকে যানজটমুক্ত রাখতে ও ট্রাফিক ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখতে এই অভিযান চালানো হয়েছে।"

তিনি আরও জানান, যেসব গাড়ি ও বাইক অবৈধভাবে পার্কিং করা অবস্থায় ধরা পড়েছে, তাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে এবং চালান কাটা হবে।

এদিনের এই আকস্মিক অভিযানে শহরের চালক ও সাধারণ নাগরিকদের মধ্যে ব্যাপক সাড়া পড়ে যায়। অনেকেই মনে করছেন, এই ধরনের নিয়মিত অভিযান শহরের ট্রাফিক শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনতে সহায়ক হবে।

পানীয় জলের জন্য

● প্রথম পাতার পর

জল কিনে এনে ব্যবহার করতে হচ্ছে, যা সাধারণ মানুষের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। অবিলম্বে এলাকায় নিয়মিত পানীয় জলের ব্যবস্থা না করা হলে বৃহত্তর আন্দোলনে নামার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন তারা।

ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ও প্রশাসনের কর্তারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনেন এবং আন্দোলনকারীদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন।

প্রযুক্তিকে জনকল্যাণে

● প্রথম পাতার পর

(১৮ থেকে ৩৫ বছর) মোট জনসংখ্যার প্রায় ৬০ থেকে ৬৫। যেটা আমাদের কাছে গর্বের বিষয় এবং পৃথিবীর কোন দেশে এই বিপুল সংখ্যায় যুব শক্তি নেই। ২০৪৭ এর মধ্যে বিকশিত ভারত গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে এই যুব শক্তি একটা বিশেষ ভূমিকা রাখতে সক্ষম হবে। দেশের অর্থনীতি এখন ১১তম স্থান থেকে চতুর্থ স্থানে চলে এসেছে। ২০৪৭ এ ৩০ প্লাস ট্রিলিয়ন মার্কিন ডলারের লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী মোদি। আর বিকশিত ত্রিপুরা ২০৪৭ এর জন্য ইতিমধ্যে রূপরেখা ঘোষণা করেছে ত্রিপুরা।

মুখ্যমন্ত্রী তাঁর বক্তব্যে বলেন, ত্রিপুরা এখন সব বিষয়ে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। কিছুদিন আগে দেশের তৃতীয় পূর্ণ সাক্ষর রাজ্য হিসেবে ঘোষিত হয়েছে ত্রিপুরা। ইউনেস্কোর গাইডলাইন মেনে এটা করতে হয়েছে। গোয়া এবং মিজোরামের পরে এই স্থান অর্জন করেছে ত্রিপুরা। বর্তমানে সবক্ষেত্রে প্রযুক্তি নির্ভরতা রয়েছে। অপারেশন সিঁদুরে প্রযুক্তির গুরুত্ব আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী যুব যোগযোগ যোজনায় কলেজের ফাইন্যাল ইয়ারে পাঠরত ছাত্রছাত্রীদের মোবাইল কেনার জন্য ৫ হাজার টাকা দেওয়া হয়। এখন কলেজগুলিতে ওয়াই-ফাই চালু হওয়ায় ইন্টারনেটের জন্য আর নিজেদের পয়সা খরচ করতে হবে না তাদের। আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী আরো বলেন, রাজ্য সরকার স্টার্ট আপ পলিসি করেছে। বাইরে থেকেও বিনিয়োগকারীরা আসছেন রাজ্যে। ডাটা সেন্টার গড়ে তোলার জন্য এয়ারটেলকে জায়গা দেওয়া হয়েছে। মেডিকেল সায়েন্সেও প্রযুক্তি ছাড়া হয় না। এ.আই (আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স) ও ইন্টারনেটকে ব্যবহার করে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এগিয়ে যেতে হবে। এক্ষেত্রে মেডিকেল সার্ভিস ও কৃষি ক্ষেত্রে দারুণ কাজ হচ্ছে এখন। আজকাল ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, হোয়াটসঅ্যাপ সবই কিন্তু প্রযুক্তি নির্ভর। প্রযুক্তির মাধ্যমে মানুষকে সেরা পরিষেবা প্রদান করতে হবে। তবে প্রযুক্তিকে ভালোর জন্য ব্যবহার করা প্রয়োজন। রাজ্যে আরও মোবাইল টাওয়ার স্থাপনের জন্যও গুরুত্ব তুলে ধরেন মুখ্যমন্ত্রী।

ডাঃ সাহা বলেন, ডিজিটাল শিক্ষার প্রসারে গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে সরকার। তথ্য ও প্রযুক্তি দপ্তরের অধীনে এই মুখ্যমন্ত্রী যুব যোগযোগ যোজনা বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ২০২৫ - ২৬ অর্থবর্ষে সরকারি কলেজের প্রায় ২০ হাজার শিক্ষার্থীকে স্মার্ট ফোন কেনার জন্য ৫ হাজার টাকা করে দেওয়া হবে। এতে ১০ কোটি টাকা বরাদ্দ ধরা হয়েছে। আর প্রযুক্তিকে জানার জন্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করতে হবে ছেলেমেয়েদের। এতে নতুন কিছু জানতে সহায়ক হবে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন অর্থ ও তথ্য প্রযুক্তি মন্ত্রী প্রনজিত সিংহ রায়, উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মন, তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের সচিব কিরণ গিত্যে, তথ্য প্রযুক্তি দপ্তরের অধিকর্তা, উচ্চশিক্ষা দপ্তরের অধিকর্তা অনিমেষ দেববর্মা, আর্ট কলেজের অধ্যক্ষ অভিজিত ভট্টাচার্য্য সহ অন্যান্য পদস্থ আধিকারিকগণ।

অঙ্গন

নাইডু ট্রফি : পন্ডিচেরি জয় থেকে ত্রিপুরা ৫০ রান দূরে

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। পন্ডিচেরি জয়ের হাতছানি ত্রিপুরার সামনে। কর্নেল সি কে নাইডু ট্রফি এলিট গ্রুপের খেলায়। আগামীকাল (বুধবার) ম্যাচের চতুর্থ তথা অন্তিম দিনে পন্ডিচেরি জয়ের জন্য ত্রিপুরা দলের আর মাত্র ৫০ রান প্রয়োজন। হাতে উইকেট রয়েছে সাতটি। নিশ্চিত জয়ের প্রত্যাশায় ত্রিপুরা শিবিরে এখন থেকেই স্বস্তির বাতাবরণ। কোন প্রকার অঘটন যেন পুলিশ ট্রেনিং একাডেমী গ্রাউন্ডে দানা না বাধতে পারে এখন সেটাই দেখার। রবিবারে ম্যাচ শুরুতে টস জিতে পন্ডিচেরি প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নিয়ে দিনভর খেলেছিল। দ্বিতীয় দিন পুরোটা ছিল ত্রিপুরা দলের মুঠোয়। আজ, মঙ্গলবার ম্যাচের তৃতীয় দিনে অবশ্য দুইদলের ১৫ উইকেট এর পতন খেলার মোড় অনেকটা ঘুরিয়ে দেয়। পন্ডিচেরি জয় এখন ত্রিপুরার হাতের মুঠোয়। নাইট ওয়াচম্যানের ভূমিকায় থাকা ওপেনার দ্বীপজয় দেব এবং উইকেট রক্ষক সেন্টু সরকারের দিকেই অনেকে তাকিয়ে রয়েছেন। আশা করা হচ্ছে আগামীকাল ম্যাচের চতুর্থ তথা অন্তিম দিনের প্রথম বেলায় অন্ততপক্ষে ১৫-২০ ওভার এর মধ্যে ত্রিপুরা দল জয়ের লক্ষ্যে পৌঁছাবে। পন্ডিচেরির গড়া ২৭০ রানের প্রথম ইনিংসের জবাবে ত্রিপুরা ২৭৯ রানে প্রথম ইনিংস শেষ করে। নয় রানে পিছিয়ে থেকে পন্ডিচেরি দ্বিতীয় ইনিংসের ব্যাট করতে নেমে ৪৯.১ ওভার খেলে ১৬১ রানে দ্বিতীয় ইনিংসে গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। জয়ের জন্য ১৫৩ রানের টার্গেট নিয়ে ত্রিপুরা দ্বিতীয় ইনিংস শুরু করে মঙ্গলবার তৃতীয় দিনের খেলা শেষ হওয়া পর্যন্ত সময়ে ত্রিপুরা দল ৩২ ওভারে তিন উইকেট হারিয়ে ১০৩ রান সংগ্রহ করে। সপ্তজিৎ ৭৬ বল খেলে সাতটি বাউন্ডারি হাঁকিয়ে ৫১ রান সংগ্রহ করে লেগ বিফোর উইকেটের শিকার হলেও ওপেনার দ্বীপজয় দেব উইকেটে রয়েছেন ব্যক্তিগত ৩২ রান নিয়ে। সঙ্গে রয়েছেন সেন্টু সরকার ব্যক্তিগত ৯ রান নিয়ে। বোলিংয়ে দ্বিতীয় ইনিংসে অমিত আলী ৬০ রানের বিনিময়ে সাতটি উইকেট তুলে নেওয়ার বিষয়টা বেশ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া সন্দীপ সরকার, দীপেন বিশ্বাস ও সৌরভ কর প্রত্যেকে একটি করে উইকেট পেয়েছিল।

ব্যাটে সৌম্যদীপ, বলে দীপ্ত : পোলস্টারকে হারিয়ে প্রথম জয় তরুণ সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। তরুণ সংঘের তারুণ্যের কাছে হেরে গেল পোলস্টার। হ্যাঁ এটাই বাস্তব। বুধবার নরসিংগড় স্থিত পঞ্চায়েত মাঠে তরুণ সংঘের ক্রিকেটাররা মুখোমুখি হয় পোলস্টার ক্লাবের। এই ম্যাচে তরুণ সংঘ ১৭৯ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দেয় পোলস্টারকে। টস হেরে প্রথমে ব্যাটিং পায় তরুণ সংঘর শিবির। সুযোগটাকে কাজে লাগালো তরুণ সংঘের দু, তিনজন ব্যাটসম্যান। এর মধ্যে অবশ্যই বলতে হয় সৌম্যদীপ সরকারের লাজবাব ব্যাটিং। সঙ্গে দীপ্তজীবন চন্দের ভরসা সূচক ব্যাটিং তৎসঙ্গে অধিনায়ক সৈকত ঘোষের অনবদ্য যোগদান। এই তিনজন ব্যাটসম্যানের রানে ভর করে তরুণ সংঘের স্কোর দাঁড়ায় ৪০ ওভারে পাঁচ উইকেটের বিনিময়ে ২৬৮ রান। বেটে তরুণ সংঘের পক্ষে সৌম্যদীপ সরকার ১৩১ রান করে। অপরদিকে সৈকত ঘোষ ৩০, রাজদীপ চক্রবর্তী ১০ এবং দীপ্ত জীবন চন্দ ৬৮ রানে উইকেটে অক্ষত থাকে। শ্রীমান অতিরিক্ত কুড়ি রানের ভরসা দেয় দলকে। জয়ের জন্য বিশাল লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় পোলস্টার শিবিরের সামনে। যাকে তাড়া করতে নেমে পোলস্টার দল ৩৭.২ ওভারে ১০ উইকেট হারিয়ে ৮৯ রানই করতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দলের পক্ষে দীপ্ত জীবন চন্দ্র ১৩ রান দিয়ে ৫ উইকেট ভাঙ্গে বিপক্ষের। এছাড়া দুটি করে উইকেট নেয় সৃজন দেবনাথ এবং সৌরভ দেবনাথরা। একটি উইকেটে ভাগ বসায় সৌম্যদীপ সরকার। সুবাদে ১৭৯ রানের ব্যবধানে জয় ছিনিয়ে নিলো তরুণ সংঘ দল।

অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে এডি নগরকে হারিয়ে জয় অব্যাহত জুয়েলস-এর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে প্রথম পরাজয় এডি নগর প্লে সেন্টারের। বুধবার টি আই টি মাঠে এ ডি নগর প্লে সেন্টার মুখোমুখি হয় জুয়েলসের। এই ম্যাচে জুয়েলস ৩২ রানের ব্যবধানে হারিয়ে দিল এডি নগরকে। প্রথমে ব্যাট করে জুয়েলস দল ৫০ ওভারে ১০ উইকেটের বিনিময়ে স্কোরবোর্ডে সংগ্রহ করে ১৪১ রান। ব্যাটে জুয়েলসের পক্ষে জাহির আনসারি ৩০, রাজভিড় দেব ১৫ ,সুগম গণ ৮, অঙ্কিত শীল ৯ এবং রোহন চক্রবর্তী ৩৪ রানে অক্ষত থাকে উইকেটে।

বলে এডি নগরের পক্ষে পৃথ্বীরাজ পাল তিনটি উইকেট নেয়। এ ছাড়া অরিজিৎ সরকার দুইটি এবং একটি করে উইকেট নেয় অস্মিত দাস, তীর্থ চক্রবর্তী ও সাগর বীনরা। জয়ের জন্য এডিনগর প্লে সেন্টারের সামনে টার্গেট দাঁড়ায় ১৪২ রানের। যাকে তাড়া করতে নেমে এ ডি নগর শিবির ৩৫.২ ওভারে সব উইকেট হারিয়ে ১০৯ রান ই করতে সক্ষম হয়। দলের পক্ষে ব্যাট হাতে তীর্থ চক্রবর্তী ১৮ , কুশল তাঁতি ১৪, আবির ভট্টাচার্য ১৩ এবং শ্রীমান অতিরিক্ত সাহেব ভরসা দেয় ৩৭ রানের। তবে ততক্ষণে সবকিছু শেষ হয়ে গিয়েছিল ম্যাচের। বলে জুয়েলসের পক্ষে একা সিদ্ধার্ত দেবনাথ পাঁচটি উইকেট ভাঙ্গে এডি নগরের। দুইটি উইকেট নেয় শুভম গণ।

এছাড়া একটি করে উইকেট ভাগ করে নেয় নিজেদের মধ্যে জাহির আনসারী ও রাজভীর দেব। সুবাদে জয়ের সফলতা নিয়েই মাঠ ছাড়লো জুয়েলস দল।

সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটে দশমীঘাটে ডুবলো পোলস্টার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। তৃতীয় ম্যাচের মাথায় প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে দশমী ঘাট প্লে সেন্টার। তাও ২৩৩ রানের বিশাল ব্যবধানে পোলস্টার কে হারিয়ে। খেলা টিসিএ আয়োজিত সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটের। প্রথম দুই ম্যাচে যথাক্রমে মৌচাকের কাছে আট উইকেটে এবং এনএসআরসিসি-র কাছে ৩৪ রানে পরাজিত হলেও তৃতীয় ম্যাচের মাথায় দশমীঘাট প্লে সেন্টার দারুন জয় পেয়েছে পোলস্টার কে ২৩৩ রানের ব্যবধানে হারিয়ে। নীপকো গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে প্রথমে ব্যাটিং এর সুযোগ পেয়ে দশমীঘাট ৪৯.৪ ওভার খেলে ২৬৩ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে জয়দীপ দাসের ৫৯ রান, রিটমন দাশের ৪১ রান এবং রাহুল মিয়ার ৩১ রান উল্লেখযোগ্য। পোলস্টারের সৌম্যদ্বীপ চক্রবর্তী ৪৭ রানে চারটি উইকেট পেয়েছিল। জবাবে পোলস্টার ব্যাট করতে নামলে দশমী ঘাটের রীটমন ও রাহুলের বোলিং ছোবলে তারা মাত্র ৩০ রানেই ইনিংস গুটিয়ে নিয়ে প্যাভিলিয়নে ফিরে যায়। রীটমন দাস ১১ রানে ৫ টি এবং রাহুল ১৫ রানে ৪টি উইকেট তুলে নেয়। পোলস্টার ক্লাবও পরপর তিন ম্যাচে হেরে অনেকটা পিছিয়ে পড়েছে। ব্যাটে বলে অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের সৌজন্যে রীটমন পেয়েছে প্লেয়ার অব দ্যা ম্যাচের খেতাব।

এক বছর সুযোগ পাননি এক দিনের দলে, সেই শেফালিই বিশ্বকাপ সেমির আগে হরমনপ্রীতদের সাজঘরে

বিশ্বকাপের সেমিফাইনালের আগে ভারতীয় দলে ডাক পেলেন শেফালি বর্মা। বাংলাদেশের বিরুদ্ধে চোট পেয়ে প্রতিযোগিতা থেকে ছিটকে গিয়েছেন প্রতিকা রাওয়াল। তাঁর পরিবর্ত হিসাবে হরমনপ্রীত কৌরদের শিবিরে যোগ দিলেন শেফালি।

মহিলাদের এক দিনের বিশ্বকাপে ভারতীয় দলে সুযোগ পাননি শেফালি। রিজার্ভ ক্রিকেটারদের তালিকাতেও ছিল না তাঁর নাম। কিন্তু অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে সেমিফাইনালের আগে বিপাকে পড়ে তাঁকেই দলে নিতে হল নির্বাচকদের। বিশ্বকাপের দল নির্বাচনের সময় স্মৃতি মন্ধানার সঙ্গে ওপেনার হিসাবে প্রতিকাকে অগ্রাধিকার দিয়েছিলেন নির্বাচকেরা। ধারাবাহিকতাকে গুরুত্ব দিয়েছিলেন তাঁরা। সে কারণেই ছিটকে যান শেফালি। তা ছাড়া ২০২৪ সালের অক্টোবরের পর এক দিনের আন্তর্জাতিক ম্যাচ না খেলাও শেফালির বিপক্ষে গিয়েছিল। যদিও ‘এ’ দলের হয়ে ৫০ ওভারের ম্যাচ খেলেছেন। গত সেপ্টেম্বরে অস্ট্রেলিয়া ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে ৫২ এবং নিউ জিল্যান্ড ‘এ’ দলের বিরুদ্ধে ৭০ রানের ইনিংস খেলেছেন শেফালি।আগ্রাসী মেজাজে খেলা সেই দুই ইনিংসের সুবাদেই সেমিফাইনালের আগে বিশ্বকাপের দলে ঢুকে পড়লেন ২১ বছরের ব্যাটার।

ভারতের এক দিনের দলে সুযোগ না পেলেও ঘরোয়া ৫০ ওভারের ক্রিকেটে গত মরসুমে হরিয়ানার হয়ে ৭৫.২৮ গড়ে ৫২৭ রান করেছেন শেফালি। তাঁর স্ট্রাইক রেট ছিল ১৫২.৩১। বাংলার বিরুদ্ধে খেলেছিলেন ১১৫ বলে ১৯৭ রানের ইনিংস। মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগেও দিল্লি ক্যাপিটালসের হয়ে ১৫২.৭৬ স্ট্রাইক রেটে করেন ৩০৪ রান। মনে করা হচ্ছে, আগামী ৩০ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে মন্ধানার সঙ্গে শেফালিই ভারতের ইনিংস শুরু করবেন। ফলে রিজার্ভ তালিকাতে না থেকেও সরাসরি বিশ্বকাপ সেমিফাইনালের মতো গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলার সুযোগ পাবেন তিনি। সেটা হলে এক বছর পর আবার ভারতের হয়ে এক দিনের ম্যাচ খেলবেন শেফালি। তবে উমা ছেত্রী, হারলিন দেওল, আমনজ্যোৎ কৌরেরাও ইনিংস শুরু করতে পারেন।

প্রতিকার মতো শেফালিও অফ স্পিন করতে পারেন। তবে বোলার হিসাবে প্রতিকা বেশি কার্যকর। সে দিক থেকে বোলিং আক্রমণের বিকল্প কিছুটা কমবে হরমনপ্রীতের। দেশের হয়ে এখনও পর্যন্ত পাঁচটি টেস্ট, ২৯টি এক দিনের ম্যাচ এবং ৯০টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন শেফালি।

কেকেআর কি নতুন কোচ বেছে ফেলল ? কে নিতে পারেন শাহরুখের দলের দায়িত্ব

চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতের সঙ্গে তিন বছরের চুক্তি শেষ হয়েছে গত বার। তার পর থেকে নতুন প্রধান কোচের খোঁজে ছিলেন কলকাতা নাইট রাইডার্স কর্তৃপক্ষ। প্রাক্তন অধিনায়ক অইন মর্গ্যান-সহ বিভিন্ন নাম শোনা যাচ্ছিল। তবে ঝুঁকি না নিয়ে সম্ভবত অভিষেক নায়ারের হাতেই দলের দায়িত্ব তুলে দিচ্ছেন কেকেআর কর্তৃপক্ষ।একটি সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমের প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, ভারতীয় দলের প্রাক্তন সহকারী কোচ নায়ারকেই প্রধান কোচের দায়িত্ব দিচ্ছে শাহরুখ খানের দল। কেকেআরের এক কর্তা বলেছেন, কয়েক দিন আগে নায়ারকে প্রধান কোচের দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব দেওয়া হয়েছে। ভারতীয় দলের দায়িত্ব নেওয়ার আগে এবং পরে গত মরসুমের মাঝামাঝি সময় থেকে কেকেআরের অন্যতম সহকারী কোচ নায়ার। এ ছাড়াও কেকেআরের বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেছেন দীর্ঘ দিন ধরে। নাইটদের সাজঘরের কোনও কিছুই তাঁর অজানা নয়। ক্রিকেটারদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও ভাল। সম্ভবত সে কারণেই প্রধান কোচ হিসাবে নায়ারকে বেছে নিয়েছেন বেঙ্কি মাইসোরেরা। সব ঠিক থাকলে কয়েক দিনের মধ্যে নতুন কোচ হিসাবে নায়ারের নাম সরকারি ভাবে ঘোষণা করবেন কেকেআর কর্তৃপক্ষ।গত মরসুমে মহিলাদের প্রিমিয়ার লিগের দল ইউপি ওয়ারিয়র্জের প্রধান কোচের দায়িত্ব নেন নায়ার। এ বার কেকেআরের দায়িত্ব পেলে কোচ হিসাবে নতুন ইনিংস শুরু করবেন তিনি। রোহিত শর্মা, লোকেশ রাহুলদের ব্যক্তিগত ব্যাটিং কোচ হিসাবে কাজ করার অভিজ্ঞতা রয়েছে নায়ারের। তাঁর হাত ধরেই উঠে এসেছেন রিঙ্কু সিংহ, হর্ষিত রানার মতো ক্রিকেটার।

চোট পেয়ে অন্তত তিনমাস মাঠের বাইরে, টি-২০ বিশ্বকাপ স্বপ্ন শেষ শ্রেয়সের ?

বাঁদিকের পাঁজরের নীচের অংশে আঘাত পেয়ে গুরুতর অসুস্থ শ্রেয়স আইয়ার। প্রাথমিকভাবে তাঁকে আইসিইউতে ভর্তি করা হয়েছিল। তবে আপাতত বিপদ কেটেছে শ্রেয়সের। কিন্তু চিকিৎসকদের অনুমান, পুরোপুরি সুস্থ হয়ে মাঠে ফিরতে তারকা ব্যাটারের অন্তত তিনমাস সময় লাগবে। রিকভারির সময়ে অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে শ্রেয়সকে।

ঠিক কী হয়েছে তারকা ক্রিকেটারের? বিসিসিআইয়ের তরফে জানানো হয়, আইয়ারের বাঁদিকের পাঁজরের নীচের অংশে আঘাত লাগে। স্ক্যানে প্লীহায় আঘাতের চিহ্ন পাওয়া গিয়েছে। প্লীহায় আঘাতের কারণেই শুরু হয় রক্তক্ষরণ। তার জেরে শ্রেয়স ড্রেসিংরুমেই অজ্ঞান হয়ে পড়েন বলে সূত্রের খবর। প্লীহায় আঘাত লাগা নিয়েই শ্রেয়সকে নিয়ে উদ্বেগ ছড়ায়। তাঁকে তড়িঘড়ি আইসিইউতে ভর্তি করা হয়। তবে দ্রুত চিকিৎসা হয়েছে তাঁর, ফলে শ্রেয়স বিপন্মুক্ত।

তবে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেলেও খুবই সতর্ক থাকতে হবে তারকা ক্রিকেটারকে। কারণ প্লীহায় আঘাত লাগলে তা সারতে অন্তত ৬ থেকে ১২ সপ্তাহ সময় লাগবে। এই সময়টা পুরোপুরি বিশ্রামে থাকতে হবে শ্রেয়সকে। দেহে আঘাত লাগতে পারে এমন কোনও কাজ করা যাবে না। ভারী বা শ্রমসাধ্য কাজ থেকেও দূরে থাকতে হবে। সামান্যতম আঘাত লাগলেও ফের প্লীহা থেকে রক্তক্ষরণ হতে পারে।

চিকিৎসকরা প্রথমে খতিয়ে দেখবেন, প্লীহার আঘাত পুরোপুরি সেরেছে কিনা। তারপরেই মাঠে নেমে হালকা ট্রেনিংয়ের অনুমতি পাবেন শ্রেয়স। সেখান থেকে ধীরে ধীরে ফিট হয়ে মাঠে নামতে পারবেন তিনি। অর্থাৎ গোটা প্রক্রিয়ায় অন্তত তিনমাস সময় লাগতে পারে। আগামী ফেব্রুয়ারি মাসে ঘরের মাঠে টি-২০ বিশ্বকাপ। কিন্তু মেগা টুর্নামেন্টে শ্রেয়সের খেলা নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি হয়ে গেল এই চোটের ফলে। আপাতত সিডনির হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন থাকবেন শ্রেয়স, এমনটাই অনুমান করা হচ্ছে। পুরোপুরি সুস্থ হলে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি দেশে ফিরবেন।যা আশঙ্কা করা গিয়েছিল সেটাই হল। শনিবারের অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তৃতীয় এক দিনের ম্যাচে একটি ক্যাচ নিতে গিয়ে চোট পেয়েছিলেন শ্রেয়স আয়ার। সেই চোট অন্তত তিন সপ্তাহের জন্য ক্রিকেট থেকে ছিটকে দিল তাঁকে। তার বেশি সময়ও মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে। দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে তিনি খেলতে পারবেন কি না তা এখনও স্পষ্ট নয়।অস্ট্রেলিয়া সিরিজেই তাঁকে এক দিনের দলের সহ-অধিনায়ক পদে উন্নীত করা হয়েছে। সেই সিরিজের শেষ ম্যাচে চোট পেলেন তিনি। বোর্ডের এক কর্তা ‘পিটিআই’-কে বলেছেন, ‘‘ম্যাচের সময়েই শ্রেয়সকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, ওর পাঁজরে একটা বড় ঝাঁকুনি লেগেছে বলে মনে করা হচ্ছে। অন্তত তিন সপ্তাহ ওকে মাঠের বাইরে থাকতে হতে পারে।’’ওই কর্তা আরও বলেন, ‘‘চোট সারানোর পর আগে বোর্ডের উৎকর্ষ কেন্দ্রে যেতে হবে। সেরে উঠতে আরও সময় লাগবে কি না তা বোঝা যাবে চূড়ান্ত রিপোর্ট দেখার পরেই। যদি হাড়ে চিড় ধরে থাকে তা হলে সারতে আরও সময় লাগতে পারে।’’দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে কি তিনি খেলতে পারবেন? ওই কর্তা বলেন, ‘‘এখনই তা বলা যাচ্ছে না। যদি সারতে তিন সপ্তাহ লাগে তা হলে ৩০ নভেম্বর প্রথম ম্যাচের ঠিক আগে ও সেরে উঠতে পারে।’’ শ্রেয়স এই মুহূর্তে টেস্ট এবং টি-টোয়েন্টি দলে নেই। খেলেন শুধু এক দিনের ক্রিকেটেই। সম্প্রতি লাল বলের ক্রিকেট থেকে ছ’মাসের বিরতি নিয়েছেন। এই চোট তাঁকে আরও সমস্যায় ফেলে দিল।তখন অস্ট্রেলিয়ার ইনিংসে ৩৪তম ওভার চলছিল। শর্ট থার্ড ম্যানে ফিল্ডিং করছিলেন শ্রেয়স। হর্ষিত রানার একটি বল আলেক্স ক্যারের ব্যাটের কানায় লেগে উঠে যায়। শ্রেয়স দৌড়তে থাকেন ক্যাচ ধরবেন বলে। পিছনে ছুটতে ছুটতে তিনি ক্যাচটি ধরেও ফেলেন। তবে টাল সামলাতে না পেরে খারাপ ভাবে মাটিতে পড়েন। তাঁর কোমর মাটিতে আছড়ে পড়ে।ব্যথা যে লেগেছে সেটা বোঝা যাচ্ছিল শ্রেয়সের মুখ দেখেই। উৎসব করা তো দূর, উঠতেই পারছিলেন না তিনি। সতীর্থেরা ঘিরে ধরেন তাঁকে। ছুটে আসেন চিকিৎসক কমলেশ জৈনও। কোনও মতে চিকিৎসক এবং সাপোর্ট স্টাফদের কাঁধে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়ান শ্রেয়স। ধীরে ধীরে মাঠ ছাড়েন। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। সেখানে স্ক্যান করা হয়েছে বলেই খবর পাওয়া গিয়েছিল।বোর্ড জানিয়েছিল, শ্রেয়সের পাঁজরের বাঁ দিকে চোট লেগেছে। হাসপাতালে বাকি পরীক্ষা করা হবে বলে জানা গিয়েছিল। বাকি সময়ে আর ফিল্ডিং করতে নামেননি তিনি। পরিবর্ত হিসাবে যশস্বী জয়সওয়াল ফিল্ডিং করেন। শ্রেয়স ব্যাট করতে নামার আগেই ম্যাচ শেষ হয়ে যায়। রোহিত শর্মা এবং বিরাট কোহলি ভারতকে জিতিয়ে দেন।

জি বি প্লে সেন্টারকে হারিয়ে প্রথম জয়ের স্বাদ চাম্পামুড়ার

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। প্রথম জয়ের স্বাদ পেয়েছে চাম্পামুড়া প্লে সেন্টার। হারিয়েছে জি বি প্লে সেন্টারকে ৫৩ রানের ব্যবধান। প্রথম ম্যাচে ক্রিকেট অনুরাগীর কাছে ৬ উইকেটে হেরে চাম্পামুড়া এক ধাপ পিছিয়ে গেলেও আজ, মঙ্গলবার নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে ৫৩ রানের ব্যবধানে জি বি প্লে সেন্টারকে হারিয়ে জয়ে ফিরে ঘুরে দাঁড়ানোর রসদ পেয়েছে। তালতলা স্কুল গ্রাউন্ডে সকালে ম্যাচ শুরুতে সদর অনূর্ধ ১৫ ক্রিকেটের খেলায় টস জিতে চাম্পামুড়া প্রথমে ব্যাটিং এর সিদ্ধান্ত নেয়। ৪৫.১ ওভার খেলে ১৫৩ রানে ইনিংস শেষ করে। দলের পক্ষে রণদীপ দাসের ৪৬ রান এবং মনীষ ঘোষের ২৬ রান উল্লেখ করার মতো। জি বি প্লে সেন্টারের অভয় দেব ১৬ রানে পাঁচটি উইকেট পেয়েছিল। জবাবে ব্যাট করতে নেমে জি বি প্লে সেন্টার ৩২.৫ ওভার খেলে ১০০ রানে ইনিংস গুটিয়ে নিতে বাধ্য হয়। দলের পক্ষে অভয় দেব সর্বাধিক ২২ রান পায়। ক্রীশ ভৌমিক চারটি উইকেট পেলেও ম্যাচের সেরা হয় অয়ন দেবনাথ।

অঙ্কনের অনবদ্য ব্যাটিংয়ে বিশাল রানে প্রথম জয় শতদল সংঘের

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। শতদল সংঘের রান বন্যায় ফের ভেসে গেল দশমীঘাট। রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা পরিচালিত ১৩ ক্রিকেটে সোমবার ডঃ বি আর আম্বেদকর স্কুল মাঠে শতদল সংঘের মুখোমুখি হয় দশমিঘাট শিবির। এই ম্যাচে শতদল সংঘ ২৪২ রানের বিশাল ব্যবধানে হারিয়ে দিল দশমিঘাটকে। টস জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করে দশমিঘাট। সুযোগটাকে দারুন ভাবে কাজে লাগায় শতদল সংঘের ব্যাটসম্যানরা। শত দল সংঘের পক্ষে অধিনায়ক অঙ্কন সাহা উল্লেখযোগ্য মেজাজে ১১৩ রান করে। এছাড়া ব্যাট হাতে কপিল দেববর্মা ৬৪, অর্ঘ্য দাস ৫১, আদিত্য দাস ১৫ এবং অতিরিক্ত থেকে দল পায় ২৫ রানের ভরসা।

সুবাদে ৪০ ওভারে ছয় উইকেট হারিয়ে শত দল সংঘের স্কোর দাঁড়ায় ২৭৯ রানে। জয়ের জন্য দশমিঘাট শিবিরের সামনে লক্ষ্যমাত্রা দাঁড়ায় ২৮০ রানের। যাকে তাড়া করতে নেমে একের পর এক উইকেট হারিয়ে চাপে পড়ে যায় দশমিঘাটের ক্রিকেটাররা। অবশেষে ২৭.৩ ওভারে ১০ উইকেট হারিয়ে মাত্র ৩৭ রানই করতে সক্ষম হয় দশমিঘাট দল। বিজয়ী দলের পক্ষে তিনটি উইকেট নেয় আদিত্য দাস। এ ছাড়া দুটি করে উইকেটে ভাগ বসায় ইমানুয়েল দেববর্মা ও অর্ণব দেবনাথ। একটি উইকেটে হাত পাকায় প্রয়াগ দাস।

কর্নেলের বিজয় রথ থামিয়ে প্রথম জয় পেলো বাধারঘাট

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। বাধারঘাটে এসে থেমে গেল কর্নেলের জয়ের রথ। বুধবার সদর অনূর্ধ ১৩ ক্রিকেটে পশ্চিম নওয়াবাদী মাঠে ঘটলো এই ঘটনা। এদিন বাধারঘাট শিবির আট উইকেটের ব্যবধানে হারিয়ে দিল কর্নেলকে। টস জিতে প্রথমে কর্নেল শিবির ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিলেও তা খুব একটা ফলপ্রসূ হয়নি। যার ফলে ৩০.৫ ওভারেই সব উইকেট হারিয়ে কর্নেল শিবির স্কোরবোর্ড এর সংগ্রহ করে মাত্র ৬১ রান। দলের পক্ষে ব্যাটে দুই অঙ্কের রান বলতে দীপ্তনু সরকারের ১৬ রান উল্লেখযোগ্য। এছাড়া শ্রীমান অতিরিক্ত ভরসা যোগায় ২২ রানের। আর কোন ব্যাটসম্যানই এদিন উইকেটে জমতে পারেনি। বল হাতে বাঁধারঘাট এর পক্ষে দুইটি করে উইকেট নেয় শ্রী শান্ত সরকার, শুভম মন্ডল অর্জুন শীল এবং তন্ময় সরকাররা। একটি করে উইকেটে হাত পাকায় দীপ্তনু দাস এবং অঙ্কিত সরকার। পাল্টা খেলতে নেমে বাধারঘাট দল ১৩.৪ ওভারেই মাত্র দুই উইকেট হারিয়ে জয়ের রান হাসিল করে নেয়। বিজয় দলের পক্ষে অধিনায়ক অঙ্কিত সরকার ৪১ সনে অক্ষত থাকে। এছাড়া শ্রীশান্ত সরকার ১৩ রান করে। সুবাদে জয়ের সফলতা নিয়েই মাঠ ছাড়লো বাধারঘাট শিবির।

ইংল্যান্ডের কাছে হেরে বিশ্বকাপ শেষ নিউ জিল্যান্ডের, শেষ ম্যাচ খেলতে নেমে কান্নায় ভেঙে পড়লেন ডিভাইন

আগেই ঘোষণা করে দিয়েছিলেন, বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে শেষ এক দিনের ম্যাচ খেলতে চলেছেন। সেই ম্যাচ খেলতে নামার আগে কান্নায় ভেঙে পড়লেন সোফি ডিভাইন, যাঁকে মহিলাদের ক্রিকেটের অন্যতম সেরা চরিত্র হিসাবে ধরা হয়। ইংল্যান্ডের কাছে আট উইকেটে হেরে বিশ্বকাপ শেষ হল নিউ জিল্যান্ডের।২০০৬-এর ২২ অক্টোবর অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে এক দিনের ক্রিকেটে অভিষেক হয়েছিল ডিভাইনের। ১৫৯টি ম্যাচে ৪২৭৯ রান করেছেন। ১১১টি উইকেটও রয়েছে। নিউ জিল্যান্ডের একমাত্র এবং মহিলাদের ক্রিকেটে তৃতীয় হিসাবে এক দিনের ক্রিকেটে ৪০০০-এর বেশি রান এবং ১০০-র বেশি উইকেট রয়েছে ডিভাইনের। ২০২০ থেকে নিউ জিল্যান্ডের অধিনায়ক তিনি। গত বছর দেশকে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতিয়েছেন। রবিবার নিজের ১৫৯তম তথা শেষ ম্যাচে ২৩ রান এবং একটি উইকেট নিয়েছেন তিনি।টসের সময় তিনি বলেন, “আজ আমার কাছে দিনটা খুব আবেগের। চোখ দিয়ে জল বেরিয়েছে এটা অস্বীকার করছি না। তবে মাঠে নেমে ম্যাচটা উপভোগ করতে চাই এবং হাসিমুখে খেলতে চাই। সেরা সতীর্থদের সঙ্গে খেলতে পেরে আমি গর্বিত এবং সম্মানিত।’’টসে জিতে আগে ব্যাট করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল নিউ জিল্যান্ড। সেই সিদ্ধান্ত ভুল ছিল। শুরু থেকেই নিয়মিত ব্যবধানে উইকেট হারাতে থাকে তারা। একমাত্র ওপেনার জর্জিয়া প্লিমার (৪৩) বাদে কেউ দাঁড়াতে পারেননি। টপ অর্ডার ফিরে যাওয়ার পর আর কেউ রুখে দাঁড়াতে পারেননি। ৩৮.২ ওভারে ১৬৮ রানে শেষ হয়ে যায় নিউ জিল্যান্ডের ইনিংল। লিনসে স্মিথ ৩টি উইকেট নেন। ২টি করে উইকেট ন্যাট শিভার-ব্রান্ট এবং অ্যালিস ক্যাপসির।রান তাড়া করতে নেমে বিন্দুমাত্র সমস্যায় পড়তে হয়নি ইংল্যান্ডকে। প্রথম উইকেটেই উঠে যায় ৭৫ রান। ট্যামি বিউমন্ট (৪০) ফেরার পর হিদার নাইটের (৩৩) সঙ্গে ৮৩ রানের জুটি গড়েন অ্যামি জোন্স। তিনি ৯২ বলে ৮৬ রানে অপরাজিত থাকেন। শেষ বেলায় নাইট ফিরলেও ইংল্যান্ডের জিততে অসুবিধা হয়নি।

নকভির রোষে পাকিস্তানের জাতীয় দলের আরও এক কোচ, অক্টোবরেই সরানো হতে পারে দায়িত্ব থেকে

অসন্তুষ্ট মহসিন নকভি। পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ডের (পিসিবি) চেয়ারম্যানের রোষে চাকরি হারাতে পারেন জাতীয় দলের আরও এক কোচ। চলতি মাসেই মহিলা দলের প্রধান কোচ মহম্মদ ওয়াসিমকে সরিয়ে দিতে পারেন নকভি।মহিলাদের এক দিনের বিশ্বকাপে প্রত্যাশা মতো খেলতে পারেননি ফতিমা সানারা। লিগ পর্বে একটি ম্যাচও জিততে পারেননি তাঁরা। পয়েন্ট তালিকায় ফতিমারা শেষ করেছেন সপ্তম স্থানে। মহিলা দলের হতাশাজনক পারফরম্যান্সে ক্ষুব্ধ নকভি। সংবাদ সংস্থা পিটিআইয়ের প্রতিবেদন অনুযায়ী, ওয়াসিমকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন পিসিবি কর্তারা। ওয়াসিমের সঙ্গে এক দিনের বিশ্বকাপ পর্যন্তই চুক্তি ছিল পিসিবির। মহিলাদের দল প্রত্যাশা মতো ফল করতে পারলে ওয়াসিমের সঙ্গে নতুন করে চুক্তি বৃদ্ধি করা হত বলে পিসিবি সূত্রে খবর। বিশ্বকাপে হতাশাজনক ফলের পর সেই সম্ভাবনা আর নেই। নতুন কাউকে দায়িত্ব দেওয়া হবে।পাকিস্তানের হয়ে ১৮টি টেস্ট এবং ২৫টি এক দিনের ম্যাচ খেলা প্রাক্তন ক্রিকেটারের বিরুদ্ধে মূল অভিযোগ, কোচ হিসাবে মহিলা দলের ব্যাটিংয়ের উন্নতি করতে পারেননি। দলের বাকি সাপোর্ট স্টাফদের সঙ্গেও তাঁর সম্পর্ক ভাল নয়। শুধু বিশ্বকাপেই খারাপ ফল নয়, সার্বিক ভাবেও প্রত্যাশা পূরণে ব্যর্থ হয়েছেন তিনি। তাই ওয়াসিমকে আর দায়িত্বে রাখতে চান না নকভি। উল্লেখ্য, নকভি জমানায় ঘনঘন কোচ পরিবর্তন নিয়ে বিতর্ক রয়েছে পাক ক্রিকেটে।

■ Phone : 9862797843/9436123720, e-mail : jagarandaily@gmail.com
■ Postal Regd. No. AGT/NE-928/2021- 2023

সিমনাতে মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে ১,৪০৬ ভোটারের বিজেপিতে যোগদান

জনজাতি অংশের মানুষের সার্বিক উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে সরকার: মুখ্যমন্ত্রী

আগরতলা, ২৮ অক্টোবর: জনজাতি অংশের মানুষের সার্বিক উন্নয়নে অগ্রাধিকার দিয়ে কাজ করছে সরকার। তাদের উন্নয়নে যা যা করার দরকার সেটা করবে সরকার। এর পাশাপাশি ড্রাগস মুক্ত ত্রিপুরা গড়ে তুলতে এগিয়ে আসতে হবে সকলকে।

ভারতীয় জনতা পার্টি ত্রিপুরা প্রদেশের উদ্যোগে আজ সিমনায় আয়োজিত এক যোগদান সভায় একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা। সভায় মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন আজ ১,৪০৬ জন ভোটার ভারতীয় জনতা পার্টিতে যোগদান করেছেন।

সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ও বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা সবসময় বলেন যে জনজাতিদের উন্নয়ন ছাড়া কোন কথা হবে না। জনজাতিদের উন্নয়নে সত্যিকার অর্থে কাজ করছেন তারা। জনজাতি অংশের প্রতিনিধি দ্রৌপদী মুর্মুকে রাষ্ট্রপতি হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ত্রিপুরা পূর্ণ রাজ্য হওয়ার পর আজ পর্যন্ত ত্রিপুরা থেকে রাজ্যপাল হওয়ার কথা শুনিনি আমরা। আর এই রাজন্য পরিবারের সদস্য জিষ্ণু দেববর্মাকে তেলেঙ্গানার মতো বড় রাজ্যের রাজ্যপাল করা হয়েছে। ত্রিপুরায় আমরা জাতি জনজাতি মিলে একাকার হয়ে আছি। তবে একাংশ আমাদের মধ্যে বিভাজন তৈরির চেষ্টা করছে। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি সবকা সাথ, সবকা বিকাশ, সবকা বিশ্বাস ও সবকা প্রয়াসে বিশ্বাস করে। সরকার ও পার্টি সেই দিশায় কাজ করছে।

সভায় আলোচনা করতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ২০১৯ থেকে ২০২৪ পর্যন্ত একনাগাড়ে জনজাতি গোষ্ঠীর বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বদের পদ্মশ্রী সম্মান দেওয়া হয়েছে। ২০২৪ - ২৫ সালে জনজাতি এলাকায় উন্নয়নের জন্য প্রায় সাড়ে ৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছে। শতকরা হিসেবে যা ৩৯.০৬ শতাংশ। ২০২৫ - ২৬ সালে বাজেটের প্রায় ৭,১৪৯ কোটি টাকা জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় বরাদ্দ দেওয়া হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী ও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় উত্তর পূর্বাঞ্চল জোনে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আর ত্রিপুরার ক্ষেত্রে ২০২৪ এর ৪ সেপ্টেম্বর দিল্লিতে এনএলএফটি ও এটিটিএফের সঙ্গে ত্রিপুরা সরকার ও ভারত সরকারের মধ্যে সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়। সেখানে ২৫০ কোটি টাকার আর্থিক প্যাকেজ দেওয়া হয়েছে। যাতে তাদের যথাযথ পুনর্বাসন দেওয়া যায়। ২০১৮ সালে ভারতীয় জনতা পার্টির সরকার রাজ্যে আসার পর জনজাতি সমাজপতিদের সাম্মানিক ভাতা ২ হাজার টাকা করে দেওয়া শুরু হয়। কিছুদিন আগে ক্যাবিনেটে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেই ভাতা বৃদ্ধি করে ৫ হাজার টাকা করা হয়। এছাড়াও জনজাতি গোষ্ঠীর উপ গোষ্ঠীর সমাজপতি বা প্রধানদেরও ৫ হাজার টাকা করে সাম্মানিক ভাতা প্রদানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

সভায় বক্তব্যে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, জনজাতিদের উন্নয়নে যা যা করার দরকার সেটা করবে বর্তমান সরকার। সেই দিশায় কাজ হচ্ছে। আগে ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের বছরে ৪০০ টাকা করে প্রি ম্যাট্রিক স্কলারশিপ দেওয়া হতো। সেই জায়গায় সেটা বাড়িয়ে ১,০০০ টাকা করা হয়েছে। এর পাশাপাশি অনুপ্রবেশ মোকাবিলায়ও কঠোর অবস্থান নিয়েছে সরকার। বিজেপি নেতৃত্বাধীন সরকার রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মহারাজাদের যথাযথ সম্মান প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। মহারাজা বীর বিক্রম কিশোরের নামে আগরতলা এয়ারপোর্টের নামকরণ করা হয়েছে। বিমানবন্দরে মহারাজার একটি মর্মর মূর্তিও স্থাপন করা হয়েছে। তাঁর জন্মদিন উপলক্ষে ১৯ আগস্ট সরকারি ছুটি ঘোষণা করা হয়েছে। কামান চৌমুহনি সংলগ্ন আইল্যান্ডে মহারাজার মূর্তি স্থাপন করা হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রী জানান, জনজাতি অধ্যুষিত এলাকায় থাকা ব্লকগুলিকে অ্যাসপিরেশন্যাল ব্লক হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। যাতে জনজাতিদের কল্যাণে আরো কাজ করা যায়। সেই হিসেবে এই ব্লকগুলিতে বাজেটে অধিক অর্থ বরাদ্দ করা হয়। আমাদের সরকার আসার পর গড়িয়া পুজোর ছুটি একদিন থেকে বাড়িয়ে দুদিন করা হয়েছে। সংগ্রঙমা পুজোর দিনটিকে রেস্ট্রিক্টেড হলিডে হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। জনজাতি ছেলেমেয়েদের গুণমান সম্পন্ন শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ২১টি একলব্য মডেল রেসিডেন্সিয়াল স্কুল দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এরমধ্যে ১২টি চালু হয়েছে। আরো ৬টি আগামী বছরের মার্চের মধ্যে চালু হয়ে যাবে। এছাড়াও আরো ১৫টি একলব্য স্কুলের জন্য দিল্লি গিয়ে দাবি করে এসেছি। ব্রু রিয়াং শরণার্থীদের দীর্ঘ ২৩ বছরের সমস্যা সমাধান করা হয়েছে। জনজাতি জনগণের কল্যাণের জন্য কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণে জেলা ও মহকুমা স্তরে আধিকারিক নিয়োগ করা হয়েছে।

সভায় উপস্থিত ছিলেন ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সভাপতি তথা সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য, জনজাতি কল্যাণ মন্ত্রী বিকাশ দেববর্মা, প্রাক্তন সাংসদ রেবতী ত্রিপুরা, ভারতীয় জনতা পার্টির প্রদেশ সাধারণ সম্পাদক বিপিন দেববর্মা, সদর গ্রামীণ জেলার সভাপতি গৌরাঙ্গ ভৌমিক, সিমনা মন্ডলের সভাপতি ইন্দ্রজিত দেববর্মা, জনজাতি মোর্চার সহ সভাপতি মঙ্গল দেববর্মা সহ দলের বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্ব।

আগরতলায় জিপিএটি-র উদ্যোগে বিশ্ব প্রবীণ দিবস উদযাপন

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর: আজ ২৮ অক্টোবর, আগরতলার প্রবীণ পত্তনে গভর্নমেন্ট পেনশনার্স অ্যাসোসিয়েশন ত্রিপুরা (জিপিএটি)-র কেন্দ্রীয় কমিটির উদ্যোগে পালন করা হয় ৩৫তম বিশ্ব প্রবীণ দিবস। দিনটি উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আগত প্রবীণ নাগরিকেরা।

অনুষ্ঠানে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ চারজন প্রবীণ ব্যক্তিকে সম্মাননা জ্ঞাপন করা হয়। সম্মানপ্রাপ্তরা হলেন আগরতলার ব্যোমকেশ সখা দেবনাথ ও সুভাষ দাস, সোনামুড়ার মোঃ আবুল বসার এবং সাব্রুমের থেঙ্গাফ্রু মগ।

এই দিনে বিশ্ব প্রবীণ দিবসের তাৎপর্য নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বক্তারা বলেন, সমাজে প্রবীণ নাগরিকদের অভিজ্ঞতা, মূল্যবোধ ও অবদান তরুণ প্রজন্মের কাছে এক অমূল্য সম্পদ। তাঁদের সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করা সমাজের নৈতিক দায়িত্ব।

অনুষ্ঠানের পর শারদ সম্মেলনের অংশ হিসেবে এক মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়, যেখানে জিপিএটি সদস্যরা নৃত্য, সংগীত ও আবৃত্তি পরিবেশনের মাধ্যমে প্রবীণ দিবস উদযাপনে প্রাণবন্ত আবহ সৃষ্টি করেন।

বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ এক ব্যক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৮ অক্টোবর: আজ সকাল থেকেই চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে। জানা গেছে, আজ অর্থাৎ মঙ্গলবার ৫টা থেকে ৫টা ৩০ মিনিটের মধ্যে বিলোনিয়া থানার অন্তর্গত গরজাটিলা এলাকার বাসিন্দা সাধন দে (৬৩) নামের এক রোগী রহস্যজনকভাবে হাসপাতাল থেকে নিখোঁজ হয়ে যান। পরিবার সূত্রে জানা যায়, সাধন দে চিকিৎসার জন্য গতকাল বিলোনিয়া মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। কিন্তু আজ ভোরে তাকে হঠাৎ কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না। পরিবারের সদস্যরা হাসপাতাল চত্বর ও আশপাশের এলাকা তন্নতন্ন করে খুঁজেও তার সন্ধান মেলেনি।

নিখোঁজ রোগীর পরিবার অভিযোগ তুলেছে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণেই এই ঘটনা ঘটেছে। তাঁদের দাবি, হাসপাতালে যথাযথ নজরদারি না থাকার ফলে এমন দুর্ঘটনা ঘটেছে। স্থানীয়দের দাবি, হাসপাতাল প্রশাসনকে রোগী নিরাপত্তা ও নজরদারির ক্ষেত্রে আরও কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে, যাতে ভবিষ্যতে এমন ঘটনা আর না ঘটে। নিখোঁজ ব্যক্তির তল্লাশি অব্যাহত রয়েছে।

১৫ হাজার ইয়াবা ট্যাবলেট সহ আটক এক

আগরতলা, ২৮ অক্টোবর : রাজ্যজুড়ে নেশা সামগ্রী উদ্ধারের ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়াচ্ছে সর্বত্র। ঠিক সেই সময়েই নতুন করে সাফল্যের নজির গড়ল যাত্রাপুর থানা পুলিশ। জানা গেছে, গোপন সূত্রে পাওয়া খবরের ভিত্তিতে যাত্রাপুর থানার পুলিশ নিদয়া গাঙকুল এলাকায় অভিযান চালায়। সেখান থেকে কামরুল মিয়া (বাবা ফরিদ মিয়া)-র বাড়ি তল্লাশি করে উদ্ধার করা হয় ১৫০০ ইয়াবা ট্যাবলেট, যার আনুমানিক বাজারমূল্য প্রায় ৭৫,০০০ টাকা।

সূত্রে আরও জানা গেছে, উদ্ধার করা ট্যাবলেটগুলো ১০টি প্যাকেটে মোট ১৬২ গ্রাম ওজনের ছিল। ঘটনাস্থল থেকেই পুলিশ ফরিদ মিয়া (২৮)-কে গ্রেপ্তার করে।যাত্রাপুর থানার ওসি সিতি কান্ত বর্ধন জানান, নেশা বিরোধী এই অভিযান আগামী দিনগুলোতেও অব্যাহত থাকবে। সমাজ থেকে মাদক নির্মূলে পুলিশ সর্বদা তৎপর। এই ঘটনার পর এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশের উদ্যোগের প্রশংসা করেছেন এবং নেশামুক্ত সমাজ গঠনে আরও কঠোর পদক্ষেপের আহ্বান জানিয়েছেন।

সাব্রুমে সাব জোনাল অফিসের উদ্বোধনে জনজাতিদের মধ্যে ঐক্য বজায় রাখার বার্তা দিলেন প্রদ্যোৎ

নিজস্ব প্রতিনিধি, সাব্রুম, ২৮ অক্টোবর: দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলার সাব্রুম মহকুমার অন্তর্গত মনুবাজার কালাঢেপা এলাকায় এক অনন্য মানবিক উদ্যোগের সাক্ষী থাকল স্থানীয় বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে উদ্বোধন করা হয় একটি নতুন সাব জোনাল অফিসের। এই অনুষ্ঠানে বিশেষভাবে নজর কেড়েছেন বিশিষ্ট সমাজসেবী ও জালাল খেদমত আলইনছান ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান জালাল মিয়া, যিনি দিনটির মূল আকর্ষণ হয়ে ওঠেন নিজের মানবিক কর্মসূচির জন্য।

অনুষ্ঠানের শুরুতে উপস্থিত অতিথিবৃন্দের হাত দিয়ে ফিতে কেটে আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয় অফিসটির। উপস্থিত ছিলেন প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মা, এডিসির মুখ্য কার্যনির্বাহী সদস্য পূর্ণ চন্দ্র জমাতিয়া, সাব জোনাল চেয়ারম্যান দেবজিত ত্রিপুরা সহ ত্রিপ্রা মথা দলের বিভিন্ন পদাধিকারী।

অতিথিদের সংবর্ধনা জানিয়ে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মহারাজা প্রদ্যুৎ কিশোর বলেন, "উপজাতি সমাজের উন্নয়নের মূল ভিত্তি হচ্ছে ঐক্য। আমাদের মধ্যে থাংসা অর্থাৎ ঐক্য বজায় রাখলেই প্রকৃত উন্নয়ন সম্ভব।" তিনি আরও বলেন, স্থানীয় নেতৃত্ব ও কর্মীদের যেন জনগণের পাশে থেকে প্রতিনিয়ত তাদের সমস্যা সমাধানে সহায়তা করেন।

এদিনের অনুষ্ঠানের আরেকটি আকর্ষণ ছিল জালাল মিয়ার মানবিক উদ্যোগ। তিনি প্রায় ৩০০ জন ছাত্র-ছাত্রীর মধ্যে শিক্ষা সামগ্রী খাতা, কলম, বই ইত্যাদি বিতরণ করেন। পাশাপাশি এলাকার জনজাতি নারীদের হাতে পরিধানের বস্ত্র ও রিগনা তুলে দেন। তার এই সামাজিক ও মানবিক কর্মসূচি উপস্থিত সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে। প্রদ্যুৎ কিশোর এবং পূর্ণ চন্দ্র জমাতিয়া উভয়েই জালাল মিয়ার উদ্যোগের প্রশংসা করে বলেন, সমাজে এমন দৃষ্টান্তমূলক কর্মকাণ্ডই প্রকৃত মানবতার প্রতিফলন ঘটায়। নিজের বক্তব্যে জালাল মিয়া বলেন, "আমার এই উদ্যোগ সমাজের প্রতিটি স্তরে মানবিক মূল্যবোধের চর্চা বাড়ানোর উদ্দেশ্যেই। আগামী দিনেও একইভাবে জনহিতকর কাজ চালিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা রয়েছে আমাদের ফাউন্ডেশনের।"

সার্বিকভাবে, কালা ঢেপার এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটি শুধু প্রশাসনিক নয়, মানবিক দিক থেকেও এক উজ্জ্বল উদাহরণ হয়ে উঠল। এলাকাবাসীর মুখে তাই একটাই কথা "এমন উদ্যোগই আমাদের সমাজে আশার আলো জ্বালায়।"

নেশা কারবারের মাস্টারমাইন্ড মনীশ সিনহার বিলাসবহুল থার গাড়ি উদ্ধার করল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর: পলাতক নেশা কারবারের মূল চক্রের হোতা মনীশ সিনহার ব্যবহৃত বিলাসবহুল থার গাড়ি উদ্ধার করল আমতলী থানার পুলিশ। দীর্ঘদিন ধরে রাজ্যজুড়ে মনীশ সিনহার সন্ধানে তৎপর ছিল পুলিশ, অবশেষে মঙ্গলবার বিকেলে সেই গাড়ি উদ্ধার হওয়ায় নেশা চক্রের জাল আরও এক ধাপ উন্মোচিত হল।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, বিশালগড় থানার অন্তর্গত পূর্ব চাম্পামুড়া এলাকার বাসিন্দা মনীশ সিনহা রাজ্যের অন্যতম নেশা কারবারের মূল মাস্টারমাইন্ড। ত্রিপুরা ছাড়াও অসমের একাধিক থানায় তার বিরুদ্ধে নার্কোটিক্স অ্যাক্টে মামলা রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে পুলিশি নজর এড়িয়ে আত্মগোপনে রয়েছে মনীশ।

অমরপুর এলাকার এক নিখোঁজ নাবালিকা কিশোরীর সন্ধানে মঙ্গলবার বিকেলে আমতলী থানার পুলিশ মধুবন ঝরঝরিয়া এলাকার বিশ্বমাতা ক্লাব সংলগ্ন মৃত দুলাল সরকারের ছেলে বিজয় সরকারের বাড়িতে তল্লাশি চালায়। সেখানে নাবালিকার খোঁজ না মিললেও পুলিশ চমকে ওঠে, কারণ বাড়ির উঠানে পড়ে ছিল মনীশ সিনহার ব্যবহৃত থার গাড়িটি।

গাড়িটির নাম্বারপ্লেট ও কাগজপত্র যাচাই করতে গিয়ে পুলিশ জানতে পারে, এটি বহুদিন ধরেই নেশা পাচারের কাজে ব্যবহৃত হয়ে আসছিল এবং একাধিক থানার পুলিশ এর খোঁজ করছিল। পরে বিজয় সরকারের বাড়ি তল্লাশি করে পুলিশ উদ্ধার করে দুটি নকল আসাম নিবন্ধিত নাম্বারপ্লেট।

এতেই পুলিশের সন্দেহ হয় যে বিজয় সরকারও এই নেশা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত থাকতে পারে। ফলে তদন্তের স্বার্থে পুলিশ বিজয় সরকারের ছোট ভাই পাপাই সরকারকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে থানায় নিয়ে যায়।

উদ্ধারকৃত গাড়িটি পরে পুলিশ টেনে নিয়ে আসে আমতলী থানায়। তদন্তের স্বার্থে সাংবাদিকদের সামনে মুখ খুলতে রাজি হননি তদন্তকারী অফিসাররা। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, বিজয় সরকারের বাড়িতে মনীশ সিনহার গাড়ি রয়েছে তা এলাকাবাসীরা আগে জানতেন না। তবে মঙ্গলবার বিকেলে পুলিশি অভিযান ও গাড়ি উদ্ধারের পর ঘটনাটি এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে।

পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত অন্যান্যদেরও শনাক্ত করার চেষ্টা চলছে এবং খুব শিগগিরই এই নেশা চক্রের পেছনের সম্পূর্ণ নেটওয়ার্ক উন্মোচিত হবে।

সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ উপলক্ষে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্যোগে পদযাত্রা

আগরতলা, ২৮ অক্টোবর: সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহ ২০২৫ উপলক্ষে আজ সকালে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের উদ্যোগে একটি শহরে এক পদযাত্রার আয়োজন কটা হয়। সকাল ৭:৩০ টায় অভয়নগরস্থিত ব্যাংকের প্রধান কার্য্যালয় থেকে ওই পদযাত্রা শুরু হয়ে সার্কিট হাউসে গিয়ে সমাপ্ত হয়।

এই কর্মসূচি পালিত হয় ২৭ অক্টোবর থেকে ২ নভেম্বর পর্যন্ত চলা সতর্কতা সচেতনতা সপ্তাহের অংশ হিসেবে। এ বছরের মূল প্রতিপাদ্য ছিল সতর্কতা: আমাদের যৌথ দায়িত্ব।

ওয়াকাথনে ত্রিপুরা গ্রামীণ ব্যাংকের হেড অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক অনুপ কুমার সাহা, তিনি সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের উদ্দেশে সতর্কতা, স্বচ্ছতা ও নৈতিকতার গুরুত্ব সম্পর্কে বক্তব্য রাখেন।

এদিনের ভাষণে শ্রী সাহা বলেন, সতর্কতা কোনো এককালীন কার্যক্রম নয়; এটি একটি অবিরাম প্রক্রিয়া যা আমাদের কাজের নৈতিকতা, দায়বদ্ধতা এবং সততাকে দৃঢ় করে। তিনি আরও যোগ করেন, ব্যাংক সর্বদা তার কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে সততা, দায়িত্ববোধ ও উত্তম আচরণের মূল্যবোধ গড়ে তোলার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই পদযাত্রা গ্রামীণ ব্যাংকের স্বচ্ছতা, সততা ও নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার প্রতি অঙ্গীকারের প্রতীক হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। হেড অফিসের কর্মকর্তাদের উৎসাহী অংশগ্রহণ ব্যাংকের সতর্কতা, সুশাসন ও দায়িত্ববোধের প্রতিফলন ঘটায়। অনুষ্ঠানের শেষে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সকলের প্রতি আহ্বান জানান, যেন সবাই মিলিতভাবে একটি সতর্ক, স্বচ্ছ ও দুর্নীতিমুক্ত সমাজ গঠনে এগিয়ে আসেন।

কুমারঘাটে রেলের ধাক্কায় গুরুতর আহত এক ব্যক্তি

আগরতলা, ২৮ অক্টোবর : কুমারঘাট রেল স্টেশন এলাকায় ভয়াবহ রেল দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন এক ব্যক্তি। ওই ঘটনায় গোটা এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।

জানা গেছে, সোমবার রাত আনুমানিক ১১টার সময় সুকান্তনগর এলাকার বাসিন্দা প্রীতেষ দাস রেললাইন পারাপার করছিলেন। সেই সময় হঠাৎই দ্রুতগতির একটি ট্রেন এসে তাঁকে ধাক্কা মারে।

দুর্ঘটনার ফলে প্রীতেষ দাসের এক হাত ও এক পা কেটে যায়। স্থানীয়রা তড়িঘড়ি করে তাঁকে উদ্ধার করে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। চিকিৎসকেরা তাঁর অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানিয়েছেন। প্রাথমিক চিকিৎসার পর উন্নত চিকিৎসার জন্য তাঁকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছে।

আহতের স্ত্রী দীপালি দাস রাজ্য সরকারের কাছে স্বামীর চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন। ঘটনাটি এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্যের সৃষ্টি করেছে। রেল কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত কোনো সরকারি প্রতিক্রিয়া মেলেনি।

বড়সড় অগ্নিকাণ্ডের হাত থেকে রক্ষা

আগরতলা, ২৮ অক্টোবর: অল্পের জন্য বড়সড় দুর্ঘটনা থেকে রক্ষা পেল আগরতলার শিবনগর এলাকা। আজ সকালে প্রমোদ করের বাড়িতে গ্যাসের রেগুলেটর পরীক্ষা করতে গিয়ে আকস্মিকভাবে আগুন লেগে যায়। মুহূর্তের মধ্যেই ঘর জুড়ে আগুন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। জানা যায়, প্রমোদবাবু রান্নাঘরের গ্যাসের রেগুলেটরে লিক হচ্ছে কিনা তা পরীক্ষা করছিলেন।

দক্ষিণ জেলায় বিদ্যালয় শিক্ষার মান উন্নয়নে পর্যালোচনা সভামন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়ার কড়াকড়ি নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ২৮ অক্টোবর: দক্ষিণ জেলা শিক্ষা আধিকারিক কার্যালয়ের মিলনায়তনে আজ দক্ষিণ জেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান উন্নয়ন ও সফলতা নিয়ে এক পর্যালোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সভাপতিত্ব করেন মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিধায়ক মাইলাফ্রু মগ, স্বপ্না মজুমদার, বিভিন্ন পঞ্চায়েত সমিতি ও পুর ও নগর পঞ্চায়েতের চেয়ারম্যানগণ, জেলা শিক্ষা আধিকারিকসহ বিদ্যালয় পরিদর্শক ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মকর্তারা। জেলা শাসক মোহাম্মদ সাজাদ পি. অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করেন।

সভা শুরু হয় অতিথি আপ্যায়ন ও জেলা শিক্ষা আধিকারিকের স্বাগত বক্তব্যে। জেলা শিক্ষা আধিকারিক জেলা জেলা পর্যায়ে শিক্ষা ব্যবস্থার চিত্র, বিভিন্ন বিদ্যালয়ের উন্নয়ন ও সমস্যাগুলো সভায় উপস্থাপন করেন। পরে মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া তাঁর বক্তব্যে বিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের মানোন্নয়ন ও শিক্ষার বিস্তারে সংশ্লিষ্ট সবার অংশগ্রহণের আহ্বান জানান।

মন্ত্রী বলেন, শিক্ষাঙ্গনে রাজনীতিকরণ এড়িয়ে চলা উচিত এবং স্কুল ম্যানেজিং কমিটিগুলোকে সক্রিয়ভাবে শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করতে হবে। কোনো ব্যক্তিগত বা দূরভিসন্ধিমূলক কার্যকলাপে বিদ্যালয়ের উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করা যাবে না। তিনি প্রধান শিক্ষক ও বিদ্যালয় পরিদর্শক, জেলা শিক্ষা আধিকারিকদের দায়িত্বশীল ভূমিকা সম্পর্কে গুরুত্ব আরোপ করেন এবং বলেন, "স্কুলের উন্নয়ন প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব- কিন্তু তাদের সহায়তায় শিক্ষক পরিদর্শক ও জেলা প্রশাসন আছে প্রত্যেকেই নিজের দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করলে কাজ আটকে থাকার কথা নয়।"

মন্ত্রী আরও সতর্ক করে বলেন, সরকারি চাকরিতে ট্রান্সফার একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া; দীর্ঘ সময় ধরে কারো এক অফিস বা এক বিদ্যালয়ে আটকে থাকা ঠিক নয়; প্রশাসনিক নিয়ম-নীতি ভঙ্গ করলে কড়াকড়ি করা হবে।

সভায় জেলার স্কুলসমূহের সমস্যা, শিক্ষক স্বল্পতা, অবকাঠামো উন্নয়ন ও শিক্ষাসহযোগিতা বাড়ানোর উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। সভা শেষে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষা উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

টাকার অভাবে চিকিৎসা বন্ধ সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী ফাতিমা বেগম'র, মুখ্যমন্ত্রীর নিকট সাহায্যের আর্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২৮ অক্টোবর: টাকার অভাবে চিকিৎসা বন্ধ সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী ফাতিমা বেগম"র। মুখ্যমন্ত্রীর কাছে সাহায্যের আবেদন জানিয়েছেন ছাত্রীর মা আফিয়া বেগম। তাদের বাড়ি বিশ্রামগঞ্জ এসপি অফিস সংলগ্ন ননজলা এলাকায়।

টাকার অভাবে উন্নত চিকিৎসা করতে পারছে না বিশ্রামগঞ্জ পুষ্করবাড়ি এস বি স্কুলের সপ্তম শ্রেণীর ছাত্রী ফাতিমা বেগম। বাবা জামাল মিয়া, বাড়ি বিশ্রামগঞ্জ এসপি অফিস সংলগ্ন নলজলা এলাকায়। কিছুদিন পূর্বে রেলে কাটা পড়ে মৃত্যুবরণ করে জামাল মিয়া। বাবার মৃত্যুর পরেই মেয়ের শারীরিক অবস্থা অবনতি ঘটে। প্রথমে বিশ্রামগঞ্জ হাসপাতালে, বর্তমানে আগরতলা জিবি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন ফাতেমা। কিন্তু স্বামীহারা আফিয়া বেগম টাকার অভাবে মেয়ের উপযুক্ত চিকিৎসা, বিভিন্ন ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে না পেরে হাউমাউ করে কাঁদছেন জিবি হাসপাতালে।

সংবাদ মাধ্যমের দ্বারস্থ হয়ে মেয়ে ফাতেমা বেগমের উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডা: মানিক সাহার নিকট আর্থিক সাহায্য চেয়ে বিশেষ আবেদন করেন আফিয়া বেগম। হাসপাতালের বেডে কেঁদে কেঁদে আফিয়া বলেন আমার মেয়েকে বাঁচান, আমার মেয়েকে বাঁচান। আর্থিক সাহায্য পাওয়ার জন্য মুখ্যমন্ত্রীর নিকট জোরালো আবেদন করেন আফিয়া বেগম। পাশাপাশি রাজ্যের সামাজিক ও ধর্মীয় সংগঠনের কর্মকর্তাদের নিকটও আবেদন করেন আফিয়া বেগম।

ফাতেমার অসুস্থতার খবর পেয়ে জিবি হাসপাতালে ছুটে যান ত্রিপুরা রাজ্য হজ কমিটির চেয়ারম্যান শাহ আলম মজুমদার, হজ কমিটির সদস্য জহিরুল হক, ত্রিপুরা রাজ্যিক এমারতে শরয়ীয়াহও নদওয়াতুততামীরের সম্পাদক তথা ত্রিপুরা রাজ্য হজ কমিটির সদস্য মাওলানা জাকির হোসাইন আলজলিলী সহ এক প্রতিনিধি দল। ছাত্রী ফাতেমা বেগম এবং তার মা আফিয়া বেগমের দুঃখের কাহিনী মনোযোগ দিয়ে শুনেন হজ কমিটির চেয়ারম্যান শাহ আলম সহ প্রতিনিধিরা।

তাদের অর্থনৈতিক করুণ কথা শুনে শাহ আলম মজুমদার রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ মানিক সাহার নিকট ফাতেমার বেগমের উন্নত চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্য চেয়ে বিশেষ আবেদন করেন। পাশাপাশি সহৃদয়বান এবং সামাজিক সংগঠনের ব্যক্তিত্বদের ফাতেমার চিকিৎসায় সাহায্য করার জন্য আহবান করেন তিনি। স্বামীর আকস্মিক মৃত্যুতে দিশেহারা স্ত্রী আফিয়া বেগম। ফাতেমা এখন কোন কিছু খেতে পারেন না বলে জানিয়েছেন মা আফিয়া বেগম।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণবো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas